# থেরীগাথা

সাধনকমল চৌধুরী

# কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূলবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

**আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!**
**জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!**

This book is scanned by BipulaNanda Bhikkhu

বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থ

# থেরীগাথা

[ মূল ও টীকাসহ ]

সাধনকমল চৌধুরী
অনুবাদক

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৪০৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ : প্রশান্ত মণ্ডল
[ রেজ ডট্ কম ]

দাম : ৩৬০.০০ টাকা

স্নেহাস্পদ অনুজ—

স্বদেশকমল চৌধুরী-কে

# কিছু কথা

ত্রিপিটকের দ্বিতীয় পিটক 'সুত্তপিটকের' অন্তর্গত ক্ষুদ্দকনিকায়ের নবম গ্রন্থ হচ্ছে 'থেরীগাথা'। অনবদ্য এই কাব্যগ্রন্থের বর্তমান শ্লোক সংখ্যা পাঁচ'শ বাইশ। এর কিছু কিছু কবিতা খুবই ছোট, আবার কিছু কবিতা বেশ দীর্ঘ। তৎকালীন প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। বুদ্ধের সময়ে বেশীর ভাগ কবিতাগুলো সৃষ্টি হয়। তবে সেগুলো একত্র করে গ্রন্থনা করা হয়েছে খুব সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে। ধম্মপদের, মজ্ঝিমনিকায়ের ও সংযুত্তনিকায়ের কিছু কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে থেরীগাথায়।

এই অসাধারণ কাব্যগ্রন্থটি প্রথম জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন ডঃ নিউমান ১৮৯৯ সালে। এরপরে ১৯০৯ সালে শ্রীমতী রীজ ডেভিড গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

থেরীগাথা গ্রন্থটি প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়। বইটি আজ দুষ্প্রাপ্য। এর পরে 'থেরীগাথা' আবার বাংলায় অনুবাদ করেন মহামান্য ভিক্ষু শীলভদ্র ১৯৪৫ সালে। শাস্ত্রজ্ঞের ভাব-গম্ভীর অনুবাদে কেন জানি মনে হলো মনোজ্ঞ কাব্যগ্রন্থটির কাব্যিক রস গুরু-গম্ভীর ভাষার মেজাজে বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শব্দের যথার্থ অর্থও অনেক ক্ষেত্রে সঠিক হয়নি। তাছাড়া, প্রক্ষিপ্ত অংশগুলো উনি কেন জানি পাঠকদের সামনে তুলেও ধরেন নি।

এইসব নানা কিছুর অভাব বোধ করে সুধী পাঠকদের কাছে 'থেরী-গাথার' এই নতুন অনুবাদটি তুলে ধরলাম। টীকা-টিপ্পনি ও ঐতিহাসিক পটভূমিকাসহ গ্রন্থটিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাচীন কাব্যের রস অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে শব্দের চয়নেও নজর রাখতে হয়েছে পুঁথিগত শব্দের অনুবাদ নষ্ট না করে। ভাবের যথার্থ প্রকাশেও নজর রেখেছি।

অনেকে বলে থাকেন, বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ প্রায়ই প্রাঞ্জল হয় না।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ও এই মত পোষণ করতেন। সেটা মনে রেখে কবিতাগুলো সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করেছি, যাতে সাধারণ পাঠকেরও ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগুলো সহজে বোধগম্য হয়।

কবিতাগুলো বাংলা গদ্যে রূপান্তর করে হয়তো কিছু কাব্যরসিক পাঠকদের অজান্তে ক্ষুণ্ণ করেছি। তবে আশা করি পাঠকরা গদ্যের মাধ্যমেও কবিতাগুলোর রস পাবেন। কারণ রূপান্তর করতে গিয়ে কোথাও মূল থেকে সরে যাইনি। সুতরাং পাঠকরা এই অনুবাদের মাধ্যমে মূলের স্বাদ অবশ্যই পাবেন। মূল 'থেরীগাথা'ও দেয়া হলো।

'সব্ব দানং ধম্মদানং জিনাতি'

**অনুবাদক**

# সূচী

প্রসঙ্গতঃ ১—৩৪

এক শ্লোকের গাথা ৩৫—৪১

অজ্ঞাতনামা ভিক্ষুনী—মুক্তা—পূর্ণা—তিষ্যা— তিষ্যা (২য়) —ধীরা—ধীরা (২য়)—মিত্রা—ভদ্রা—উপশমা—মুক্তা (২য়) —ধম্মদিন্না—বিশাখা—সুমনা—উত্তরা—সুমনা (২য়)— ধম্মা—সঙ্ঘা

দুই শ্লোকের গাথা ৪১—৪৫

অভিরূপ-নন্দা — জেন্তি — সুমঙ্গলের মা — অর্দ্ধকাশী (অড্ঢকাশী)—চিত্রা—মেত্তিকা—মিত্রা—অভয়ের মা—অভয়া —সামা (শ্যামা)

তিন শ্লোকের গাথা ৪৬—৫১

সামা (২য়)—উত্তমা—উত্তমা (২য়)—দন্তিকা—উশ্বরী— শুক্লা (সুক্কা)—সেল—সোমা

চার শ্লোকের গাথা ৫২

ভদ্রা কপিলানী

পাঁচ শ্লোকের গাথা ৫৩—৬৩

বড্ঢমাতা—বিমলা—সিহা—সুন্দরী নন্দা — নন্দুত্তরা — চিত্রকালী—সকুলা—সোনা—ভদ্রা কুণ্ডলকেশা—পটাচারা— পটাচারার ভিক্ষুণীরা—চন্দ্রা

ছয় শ্লোকের গাথা ৬৪—৭১

পটাচারার ভিক্ষুণীরা—বাশিষ্ঠী — ক্ষেমা — সুজাতা — অনোপমা—মহাপ্রজাপতি গৌতমী—গুপ্তা—বিজয়া

সাত শ্লোকের গাথা ৭২—৭৪

উত্তরা—চালা—উপচালা

আট শ্লোকের গাথা ৭৫—৭৬

শিশুপচালা

নয় শ্লোকের গাথা ৭৭—৭৮
বন্ধমাতা
একাদশ শ্লোকের গাথা ৭৯—৮০
কৃশা গৌতমী
দ্বাদশ শ্লোকের গাথা ৮১—৮২
উৎপলাবর্ণা
ষোড়শ শ্লোকের গাথা ৮৩—৮৪
পূর্ণা
ঊনবিংশতি শ্লোকের গাথা ৮৫—৮৭
অম্বপালী
বিংশতি শ্লোকের গাথা ৮৮—৯০
রোহিণী
একবিংশতি শ্লোকের গাথা ৯১—৯৪
চাপা
ষষ্ঠবিংশতি শ্লোকের গাথা ৯৫—৯৮
সুন্দরী
অষ্টবিংশতি শ্লোকের গাথা ৯৯—১০২
শুভা ( স্বর্ণকার কন্যা )
চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের গাথা ১০৩—১০৭
জীবকের আমবাগানের শুভা
অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকের গাথা ১০৮—১১৪
ইসিদাসী
পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের গাথা ১১৪—১২৩
সুমেধা
প্রাকৃতে মূল থেরীগাথা ১২৪—১৭৪
গ্রন্থপঞ্জী ১৭৫

# প্রসঙ্গতঃ

## তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান কখনই পুরুষের সমান ছিল না। বেদের কালে নারীরা অবশ্য পুরুষের সমকক্ষ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধও করেছে, বিয়েতে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, যজ্ঞে যোগ দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে নারীর সে স্থান আর ছিল না। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নারীর সেই অধিকার লোপ পেয়েছিল। উপনিষদে কিছু নারীর দার্শনিক জ্ঞানের কথা বলা হলেও সেটা ছিল পুরুষ-অধীন। যাজ্ঞ্যবল্ক তাঁর স্ত্রীকে রাজসভায় দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করতে দেননি।

নারীর স্থান হয়েছিল ঘরের অন্দর মহলে। অবশ্য কিছু ধর্মীয় কাজে তারা যোগ দিতে পারতো। ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকলেও পুরুষরা নারীদের তেমন আমল দিতেন না। এটাই ছিল ইতিহাসে প্রাক-বৌদ্ধযুগে নারীর অবস্থান।

বুদ্ধের সময়ে এর আমূল পরিবর্তন ঘটলো, সেই মহাজ্ঞানীর প্রভাবে। তিনি নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিলেন। ধর্মে, সাধনায়, কৃষ্টিতে, শাস্ত্রচর্চায়, জ্ঞানে, বিদ্যাবুদ্ধিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ রাখলেন না। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সমান অধিকার দিলেন তিনি। এতে সমাজে নানা দিক থেকে প্রতিবাদ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় উঠলেও বুদ্ধ কিন্তু সেগুলোকে উপেক্ষা করেছেন। বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত নারী সন্ন্যাসিনী (ভিক্ষুণী বা থেরী) সঙ্ঘ প্রতিবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজমহিষী, রাজকন্যা, অন্তঃপুরবাসিনী থেকে শুরু করে ধনী, দরিদ্র, সতী-সাধ্বী নারী, গণিকা, বারবনিতা, জ্ঞানী-গুণী, জ্ঞানহীনা, কাউকে বুদ্ধ বাদ দেননি। সবাইকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্থান দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট ভিক্ষুণী সঙ্ঘে। উচ্চ, নীচ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইর জন্য বুদ্ধ ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। ভিক্ষুণী সঙ্ঘে এসে এদের শুধু আধ্যাত্মিক

উন্নতি হয়নি, হয়েছে তাদের স্বকীয় কৃষ্টির বিকাশ। এদের মধ্যে ছিল কবি প্রতিভা, ছিল প্রকৃতি প্রীতি, ছিল বাগ্মী, ছিল তার্কিক, ছিল দার্শনিক। এই সবের বিকাশ হলো সংঘভুক্ত হয়ে। এদের দেখে পুরুষরা নারীকে আর অপাংক্তেয় বলতে পারল না। সমাজের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটলো। বুদ্ধের ভিক্ষুণী সংঘ তৎকালীন সমাজ পরিবর্তনের এক বিরাট পন্থা বলা যেতে পারে।

তৎকালের সমাজে পুরুষ ছিল বহুগামী। রাজা, শ্রেষ্ঠী ও ধনবানদের কাছে বহুবিবাহ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। অর্থের জোরে যে কোন সুন্দরীকে তাঁরা বিয়ে করতে পারতেন। এঁরাই সমাজে গণিকার, বারবনিতার, রক্ষিতার ও জারজ সন্তানের উদ্ভব করেছিলেন। বাড়ির দাসীদের ভোগ করাও ছিল প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার। নারীত্বের এই নিষ্ঠুর অবমাননার যথার্থ জবাব হলো এই ভিক্ষুণী সংঘ। বহু রূপসী নারী ধনীর অর্থের প্রলোভন উপেক্ষা করে ভিক্ষুণী হয়েছে (অনুপমা, উৎপলাবর্ণা, সুন্দরী, শুভা প্রভৃতি), সংসারে স্বামী ও অন্যান্যদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বিদ্রোহীনীরা সংসার ত্যাগ করেছে (সুজাতা, মিত্রকালী, সুমঙ্গলের মা, প্রভৃতি), নিজের ইচ্ছার স্বামী না পেয়ে সংসার ত্যাগ করেছে (নন্দা), দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে ভিক্ষুণী হয়েছে (পূর্ণা), গোপন রক্ষিতার লজ্জাকর জীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়েছে (পদ্মাবতী, উর্বরী) লজ্জাকর গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়েছে (বিমলা, আম্রপালি, অর্ধকাশী), পুত্র দ্বারা অত্যাচারিতা মা সংসার ত্যাগ করেছে (সোনা), পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার যোগ্য সঙ্গিনী না হতে পেরে ইসিদাসী স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়েছিল। তৎকালে গোধনের মতো নারীও ছিল স্ত্রীধন, তা সে রাজার ঘরেই থাকুক কী গরীবের ঘরেই থাকুক। নারীর কোন নিজস্ব মূল্য ছিল না সমাজে। তাই নারীরা তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে দিশেহারা হয়ে গেছিল। বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুণী সংঘের মাধ্যমে এদের সবাইকে মুক্তির পথ দেখালেন। শুধু তাই নয়, বুদ্ধের এই পদক্ষেপ তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের টনক নড়িয়েছিল।

তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বুদ্ধের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ছিল এই ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠা। থেরীগাথায় সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই

দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমালোচক আজও বুদ্ধকে বুঝতে চেষ্টা করেননি, ও থেরীগাথার যথার্থ বিচার করেননি।

থেরীগাথায় কিছু নারীর করুণ কাহিনী রয়েছে। আরও বহু ভিক্ষুণী সংঘে ছিলেন যাঁদের কথা এই কাব্য গ্রন্থে নেই। যাঁরা তপস্যার পর অর্হত্ব বা নির্বাণ লাভ করেছেন, শুধু তাঁদের কথাই বলা হয়েছে থেরীগাথায়। বহু অত্যাচারীতা নারী ঠাঁই পেয়েছিল ভিক্ষুণী সংঘে। তাদের দেখে ঘরে ঘরে নারীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল নিজেদের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য। এই কারণে বুদ্ধকে ও তাঁর ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের কম অপমান, অপবাদ, কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়নি। ভিক্ষুণীরা হয়েছিলেন ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয়। অনেকে চেয়েছে কোন কোন ভিক্ষুণীদের আবার সংসারে ফিরিয়ে আনতে। ফেউয়ের মত তাদের পিছনে তারা লেগে থেকেছে। কিছু দুশ্চরিত্র পুরুষ কোন কোন সুন্দরী ভিক্ষুণীর পেছনে লেগেছে। তারা কোন ভিক্ষুণীকে শ্লীলতাহানীর ভয় দেখিয়েছে, কাউকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, কাউকে বা কুইঙ্গিত করেছে। নানা ভাবে চেষ্টা করেছে ভিক্ষুণীদের অপবাদ দিতে। কিন্তু ভিক্ষুণীরা নিজেরাই, কারো মুখাপেক্ষি না হয়ে, এইসবের মোকাবিলা করেছেন। অপবাদ, কুৎসা, প্রলোভন, বিদ্রূপ উপেক্ষা করে ভিক্ষুণীরা একাগ্র মনে নিজেদের মুক্তির পথ ধরে এগিয়ে গেছেন।

ভিক্ষু মহামৌদ্গলানের পিছনেও গণিকা লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই গণিকা ভিক্ষুর পিছন পিছন তাঁর বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছেছিলো। কুৎসা রটানোর জন্যে এইসব করা। বলা হতো, ভিক্ষুরা নারীতে আসক্ত তাই ভিক্ষুণী সংঘ গড়া হয়েছে। ভিক্ষুণী সংঘ ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে এইসব কুৎসা রটানো। তৎকালীন এইসব মিথ্যে রটনার উপর ভিত্তি করে বর্তমানের বহু সমালোচক এই দেশে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিলুপ্তির জন্যে ভিক্ষুণীদের মিথ্যা দায়ী করেছেন। শুধু তাই নয়, 'মহাসাঙ্গিকরা' বুদ্ধের বচন বলে এক টুকরো প্রক্ষিপ্ত অংশও শাস্ত্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভিক্ষুণী সংঘের বিপক্ষে। বুদ্ধ নাকি বলেছিলেন, 'ভিক্ষুণী সংঘের গোড়াপত্তন করে ধর্মের আয়ু শত বছর কমে গেছে।' সমালোচকরা এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিকেও বুদ্ধবচন বলে ধরে নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সেদিনের অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়ানো নারীরা আজও কুৎসা মুক্ত নয়।

স্বয়ং বুদ্ধকেও কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। বারবনিতা আম্রপালী শিষ্যসহ বুদ্ধকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বুদ্ধ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এই নিয়ে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেছিল। দেশের রাজা, শ্রেষ্ঠী, জ্ঞানী, পণ্ডিত সবাই চেয়েছিলেন যাতে বুদ্ধ সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ আম্রপালী বারবনিতা। বুদ্ধের কাছে এঁরা সবাই আম্রপালীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ করেন। কিন্তু বুদ্ধের কাছে সবাই ছিল সমান। তাই তিনি এঁদের অনুরোধ না রেখে আম্রপালীর নিমন্ত্রণ শিষ্যসহ রক্ষা করেন। আম্রপালী বারবনিতার জীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়ে যায়। বারবনিতা, গণিকা, ক্রীতদাসী সবাই নতুন জীবন পেয়েছিল বুদ্ধের ভিক্ষুণী সংঘে। আর 'থেরীগাথা' ছিল সেই ভিক্ষুণী সঙ্ঘের মুখপত্র।

## ভিক্ষুণী সঙ্ঘের গোড়াপত্তন

বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘের গোড়াপত্তন করেন বুদ্ধত্বলাভের কয়েক মাস পরে। তার বহুবছর পরে পালিতা মা গৌতমীর চাওয়াতে ও বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ বৈশালীতে 'ভিক্ষুণী সঙ্ঘের' গোড়াপত্তন করেন। নারীরা যে দৈহিক বলে দুর্বল ও পুরুষ বাহুবলে তাকে যে বিপদে ফেলতে পারে, সেটা বুদ্ধ জানতেন। তাই বুদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘকে সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন করলেন না। তাছাড়া, সমাজে যে এনিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে এবং সেই সুযোগে কিছু ভিন্ন ধর্মের উপাসকেরা যে ভিক্ষুণীদের কুৎসা রটাতে পারে, সেটা বুঝে বুদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘের গোড়াপত্তনের সময় তাদের উপর কিছু বিধান দিয়েছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘকে তখনকার মতো ভিক্ষুণীদের অভিভাবক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই বিধান বুদ্ধ লাঘব করে দিয়েছিলেন, যখন ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গৌতমীর নেতৃত্বে স্বয়ং নির্ভর হয়ে ওঠে। ভিক্ষুণীদের ধর্মবিষয়ে নানা রকম বিধি নিয়ম শেখানোর জন্যেও প্রথম দিকে প্রাজ্ঞ ভিক্ষুদের প্রয়োজন ছিল। নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে, জ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে শেখাতে অভিজ্ঞ জ্ঞানী ভিক্ষুদের প্রয়োজন ছিল। তাই বুদ্ধ গোড়াপত্তনের সময় ভিক্ষুণী সঙ্ঘের অভিভাবকত্ব দিয়েছিলেন ভিক্ষু সঙ্ঘকে। সঠিক পরিস্থিতি বুঝতে না পেরে অনেকে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন।

নব গঠিত ভিক্ষুণী সংঘ যাতে কোনরূপ বিপদে না পড়ে, নিজেদের মধ্যে সাদাসিধে ভাব, প্রীতি, মৈত্রী যাতে অক্ষুন্ন থাকে, সকল শ্রেণীর নারীরা যাতে পূর্বাশ্রমে নিজেদের অবস্থানের কথা ভুলে সমভাবে সবাইর সঙ্গে মেশে ইত্যাদি দেখার জন্যে প্রাজ্ঞ ভিক্ষুদের প্রয়োজন ছিল বৈকি। ভিক্ষু সংঘে তখন ছিলেন বেশ কিছু প্রবীণ জ্ঞানী ভিক্ষু যেমন, মহাকাশ্যপ, তিষ্য, পুরাণকাশ্যপ, গভামপতি, মহাদেব প্রভৃতি। ভিক্ষুণী সংঘে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠা গৌতমী ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গিনীরা, যাঁরা ছিলেন এইসব জ্ঞানীগুণী ভিক্ষুদের ও বুদ্ধের চেয়ে বয়সে বড়। তবে পরে দীক্ষিতা হলে সংঘের নিয়মে তাঁরা পূর্বতনদের শ্রদ্ধা দেখাবে, এইটাই নিয়ম। যাতে এই নিয়ে ভিক্ষুরা দ্বিধাগ্রস্ত না হয় ( বিশেষ করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উপস্থিতিতে ), সেই কারণেও বুদ্ধের বিধান দান।

বুদ্ধ যে সব বিধান দিয়েছিলেন ভিক্ষুণী সংঘের গোড়াপত্তনের সময় সেগুলো হলো :—

(১) বয়সে ছোট বা বড়, পূর্বে দীক্ষিত ভিক্ষুদের সম্মান প্রদর্শন করবে।

(২) যে গ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অবস্থান করে না, সেইখানে ভিক্ষুণীরা অবস্থান করবে না।

(৩) কোন্‌দিন উপসত পালন করতে হবে, আর কোন্‌দিন ধর্মোপদেশ শুনতে আসতে হবে, তা পূর্বে ভিক্ষু সংঘের কাছ থেকে জেনে নেবে।

(৪) চতুর্মাসের পর ভিক্ষুণীরা উভয় সংঘের প্রবারণা করবে।

(৫) ভিক্ষুণী ভিক্ষুর উপদেশ নেবে, দেবে না।

বুদ্ধের এইসব বিধানে ভিক্ষুণীদের ছোট চোখে দেখা হয়েছে বললে ভুল হবে।

দুই সংঘের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতেও এইসব বিধানের প্রয়োজন ছিল। সমাজের নৈতিক জাগরণের জন্য উভয় সংঘকে কাজে লাগিয়েছিলেন বুদ্ধ। একতার কথা বুদ্ধ বলেছেন সুত্তনিপাতের কাশীভরদ্বাজ সূত্রে। একতাকে সব সময় প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। এরপর হল নিয়মানুবর্তিতার বিষয়। সংঘে নিয়মানুবর্তিতা থাকুক সেটা বুদ্ধ সব সময় চেয়েছিলেন। আর উভয় সংঘে নিয়মানুবর্তিতা ছিলই। মজ্‌ঝিমনিকায়ের সূত্রে এর নিদর্শন রয়েছে।

ভিক্ষুণীরা সংসার ছেড়ে সঙ্ঘভুক্ত হয়ে কী করেছেন ও কী লাভ করেছেন, তাই ব্যক্ত হয়েছে 'থেরীগাথায়'। বুদ্ধ এই ভিক্ষুণীদের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ সুশিক্ষিতা আদর্শগত এক নারীগোষ্ঠী গড়েছিলেন। তারই প্রমাণ রয়েছে 'থেরীগাথায়'। এইসব নারীদের অনুপ্রেরণায় ও বুদ্ধের প্রতিবাদের কারণে বুদ্ধের সময়ে সমাজে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

নারীর সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর। যবন ও শকদের আক্রমণের পর উত্তরোত্তর নারীর পূর্বের সম্মান সমাজে আর রইল না।

এতদিন পর আজ এই দেশের নারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সেই সম্মান ফিরে পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। এটাই ছিল বুদ্ধের স্বপ্ন ও সাধনা।

## ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'থেরীগাথা'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ·····বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।' (বঙ্গদর্শন পত্রিকা, ১৩১২, জ্যৈষ্ঠ)। কবির এই কথা স্মরণ রেখে 'থেরীগাথাকে' প্রাচীন ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলও বলা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রক্ষিপ্ত সব অংশের জন্যে কাব্যটি পড়ে বৌদ্ধধর্মজ্ঞান সম্পন্ন পাঠক বিভ্রান্ত হবেন। সাধারণ মানুষ বুদ্ধের সঠিক ধর্মোদর্শন উপলব্ধি করতে পারবেন না। আসল ও মূল বৌদ্ধশাস্ত্র আজ বিরল। প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকরাও তা খুঁজে পাননি। থেরবাদিরা বা স্থবিরবাদিরা সংখ্যায় পরবর্তীকালে এতো নগণ্য ছিল যে তারাও শাস্ত্রগুলো অক্ষত রাখতে পারেননি। এতে ইতিহাস ক্ষুণ্ণ হউক বা না হউক আসল বৌদ্ধশাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রথমে মহাসাঙ্ঘিকরা প্রচুর কাটাছেঁড়া করেছে, নতুন সংযোজন করে শাস্ত্রগুলোকে বিকৃত করেছে। পরে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে মহাযানীরা সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগুলোতে নিজেদের আদর্শ যোগ করে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে তাতে বুদ্ধের আসল বক্তব্য ও ধর্মাদর্শ কী ছিল তা আজ বোঝা সম্পূর্ণ দুষ্কর। তার উপর

মহাযানী টিকাকাররা তাদের অট্‌ঠকথা লিখে শাস্ত্রগুলোকে বুঝতে আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

জন্মান্তরবাদে ভর করে তারা হাজার রকম পূর্বজন্মের কথা বলেছে। অবতারবাদ ও বোধিসত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে অসংখ্য বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের অবতারণা করেছে। অসংখ্য কাল্পনিক কাহিনীর মাধ্যমে বহু কাল্পনিক রাজা, রাজত্ব, নগর ইত্যাদির কথা বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিভ্রান্ত করেছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপপুণ্য সঞ্চয়, দেবলোক, স্বর্গ, নরক, পূজা-অর্চনা, বুদ্ধকে ভগবান বানানো, পরের জন্মে ফলপ্রাপ্তি, মহাদান, শ্রাদ্ধ, দক্ষিণা, একের পুণ্যে অন্যের প্রাপ্তি ইত্যাদি কী না বৌদ্ধশাস্ত্রে ঢুকিয়েছে মহাযানীরা।

সাধারণ মানুষ যা পড়ে বা শোনে তাই বিশ্বাস করে। আর হয়েছেও তাই। আজ বৌদ্ধধর্ম বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে সেটা যে মোটেও শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম নয়, সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে চায় না। বহু বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞরাও এ নিয়ে নীরব। বুদ্ধের সঠিক জীবনীটাও আজ আমরা জানি না।

মূল গ্রন্থগুলোকে যে বিকৃত করা হয়েছে সেটা আজ আর কারো অজানা নয়। বহু নতুন কিছু যে ত্রিপিটকে ঢোকানো হয়েছে সেটা সর্বজন বিদিত। **"Some of the canon was part of the oral tradition and some were added later when it was preserved in a written form". ( The Fist Millenneum B. C. in India—Romila Thapar ).**

থেরীগাথায় তাই প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকবে এতে আর বিচিত্র কী। আজ কোন প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা যায় না। বিনা বিচারে গ্রহণ করলে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মদর্শনকে সঠিক চেনা দায় হবে। তাই বর্তমানে প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিতে এইগুলোর নব মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজন। নইলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। থেরীগাথায় রয়েছে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ছবি। রয়েছে এই দেশের মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি। তাই এই অমূল্য গ্রন্থটির নব মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বৌদ্ধশাস্ত্রের সঠিক পরিচয়ের অভাবে এই দেশের সমগ্র ইতিহাস যে কানা হয়ে গেছে সেটা বিশ্বকবি বহু আগে উপলব্ধি করেছেন। প্রাচীন

ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর মহান আদর্শ। সেই আদর্শের ভিত্তিতে তৎকালীন গড়ে ওঠা এই দেশের মহান উন্নতর সভ্যতার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি আমরা কখনো উপলব্ধি করতে পারবো না যতক্ষণ না খড়কুটো উড়িয়ে আসল বুদ্ধকে ও তাঁর আদর্শকে না দেখতে পাবো। তাই প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থগুলোর সংস্কারেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

## থেরীগাথার উৎস

বৈদিক যুগের শেষের দিকে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের প্রভাবে তৎকালীন সমাজে মানুষ চার বর্ণে বিভক্ত হলো। ব্রাহ্মণরা এর জন্যে মানুষের কর্মফলকে দায়ী করলেন। যজ্ঞে প্রবল আকারে গৃহপালিত পশুদের বধ করা শুরু হলো। যজ্ঞের সংখ্যাও বাড়লো। জোর করে চাষাদের পোষা পশুগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞে বধ করা হতে লাগল। গো-মাংস খাওয়ার প্রবণতা বাড়লো সমাজে। এই সব কারণে চাষ-আবাদের ক্ষতি হতে লাগলো। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামতি দেখা দিল।

বুদ্ধ শুধু ধর্মদর্শন প্রচার করে ক্ষান্ত হলেন না। এইসবের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। জন্মের জন্যে নিছক মানুষের কর্মফলকে দায়ী না করে তিনি বললেন, মানুষের এই শ্রেণীভাগ জন্মের জন্যে নয়, এক শ্রেণীর মানুষের প্রভুত্বের জন্যেই এই শ্রেণীভাগ। সুযজ্ঞের বিধান দিয়ে যজ্ঞে প্রাণীহত্যা বন্ধ করলেন তিনি।

এইভাবে নানা দিক দিয়ে বৈদিক যুগের ও তার পরবর্তী যুগের কিছু বিষয়ের সংস্কারে নামলেন বুদ্ধ। উন্নততর প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার পথ-প্রদর্শক হলেন তিনি। ওঁনার সৃষ্ট ভিক্ষুসঙ্ঘ শুধুমাত্র কিছু লোকের আত্মত্রাণের জন্যে ছিল না। এই সঙ্ঘ দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মূলেও ছিল। বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘকে দিয়ে দেশের শক্তিধরদের সঙ্গে সারাজীবন অক্লান্ত মোকাবিলা করেছেন আপামর জনগণের দুঃখের ত্রাণের জন্যে।

এর ফলে সমাজে নানা পরিবর্তন এলেও কিন্তু নারীর সামাজিক অবস্থানের তখনো তেমন হেরফের হলো না। সমাজে নারী ছিল গো-ধনের মতো পুরুষের সম্পদ মাত্র। পুরুষ যেমন ইচ্ছা নারীকে ব্যবহার করতো।

নারীর নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার কেউ ধার ধারতো না। সমাজে তখন বহু বিবাহ, উপপত্নী রাখা, বেশ্যাগমন, বাড়ির দাসীদের শয্যাসঙ্গিনী করা, নারীর দাসীবৃত্তি ইত্যাদি স্বাভাবিক স্বীকৃত ব্যাপার ছিল। বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মাধ্যমে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রবর্তন করলে সমাজের সর্বশ্রেণীর অত্যাচারিতা হতভাগ্য নারীরা বাঁচার পথ পেয়ে দলে দলে এই সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগলেন। কাশী, কোশল, মগধ, উজ্জয়িনী, বৈশালী, ভরুকচ্চ, আলবী, সাগল, কৌশম্বি, কুরু, প্রভৃতি নানা দেশের মেয়েরা এসে যোগ দিল ভিক্ষুণী সঙ্ঘে। ঘর সংসার ছেড়ে সবাই চলে এলো। কেউ রইলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের তৈরী শ্রাবস্তীর তিথীয়ারাম বিহারে। কেউ রইলেন বৈশালীর বিহারে। ধ্যান সাধনার জন্যে অনেকে রইলেন বনে-জঙ্গলে, কেউ বা রইলেন রাজগৃহের গৃধ্রকূট পাহাড়ে বা অন্যান্য কোন পাহাড়ে। মাঝে মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা সবাই মিলিত হতেন বিশেষ কোন বিহারে, বুদ্ধের উপদেশ শুনতে বা কোন জ্ঞানী ভিক্ষুর কাছে উপদেশ নিতে। এক আহারী ছিলেন তাঁরা। আর ভিক্ষার অন্নই ছিল তাঁদের একমাত্র আহার।

ঘরছেড়ে মেয়েগুলো কী করছে, কীই বা তারা লাভ করতে পারছে, সেটা জানবার ইচ্ছে তখন সমাজের মধ্যে প্রবল ছিল। বুদ্ধের আশ্রয়ে এতোগুলো সমাজ-বিদ্রোহী মেয়েরা সমাজকে তোয়াক্কা না করে ঘরছেড়ে কী এমন সুখে আছে? সবাই তো আর অন্তরের তাগিদে ঘর ছাড়েনি, তাই জানবার প্রবল ইচ্ছা ছিল অনেকের। বুদ্ধের ধর্মদেশনায় তৎকালীন সমাজের বহু গণ্যমান্য মানুষ উপস্থিত থাকতেন। বুদ্ধের আদেশ ছিল তাঁর ধর্মসভায় সকল ভিক্ষুণীদের উপস্থিত থাকতে হবে। ভিক্ষুণীরা তাই বুদ্ধের ধর্মসভায় উপস্থিত থাকতেন। থেরীগাথায় এর উল্লেখ আছে।

সেই সব সভায় ভিক্ষুণীরা তাঁদের সংসার ত্যাগের কারণ, পরে ভিক্ষুণী হয়ে তাঁরা কেমন আছেন, আর কী তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন ইত্যাদি গাথার মাধ্যমে আবৃত্তি করে হয়তো সবাইকে শোনাতেন। বুদ্ধের প্রতিটি ধর্মসভায় নানা ভিক্ষুণীরা তাঁদের পূর্বজীবন ও বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতার কথা গাথার মাধ্যমে আবৃত্তি করতেন মনে হয়। নইলে এতোগুলো ভিক্ষুণী আপন মনে, একান্তে, গাথাগুলো আবৃত্তি করেছেন ভাবা কষ্টকর।

সভায় উপস্থিত জনসাধারণ তাই উপলব্ধি করতে পারতেন কী দুঃসহ জীবন যন্ত্রণায় ও সামাজিক অত্যাচারে এই মেয়েরা ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। আর বুঝতেন যে মেয়েরাও মুনি ঋষিদের মতো উচ্চমার্গে যেতে সক্ষম। সুতরাং নারী কোন অংশে পুরুষের চেয়ে খাটো নয়। এই ভাবে বুদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে নারীকে পুরুষের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৎকালীন সমাজ এই ভিক্ষুণীদের দেখে মেয়েদের আর ছোট নজরে দেখতে সাহস পেতো না। বুদ্ধ তৎকালে নারীদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ভিক্ষুণী বা থেরীদের আবৃত্তি করা এই গাথাগুলোর সমষ্টিই হলো 'থেরীগাথা'।

## 'থেরীগাথার' রচনাকাল

বেশীরভাগ থেরীগাথাগুলোর রচনাকাল বুদ্ধের সময়ে। কিছু হয়েছে তারও পরে। তবে বিশেষ করে চাপা ও সুন্দরীর গাথা দুটি খুবই প্রাচীন। **"We have reason to suppose that gathas 291-311, 312-337 are very old composition. They indeed bear the stamp of the oldest Indian akhyana, as described by Prof. Oldenberg. ( Therigatha edited by Richard Pischel )** গাথাগুলো এক সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে বহু পরে। সঠিক তারিখ এর বলা না গেলেও বোঝা যায় এই গাথাগুলো নিয়ে প্রথম ধর্ম মহাসম্মেলনে কোনরূপ আলোচনা হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্মমহাসম্মেলনের তাৎপর্য্য-পূর্ণ ঘটনারও বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই এই গ্রন্থে। সুতরাং গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে খুব সম্ভবত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে সম্রাট অশোকের সময়ের মধ্যে। খুব সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ বলেছেন এই গ্রন্থটি অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থের সঙ্গে খৃঃ পূঃ ৮০ অব্দে লিপিবদ্ধ করা হয়। নানা কারণে তত্ত্বটি মনে ধরেনি।

'ধম্মপদের' কিছু বুদ্ধবচন থেরীগাথায়ও রয়েছে। ধম্মপদ হচ্ছে বুদ্ধবচনের সংকলন। ধম্মপদ সংকলিত হয়েছে সম্রাট অশোকের পূর্বে। ধম্মপদের 'ধম্ম' শব্দটি অশোকের শিলালিপিতে নানাভাবে বহুল ব্যবহৃত

হয়েছে। ধম্মপদ পড়া না থাকলে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং ধম্মপদ অশোকের আগে সংকলিত হয়েছে। থেরীগাথার গ্রন্থনা তার পরে।

থেরীগাথার কিছু শ্লোক বিশেষ করে ইসিদাসী, সুমেধা ও কিশা-গোতমীর কবিতা, পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়। তাই অনেকের ধারণা থেরীগাথা গ্রন্থনা হয়েছে মৌর্যযুগেরও পরে (?)। গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলোর জন্যে এই বিভ্রান্তি। **"The last two poems of Isidasi and Sumedha which more than all the rest suggest later literary craft and like the last few, bear the impression, not of traditional sayings handed down, but of deliberate literary creation". —Rhys Davids.**

'থেরীগাথা' থেরবাদী বা স্থবিরবাদীদের সৃষ্টি। এটা লেখা হয়েছে মাগধী প্রাকৃতে। মহাযানীদের গ্রন্থগুলো সংস্কৃতে লেখা। তাঁদের লেখা সংস্কৃত ত্রিপিটকে 'স্থবিরগাথা' থাকলেও, সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'থেরীগাথা' কোথাও পাওয়া যায়নি। এমন কি এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ ওঁদের সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। তবে তাঁরা এই গ্রন্থটিকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে যথেষ্ট কারিকুরি করেছেন।

## 'থেরীগাথার' রচনাকার ও স্বরূপ

থেরীগাথার শ্লোকগুলো একজনের রচনা নয়। অনেকের হাত আছে এই গ্রন্থে। যাঁরা কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন তাঁরা সেই কবিতা-গুলোর রচনাকার কিনা তাও বলা শক্ত। তবে এটা বলা যায় যে, কবিতা-গুলো প্রাচীন ভিক্ষুণীদেরই রচনা। মহিলা কবিরাই থেরীগাথার কবিতা-গুলো লিখেছিলেন। কিছু কিছু কবিতা অসাধারণ। যেমন—উর্ব্বরী, শৈল, নন্দুত্তরা, চন্দ্রা, পটাচারার ভিক্ষুণীরা, ক্ষেমা, পুন্নিকা, আম্রপালী, রোহিণী ও জীবকের আম্রবনের শুভা প্রভৃতি। **Dr. Neumann** বলেছেন কবিতাগুলো কোন পুরুষ কবির গড়া। কেন তিনি তা বললেন বোঝা গেল না। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ বলেছেন কথাটা অযৌক্তিক। ভিক্ষুণীদের মধ্যে যে কবি প্রতিভা ছিল না সে প্রমাণ কোথায়? বেদের যুগ থেকে শুরু করলে দেখা যাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে মহিলা কবির অভাব ছিল না। প্রকৃতি প্রেমী থেরীদের মধ্যে কবি প্রতিভা থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

তাছাড়া, গাথাগুলোর ভাবের বিন্যাসে, প্রকাশের অভিব্যক্তিতে, উপমার চয়নে, বোঝা যায় কবিতাগুলো থেরীদের রচনা, কোন পুরুষের নয়। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্‌ও এই মত পোষণ করেন। তবে অনেক থেরী মিলে গাথাগুলো রচনা করেছেন।

গ্রন্থে একাধিক মহিলা কবির হাত থাকলেও একই ভাবধারা বয়ে গেছে সমগ্র গ্রন্থটিতে। একই সূত্রে গাঁথা সমস্ত কবিতাগুলো। এমন চমৎকারিত্ব প্রাচীন সাহিত্যে বিরল। একই মতাবলম্বীর কবিরা বুদ্ধের দর্শন, ধ্যানের বিভিন্ন স্তর ও নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায়, এমন সহজ সরল ভাবে কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নাই। ধর্মের দর্শন ও সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ গূঢ়তত্ত্ব কবিতার মাধ্যমে সরল ভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে কবিতার রস কিন্তু ক্ষুন্ন হয়নি। ধর্মদর্শনের পাশাপাশি আবার রয়েছে তৎকালীন সমাজ জীবনের ছবি। এইসব মহিলা কবিরা একধারে ঐতিহাসিক, একাধারে দার্শনিক আর একাধারে অনবদ্য কবি হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন এই গ্রন্থে। পটাচারার কবিতায় নিভে যাওয়া প্রদীপের উদাহরণ দিয়ে সহজ সরল ভাবে নির্ব্বাণকে বোঝানো প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে দুর্লভ। সুমেধার কবিতায় জন্ম-মৃত্যুর ধারা যে ভাবে ৪৯৬নং শ্লোকে বোঝানো হয়েছে তা অনবদ্য। স্বর্ণকারের মেয়ে শুভার কবিতার ৩৪২নং শ্লোক, সুন্দরীর কবিতার ৩১৫নং শ্লোক, রোহিণীর কবিতার ২৭৮নং শ্লোক ও পুন্নিকার কবিতার ২৪৩নং শ্লোক ইত্যাদি সহজ সরলভাবে গূঢ়তত্ত্ব বোঝানোয় অদ্বিতীয়। বুদ্ধকে এইখানে উপস্থাপন করা হয়েছে শিক্ষক বা 'শাস্তা' হিসাবে। তিনি পথ দেখাচ্ছেন ভিক্ষুণীদের, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আবার ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সহজ সরল উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন।

বুদ্ধ ছাড়া এই গ্রন্থে সাতজন জ্ঞানী ও প্রতিভাধর ভিক্ষুণীর কথা আছে যাঁরা ছিলেন পথ-প্রদর্শক, বাগ্মী ও বিনয়ধারী। এই শীর্ষস্থানা সাতজন ভিক্ষুণীদের প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে 'সপ্তভগ্নী'ও বলা হয়েছে। এঁনারা হলেন—ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, ভদ্রা, কিসাগোতমী, ধম্মদিন্না ও বিশাখা। থেরীগাথায় এঁদেরও রচনা রয়েছে। বিশিষ্ঠা প্রচারিকা ছিলেন সুক্কা ( শুক্লা )। বৈরাগ্য প্রচারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সারটাও তিনি প্রচার করেছেন। থেরীগাথার মূল সুরটাও তাই। অতএব বৌদ্ধধর্ম

প্রচারে 'থেরীগাথা'র অবদানও কম নয়। সমগ্র ত্রিপিটকে ( মাগধী প্রাকৃতে লিখিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থগুলোর কথা বলা হচ্ছে ) কাব্য যথেষ্ট রয়েছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দার্শনিক বিষয়বস্তু প্রকাশের প্রাধান্যটাই রয়েছে বেশী। নিছক কবিত্ব করার জন্যে কাব্যের উপস্থাপনা নয়। কিন্তু এই গ্রন্থে দার্শনিক বিষয়বস্তু ও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কথা থাকলেও কাব্যিক দিকটাও যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'থেরীগাথা' শীর্ষস্থানীয়। শুধু দর্শনতত্ত্বে নয় কাব্যজগতেও 'থেরীগাথা' অদ্বিতীয়। বাল্মীকি, ভাস ও অশ্বঘোষের বহু আগে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসিনীরা মাগধী প্রাকৃতে এমন উচ্চতর কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন ভাবা যায় না। কিছু কিছু দীর্ঘ কবিতায় নাটকীয় কথোপকথন প্রাচীন গ্রীক কবিদের কথাও মনে করিয়ে দেয়। গীতিকাব্যেরও ধরন রয়েছে 'থেরীগাথা'য়।

## 'থেরীগাথা'র পুনঃ আবিষ্কার

এই মূল্যবান কাবগ্রন্থটি একসময় হারিয়ে গেছিল। লুপ্ত হয়ে গেছিল এই দেশ থেকে। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের পর বহু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ হারিয়ে গেছিল, আর কিছু গ্রন্থ বিকৃত হয়েছিল প্রক্ষিপ্ত অংশের কারণে।

এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে বখ্‌তীয়ার খিলজির আক্রমণে যা কিছু বাকি ছিল তাও পুড়ে ছাই হলো। মূল গ্রন্থগুলো এইভাবে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ত্রিপিটক তিব্বত, চীন ও মধ্য এশিয়া প্রভৃতি বহু দেশে কুশান যুগে ছড়িয়ে গেছিল। সেগুলো একসময় সেই সব দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে রয়ে গেল সেই সব দেশে।

সম্রাট অশোক সঙ্ঘমিত্রার মাধ্যমে মূল থেরবাদী মাগধী ত্রিপিটক পাঠিয়েছিলেন একসময় শ্রীলঙ্কায়। সেখানে বইগুলো সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সরবস্তিবাদীরা সেখানে পুরো ত্রিপিটকের নতুন করে মহলা করেন। টিকাগুলোরও পরিবর্তন করেন। প্রাচীন কিছু রাখা হলো আর নতুন কিছু যোগ করা হলো ত্রিপিটকে।

মহাসাঙ্ঘিকদের লেখা 'কথাবস্তু' অভিধর্ম পিটকে ঢুকলো। সরবস্তি-বাদীদের লেখা 'চুল্লবগ' বিনয়পিটকে ঢুকলো। 'ললিতবিস্তর', 'নিদান-

কথা' লেখা হলো। 'জাতক' লিখে ক্ষুদ্দকনিকায়ে ঢোকানো হলো।

এর পর মহাযানীরা 'বিমানবস্তু, 'প্রেতবস্তু' ও 'যমক' লিখে ক্ষুদ্দকনিকায়ে ও অভিধর্ম পিটকে ঢোকালো। 'বুদ্ধবংশ'ও লিখল তারা। সেটাও ঢুকল ক্ষুদ্দকনিকায়ে। যে যা পারছে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ত্রিপিটকে। থেরবাদীরা সেখানে কোথায় যে প্রতিবাদ করবে ?

এর বহু পরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাযানী গোষ্ঠীভুক্ত মহান লেখক বুদ্ধঘোষ শ্রীলংকায় গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলো সেই দেশের ভাষা থেকে মাগধী প্রাকৃতে পরিবর্তন করলেন। তিনি ধম্মপদ, জাতক, ক্ষুদ্দকপাঠ ও সুত্তনিপাতের টিকা লিখলেন মহাযানী প্রভাবে। ইনিও মহাযানী নীতি ও আদর্শ ঢোকাতে গ্রন্থগুলোয় বেশ কিছু যোগ-বিয়োগ করলেন। সেগুলো উনি পরে শ্রীলংকা থেকে নিয়ে এলেন এই দেশে। সেগুলোই আমরা আজ পড়ছি। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাচ্ছি।

থেরীগাথা ( সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত ) পাওয়া গেল শ্রীলংকায়। খুব সম্ভবত সম্রাট অশোকের মেয়ে সংঘমিত্রা ত্রিপিটকের সঙ্গে এই বইটিও সেখানে নিয়ে গেছিলেন। শ্রীলংকায় ভিক্ষুণী সংঘের গোড়াপত্তনের জন্যে হয়তো এই গ্রন্থটি নিদর্শন হিসাবে তখন বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেখানে। তাছাড়া, বৌদ্ধধর্মে মেয়েদেরও যে সমান অধিকার রয়েছে সেটা ধর্মপ্রচারক হিসাবে সেই দেশে বোঝাতে হয়তো সংঘমিত্রার এই গ্রন্থটির প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, এই দেশ থেকে উবে গেলেও গ্রন্থটি অন্যরূপে পাওয়া গেল শ্রীলংকায়। বুদ্ধঘোষ এই গ্রন্থটি মাগধী প্রাকৃতে পুনরায় রূপ দিয়েছিলেন কী না বলা কঠিন। উনি যদি তা না করে থাকেন, তবে ওঁনার উত্তরসূরি ভিক্ষু ধর্মপাল নিশ্চয়ই সেটা করে থাকবেন। গ্রন্থটি মাগধী প্রাকৃতে পুনরায় রূপ নিয়ে ফিরে আসে ভারতভূমিতে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।

মহাযানী ভিক্ষু ধর্মপাল ছিলেন দক্ষিণভারতের পূর্ব উপকূলের কাঞ্চিপুরমের 'বদরিতীর্থ' বিহারের বাসিন্দা। বুদ্ধঘোষ যে সব গ্রন্থের টিকা লিখতে পারেননি, সেই সব গ্রন্থের টিকা লিখেছিলেন ইনি। উদান, ইতিভুত্তক, বিমানবস্তু, প্রেতবস্তু, থেরগাথা, থেরীগাথা ও চর্যাপিটকের টিকা লিখে এক সঙ্গে গ্রন্থনা করে উনি নাম দিলেন 'পরমত্থদীপনি'। এটাও হয়েছে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।

থেরীগাথার ভিক্ষুণীদের পূর্বাশ্রমের জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে টিকাকার তাঁদের অসংখ্য কল্পিত পূর্বজন্মের কথা টেনে এনেছেন। তিনি অসংখ্য কাল্পনিক অতীত বুদ্ধদের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন—কোণাগমন, কাশ্যপ, পদুমুত্তর ফুস্স, বিপস্সি, তিষ্য, শিখি, বেস্সভূ, ককুসন্ধ। এছাড়া বলা হয়েছে 'পচ্চেক বুদ্ধের' কথা। পচ্চেক বুদ্ধ হচ্ছেন একপ্রকার বুদ্ধ যিনি নিজের মুক্তির জন্য বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যিনি জগতের মুক্তিদাতা নন। এতসব আজগুবি অসত্যের উদ্ভাবন করে ঐতিহাসিক যে সত্য, সেই গৌতম বুদ্ধকেই খাটো করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের বিস্ময়তা ও চমৎকারিতা আর থাকে না এতশত কাল্পনিক বুদ্ধের ভীড়ে। তাই এই অনুবাদ গ্রন্থে এইসব আজগুবি ব্যাপারগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

শুধু অসংখ্য বুদ্ধ নয়, ভূত, প্রেত, যক্ষ, দ্বারপাল, নাগ, অপ্সরা, ইন্দ্র, বৃক্ষদেবতা, অন্য গ্রহের জীব ইত্যাদি বহু কিছু এসে ভীড় করেছে টিকাকারের অট্ঠ কথায়। থেরীগাথার মজাটাই নষ্ট হয়ে যায় এই সব আজগুবি অসত্যের ভীড়ে।

## পরমত্থদীপনি ও থেরীগাথা

প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতে লেখা আদি 'থেরীগাথা' আজ আর কোথাও নেই। ভিক্ষু ধর্মপালের 'পরমত্থদীপনি'তে প্রাকৃতে লেখা যে গ্রন্থটি আমরা পেয়েছি সেটা হল সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত থেরীগাথার প্রাকৃত রূপ। সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত আদি থেরীগাথায় গ্রন্থনাকার বেশ কিছু যোগ বিয়োগ করেছেন। টিকাকার ধর্মপালও তা স্বীকার করেছেন। মনে হয় আদির কিছু শ্লোক বাদ গেছে, আর তার পরিবর্তে নতুন কিছু শ্লোক যুক্ত হয়েছে সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত গ্রন্থে। আবার নিকায় গ্রন্থে ও থেরী-গাথার কিছু শ্লোক অদলবদল করে ঢোকানো হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ের আলভিকা'র শ্লোকগুলো দেখি 'শৈল' থেরীর গাথায়। সোমা থেরীর গাথার কিছু অংশ রয়েছে এই আলভিকা'র শ্লোকে। সংযুক্ত নিকায়ের বিজয়ার শ্লোকগুলো দেখা যাচ্ছে থেরীগাথার বিজয়া থেরীর গাথায়। সংযুক্ত নিকায়ের সোমার শ্লোকগুলো দেখি গৌতমী থেরীর গাথায়। সংযুক্ত নিকায়ের ক্ষেমার শ্লোকগুলো এসেছে থেরীগাথার ক্ষেমা

থেরীর গাথা থেকে। থেরী উৎপলবর্ণার গাথাও নিকায়ে ঢোকানো হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ের 'চালা'র বেশীর ভাগ শ্লোকগুলো এসেছে থেরীগাথার উপচালা থেরীর গাথা থেকে। আবার সংযুক্ত নিকায়ের উপচালার শ্লোক এসেছে থেরীগাথার শিশুপচালা থেরীর গাথা থেকে।

আর সংযুক্ত নিকায়ের শিশুপচালার শ্লোক এসেছে থেরীগাথার চালার গাথা থেকে। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ তাঁর 'সামস্ অফ দ্য সিস্টারস' গ্রন্থে এই রকম কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। এতে বোঝা যায় থেরী-গাথার এইসব শ্লোকগুলো কত প্রাচীন। নিঃসন্দেহে এগুলো বুদ্ধের সময়ের গাথা।

আবার দেখি থেরীগাথার কিশা গৌতমীর গাথায় ভিক্ষুণী পটাচারার জীবন কাহিনী সম্বলিত কিছু শ্লোক ঢুকিয়েছেন সিংহলী গ্রন্থনাকার কিশাগৌতমীর আসল শ্লোকগুলোর পরিবর্তে। ভিক্ষুণী পটাচারার গাথায় এই শ্লোকগুলো নেই। **"The gathas of Kisagotami is another interesting case of possibly later work of welding. Here the tragedy of Patacara's life, no mention of which is made in the brief poem bearing her name, is woven into the psalms called after Kisagotami." (Mrs. Rhys Davids—'Psalms of the Sisters').**

থেরীগাথার শ্লোক সংখ্যা ছিল ৪৯৪, কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত 'পরমত্থদীপনি' গ্রন্থে প্রাপ্ত থেরীগাথার শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে ৫২২। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ২৮টি শ্লোক এই গ্রন্থে পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে। সেই শ্লোকগুলো হলো, ৩৩৩নং থেকে ৩৩৫নং (৩টি), ৩৬২নং, ৩৬৪নং, ৩৬৫নং (৩টি), ৩৯৬নং, ৩৯৯নং (২টি), ৪৩৪নং থেকে ৪৪৭নং (১৪টি) ও ৫১৭নং থেকে ৫২২নং (৬টি)। এই সবগুলো মহাযানী মতবাদ থেরীগাথায় যুক্ত করা হয়েছে। সবগুলিই প্রক্ষিপ্ত।

মূল 'থেরীগাথা' সিংহলী গ্রন্থকারদের হাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে (কিছু গাথায়) অদল বদল হবার পর, মহাযানী টিকাকার ভিক্ষু ধর্মপালের হাতে পড়ে তার উপর আবার কিছু পলেস্তার পড়ে। কিন্তু তবুও মূলের রস অক্ষুন্ন আছে। গ্রন্থটি মোটেও এইভাবে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি টিকাকার ও গ্রন্থনাকারদের সংস্কারের কারসাজিতে। দুঃখের বিষয় মূল গ্রন্থ আজ

কোথাও নাই। সিংহলী ভাষা থেকে প্রাকৃতে রূপান্তরিত 'থেরীগাথাটি' স্থান পেয়েছে ধর্মপাল কৃত 'পরমত্থদীপনি' গ্রন্থে।

ফরাসী ভারত-তত্ত্ববিদ অধ্যাপক রিচার্ড পিসেল সিংহলে গিয়ে সিংহলী ভাষায় রূপান্তরিত গ্রন্থটি ও পরমত্থদীপনির অন্তর্গত প্রাকৃতে রূপান্তরিত গ্রন্থটি পড়ে বুঝলেন যে, মূলগ্রন্থটি সিংহলী গ্রন্থকারদের হাতে কেবলমাত্র কয়েকটা গাথায় রূপ বদলেছে। কিন্তু পরে সেটায় আবার কিছু কারিকুরি করে মহাযানী টিকাকার সেটাকে পরমত্থদীপনিতে রেখেছেন। সুতরাং মূল গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। সিংহলী গ্রন্থনাকাররা সেটাকে বিনষ্ট হতে দেননি। এই গ্রন্থই পরে মায়ানমার, মালয়, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রন্থটি এইসব দেশে সেই সব দেশের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে টিকে আছে। অধ্যাপক পিসেল এই সব দেশে ভাষান্তরিত গ্রন্থগুলো অনুধাবন করে ও সিংহলী গ্রন্থটি দেখে বুঝলেন মহাযানী টিকাকার প্রায় ২৮টি নতুন শ্লোক মূল গ্রন্থে যোগ করেছেন, আর কিছু কিছু শব্দে টোকার ভ্রান্তি রয়েছে। শব্দের এই ভ্রান্তিগুলো যথাসম্ভব শুধরে নিয়ে অধ্যাপক পিসেল প্রাকৃত ভাষায় লেখা থেরীগাথাটি ( পরমত্থদীপনির অন্তর্গত ) সম্পাদনা করলেন ১৮৮৩ সালে **( Theri Gatha—Edited by Richard Pischel, Pali Text Society, London, 1883 )**। সেই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ এই গ্রন্থটি। বাংলা হরফে প্রাকৃত 'থেরীগাথা'ও এখানে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক পিসেল সম্পাদিত গ্রন্থ শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্‌ও ইংরেজিতে কবিতা করে অনুবাদ করেছেন ( **Psalms of the sisters—Mrs. Rhys Davids, Pali Text Society, London, 1932** )।

## ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কিছু থেরীদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী

শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্‌ ওঁনার 'সামস্‌ অফ দ্য সিস্টারস্‌' গ্রন্থে বলেছেন, থেরীগাথার থেরীদের মধ্যে কেবল আম্রপালীই ঐতিহাসিক চরিত্র। অর্থাৎ বাকি ভিক্ষুণীরা কেউ ইতিহাস প্রসিদ্ধ নন। তাঁদেরকে ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না বা ইতিহাসে তাঁদের কোন অস্তিত্ব নেই। তার মানে দাঁড়ালো, বাকি থেরীরা কাল্পনিক। **"None of the putative authors save Ambapali is an historical personage".** এমন হাস্যকর কথা

ভাবা যায় না। সেই উক্তি খণ্ডন করতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কিছু থেরীদের (থেরীগাথার অন্তর্গত) জীবন-কাহিনী প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে তুলে ধরলাম। যাঁরা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনের কথাই সংক্ষেপে এখানে বলছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে বাকিরা সবাই কাল্পনিক। তাঁরা যে ছিলেন না সে প্রমাণ কোথায়? ইতিহাসে সবাই কী ঠাঁই পান? ইতিহাসে তাঁদের খুঁজে না পেলেই তাঁরা কাল্পনিক হয়ে যান না। বলা যায়, থেরীগাথায় কেবল আম্রপালীই একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। অসংখ্য প্রসিদ্ধ থেরীরা রয়েছেন এই গ্রন্থে। নন্দা, বিশাখা, সুমনা, অর্ধকাশী, পদ্মাবতী (অভয়ের মা), উর্বিরী, শৈল (আলবি রাজ্যের রাজকন্যা), সোমা, ভদ্রা কপিলানী, বিমলা, সিংহা, সুন্দরী নন্দা (মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মেয়ে), সকুলা (ইনি শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডের জেতবন বুদ্ধকে দান করার অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন), ভদ্রা বা কুণ্ডলকেশা, পটাচারা, ক্ষেমা (সম্রাট বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী), অনুপমা, চালা, উপচালা ও শিশুপচালা (বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্রের তিন বোন), কিশাগোতমী, আম্রপালী, গোতমী বা মহা-প্রজাপতি গোতমী (গোতমের মাসী ও পালিতা মা) প্রভৃতি। এঁদের নাম প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রয়েছে। এঁদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী এখানে দেওয়া হলো তাঁদের গাথাগুলো পাঠকরা সঠিকভাবে বুঝবেন বলে। থেরীগাথার সমস্ত থেরীদের জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে তাঁদের গাথার শেষে উল্লেখ করেছি। কোন থেরীই কাল্পনিক মনে হয়নি। তবে গ্রন্থের শেষ গাথাটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মনে হয়, অজানা কোন কবিপ্রতিভা উচ্চমানের এই দীর্ঘ গাথাটি রচনা করেছেন। যে দুটি প্রাচীন দেশের নাম ও রাজাদের কথা এই গাথায় বলা হয়েছে তার কোন অস্তিত্ব প্রাচীন ইতিহাসে নাই। সেই ক্ষেত্রে সুমেধা চরিত্রটিও কল্পনাপ্রসূত বলেই মনে হয়। গাথাটিও পরবর্তীকালের রচনা। ইসিদাসীর গাথাটিও উচ্চমানের ও পরবর্তীকালের রচনা। তবে সেখানে কল্পনার কারিকুরি নেই (প্রক্ষিপ্ত অংশটি ছাড়া)। যে সব প্রসিদ্ধ থেরীর জীবনের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সংক্ষিপ্ত জন্ম-বৃত্তান্তে দেওয়া হয়নি, সে সব এখানে দেওয়া হলো দের বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি না করে।

## গৌতমী বা মহাপ্রজাপতি

ইনি ছিলেন সিদ্ধার্থের মাসী ও মায়াদেবীর সর্বকনিষ্ঠা বোন। শুদ্ধোদনের ইনি ছিলেন দ্বিতীয় পত্নী। মায়াদেবীর মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থকে ইনিই প্রতিপালন করেন। গৌতমীর নিজের ছেলে হ'ল নন্দ ও মেয়ের নাম ছিল সুন্দরী নন্দা। নিজের ছেলেমেয়েদের ধাত্রীর হাতে তুলে দিয়ে গৌতমী স্বয়ং সিদ্ধার্থকে পালনের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। সেই কারণে সিদ্ধার্থের অপর নাম হ'ল গৌতম অর্থাৎ গৌতমীর পুত্র। বুদ্ধ এই সম্বোধন পছন্দ করতেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গৌতমী সংসার ত্যাগ করতে চান। গৌতমী ও আনন্দের অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে বুদ্ধ প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের উদ্ভব করেন। গৌতমী কপিলাবস্তুর শাক্যকুলের অনেক শ্রদ্ধাশীলাদের সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষুণী হন। গৌতমী ছিলেন ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রধানা। অভিজ্ঞতায় 'শ্রেষ্ঠা' বলে বুদ্ধ একসময় ওঁনাকে এই বলেও অভিহিত করেছিলেন। এতে বেশ কিছু ভিক্ষুরা আপত্তি করেছিলেন, কারণ গৌতমী উপসম্পদা প্রাপ্তা ছিলেন না। বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, বুদ্ধের কাছে দীক্ষাকালেই তিনি শ্রেষ্ঠ গুণের জন্যে উপসম্পদা প্রাপ্তা হয়েছিলেন। বুদ্ধই স্বয়ং তাঁর গুরু ও আচার্য। বুদ্ধ গৌতমী সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার উল্লেখ পাই ধম্মপদ-এর 'ব্রাহ্মণ বগ্গে'! 'যসস কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং। সংবুত্তং তিহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥' অর্থাৎ যাঁর কায় মন বাক্যে দুষ্কর্ম নেই, যিনি এই তিনস্থানে সংযমী, তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ ( পণ্ডিত ) বলি।

ভিক্ষুণীদের কোনরূপ অভিযোগ থাকলে সেটা প্রধান ভিক্ষুকে বলাই ছিল সঙ্ঘের প্রথা। কিন্তু গৌতমী সরাসরি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে সেটা জানাতেন। নিয়মের এই ব্যতিক্রমের অধিকার বুদ্ধ স্বয়ং দিয়েছিলেন গৌতমীকে। বিনয়পিটকে এর উল্লেখ আছে। গৌতমীর প্রতি মাতাস্বরূপ শ্রদ্ধা ছিল বুদ্ধের। এই গৌতমীর কথাতেই বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের নির্দিষ্ট পুকুরে নির্দিষ্ট মাপের স্নানবস্ত্র পড়ে নিয়মিত স্নানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

একসময় গৌতমী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলে বুদ্ধ ওঁনাকে দেখতে যান।

গৌতমী তখন বুদ্ধকে বলেন যে, অসুস্থতার কারণে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মোপদেশ শুনতে পারছেন না। বুদ্ধ পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভিক্ষুণীরা বুদ্ধের ধর্মসভায় উপস্থিত থাকবেন ধর্মোপদেশ শোনার জন্যে। বুদ্ধ পালিতা মায়ের অনুযোগ শুনে ওঁনার পূর্বের নির্দেশের সঙ্গে আর একটি নতুন নিয়ম যুক্ত করলেন। বুদ্ধ নির্দেশ দিলেন যে, কোন ভিক্ষুণী অসুস্থ হয়ে ধর্মসভায় উপস্থিত হতে না পারলে কোন প্রধান ভিক্ষু সেই অসুস্থ ভিক্ষুণীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করে আসবেন।

গৌতমী ভিক্ষুণীদের অভিভাবিকার মতো ছিলেন। সকল ভিক্ষুণীদের প্রতি ওঁনার সমান নজর ছিল। তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি উনি লক্ষ্য রাখতেন। প্রয়োজনে সেই সব বুদ্ধকে জানাতেন। যদিও তিনি বাগ্মী ছিলেন না, তবু তিনি বহু নারীকে ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেছিলেন। বুদ্ধের প্রতি স্নেহ ভক্তির টান তাঁর আজীবন ছিল। একশ কুড়ি বছর বয়সে এই মহীয়সী বুদ্ধের উপস্থিতিতে নির্বাণ লাভ করেন।

## ক্ষেমা

মদ্র দেশের ( মধ্য পাঞ্জাব ) সাগলের রাজবংশে ক্ষেমার জন্ম। মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে ক্ষেমার বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী। রূপে গুণে অসাধারণ ছিলেন এই মহিলা। প্রথম দিকে তিনি বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন না। পরে তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে বুদ্ধের পরম ভক্ত হন ও তাঁর ধর্মদর্শনের পরম সমর্থক হন। বুদ্ধের অনিত্যবাদের ব্যাখ্যা শুনে ক্ষেমা সংসার ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়ে যান। বুদ্ধ ক্ষেমাকে যে উপদেশ প্রদান করেন সেটা ধম্মপদ'এর 'তন্হা বগ্গে' স্থান পেয়েছে। 'যো রাগরত্তানুপতন্তি সোতং সয়ং কতং মক্কটকো'ব জালং। এতম্পি ছেত্বান বজন্তি ধীরা অনপেক্খিনো সব্বদুক্খং পহায়॥' অর্থাৎ যারা কামাসক্ত তারা নিম্নগতি প্রাপ্ত, মাকড়সার মতো নিজেদের তৈরী জালে তারা নিজেরাই আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাঁরা সমস্ত শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্ত, সেই শান্ত চিত্তের মানুষরা সকল দুঃখ অতিক্রম করেন।

ক্ষেমা ছিলেন ধর্মশিক্ষিকা ও বাগ্মী। সংযুত্তনিকায়ে ক্ষেমাকে 'চিত্তকথী' বা বাক্যকুশলা বলা হয়েছে। অংগুত্তরনিকায়ে ক্ষেমাকে 'মহাপ্রজ্ঞাবান' বলা হয়েছে। ক্ষেমা বিনয়পিটক বিশারদ ছিলেন।

সংযুক্তনিকায়ে আছে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একবার ক্ষেমার কাছে কিছু জটিল ধর্মতত্ত্বের প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম কোথায় ও কীভাবে হয়। ক্ষেমা উত্তরে বলেছিলেন, মানুষ যেমন সমুদ্রের বালুকণা ও জলবিন্দু গণনা করতে পারে না, ঠিক সেইরূপ পুনর্জন্মও সাধারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞানের অতীত বিষয়। পরে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে ঠিক একই প্রশ্ন করেছিলেন। বুদ্ধও রাজাকে ঠিক সেই উত্তরই দিয়েছিলেন। এই কথা সংযুক্তনিকায়ে রয়েছে। বুদ্ধ জেতবন বিহারের এক ধর্মসভায় ক্ষেমাকে অন্তর্দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠা বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। প্রজ্ঞাবান, বাক্য-কুশল ও বাগ্মী হিসাবে ক্ষেমা তৎকালে মদ্রদেশ ও মগধে খ্যাতা ছিলেন। তিনি বহু নারীকে ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেছিলেন।

## ভদ্রা বা কুণ্ডলকেশা

ইনি ছিলেন রাজগৃহের এক ধনী বণিকের মেয়ে। নাম ছিল সুভদ্রা বা ভদ্রা। মাথার চুল কোঁকড়ান ছিল বলে কুণ্ডলকেশাও ওঁনাকে বলা হতো। ভদ্রার জীবনকাহিনী খুবই বিচিত্র। পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলে উনি খুবই আদরে পালিতা হয়েছিলেন। ষোড়শী সুন্দরী সুভদ্রা একদিন প্রাসাদোপম বাড়ির উপর থেকে দেখলেন নগর রক্ষীরা রাজপুরোহিতের ছেলে সখুকে চুরির অপরাধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সুভদ্রা তাকে দেখে প্রেমাসক্ত হলেন ও পিতাকে অনুনয় করলেন চোরকে মুক্ত করে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দিতে। স্নেহশীল পিতা সুভদ্রাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু জেদি মেয়ে কিছুতেই নিজের সংকল্প ছাড়লেন না। অগত্যা বণিক পিতা বাধ্য হয়ে রাজরক্ষীদের ঘুষ দিয়ে সখুকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। রাজরক্ষীরা ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে সখুর পরিবর্তে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে সখু বলে পরিচয় দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে দণ্ডিত অপরাধের সাজা হিসাবে সেই ব্যক্তির প্রাণনাশ করলেন। সুভদ্রার জীবন-কাহিনীর এই ভাগটি নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি রচনা করেন।

চুরির অপরাধ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সখুর সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়। বিয়েতে

বণিক পিতা মেয়েকে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করেন। সখু এই সকল স্বর্ণ অলংকার দেখে লোভ সামলাতে পারে না। সে তখন সুভদ্রাকে ছল করে কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দেবতাকে পূজা দেবার কথা বলে নিয়ে যেতে চায়। সুভদ্রা স্বামীর কথায় বিশ্বাস করে যেতে রাজি হন ও সালঙ্কারা হয়ে স্বামীর সঙ্গে সেই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওঠেন। সেখানে পৌঁছে সখু সুভদ্রাকে তার আসল উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করে। সুভদ্রার গায়ের অলংকার হস্তগত করার জন্যেই দেবতাকে পূজা দেবার মিথ্যা কথাটি বলেছিল সখু। সে এই কথা বলে সুভদ্রাকে গায়ের সমস্ত অলংকার খুলে দিতে আদেশ করে।

বুদ্ধিমতী সুভদ্রা বুঝেছিলেন স্বামী তাঁর সমস্ত অলংকার নিয়ে তারপর তাঁকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে পালাবে। সুভদ্রা স্বামীর উদ্দেশ্য সঠিক বুঝতে পেরে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বললেন যে, তিনি স্বামীর আদেশ নিশ্চয়ই মান্য করবেন। তবে তার আগে সালঙ্কারা হয়ে তিনি শেষবারের মতো স্বামীকে আলিঙ্গন করতে চান। অলংকার পাবার লোভে সখু স্ত্রীর এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। তখন সুভদ্রা স্বামীকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত সুভদ্রা গৃহত্যাগ করে জৈন ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগ দেন। পরে বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্রের কাছে বৌদ্ধ ধর্মদর্শন সম্বন্ধে জেনে জৈনধর্ম ত্যাগ করে দীক্ষান্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগ দিতে চান। সারিপুত্র সুভদ্রাকে জেতবন বিহারে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত করেন। বুদ্ধের নির্দেশে সুভদ্রা বৌদ্ধভিক্ষুণী হন। তিনি ছিলেন ঋদ্ধিমতী (অলৌকিক শক্তি সম্পন্না), প্রজ্ঞাবতী ও তার্কিক। বহু তথাকথিত দার্শনিক পণ্ডিতদের সুভদ্রা ধর্মের বিতর্কে যুক্তি ও জ্ঞানে পরাস্ত করেছিলেন।

সুভদ্রাকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে যুক্ত করার বিষয়ে বুদ্ধের ধর্মসভায় কিছু ভিক্ষুরা আপত্তি তুলেছিলেন। এক বীভৎস খুনী মহিলাকে বুদ্ধের ভিক্ষুণীসঙ্ঘে স্থান দেয়া যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কিনা বা এতে সাধারণ মানুষ কী মনে করবে, এই নিয়ে ভিক্ষুরা ধন্দে পড়েছিলেন। বুদ্ধ বলেছিলেন, যদি কেউ যুদ্ধে সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন, আর যিনি কেবল নিজেকে জয় করেন, তবে এই দুজনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। বাণীটি ধম্মপদ-এর

'সহস্‌স বগ্গে' রয়েছে। সুভদ্রা সম্বন্ধে বুদ্ধ এইরূপ ধারণা পোষণ করতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হবার পূর্বেই তিনি শুদ্ধচিত্ত ও আত্মজিত ছিলেন।

## পটাচারা

পটাচারা ছিলেন শ্রাবস্তি নগরের রাজকোষাধ্যক্ষের মেয়ে। বাড়ির এক চাকরের প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়ে সেই চাকরের সঙ্গে পটাচারা গোপনে গৃহত্যাগ করেন। এক ক্ষুদ্র পল্লীর পর্ণকুটিরে তাঁরা স্বামীস্ত্রীর মতো বাস করতেন। তাঁদের বিয়ে হয়েছিল কি না তার উল্লেখ অবশ্য প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও নেই। তবে পটাচারাকে ভিক্ষুণীসংঘে বিবাহিতা নারীদের মধ্যে একজন বলেই গণ্য করা হতো।

যা হোক, পটাচারা আসন্ন প্রসবা হলে বাড়ি ফিরে যেতে চান। কিন্তু এতে স্বামীর মত না থাকায় পটাচারা একা বাড়ির পথে রওনা হন। পথে পটাচারা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পটাচারার স্বামী পটাচারার খোঁজে বেরিয়ে মা ও সন্তানকে পর্ণকুটিরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

এরপর, পটাচারার দ্বিতীয় সন্তান প্রসবকালে প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। পটাচারার স্বামী তাদের পর্ণকুটিরের ছাউনী মজবুত করতে গাছের ডালপালা, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যায়। সেখানে সাপের ছোবলে তার মৃত্যু হয়। সেই দুর্যোগের মধ্যে পটাচারা দ্বিতীয় পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পরদিন দুই শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে পটাচারা স্বামীর খোঁজে জঙ্গলে গিয়ে স্বামীর মৃতদেহ দেখে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন। শূন্য পর্ণকুটিরে ফিরে না গিয়ে পটাচারা দুই পুত্রকে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে বিলাপ করতে করতে শ্রাবস্তির পথ ধরেন। পথে খরস্রোতা অচিরবতী নদীর সম্মুখীন হন। গত রাতের বর্ষায় সেই শান্ত নদী তখন ফুলে ফেঁপে তীব্র বেগে ছুটছে। দুই পুত্রকে নিয়ে একত্রে এই নদী পার হওয়া সম্ভব নয় দেখে পটাচারা এক বছরের প্রথম শিশু পুত্রটিকে নদীর পারে রেখে ও সদ্যজাত শিশুটিকে বুকে নিয়ে খরস্রোতা নদী অতি কষ্টে পার হয়ে পরপারে পৌঁছান। সেই পারে গিয়ে নব জাতককে কাপড় বিছিয়ে মাটিতে শুইয়ে রেখে প্রথম শিশুপুত্রকে নদীর ও-পার থেকে আনবার জন্যে ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন প্রসবান্ত নারী আবার খরস্রোতা নদীতে

নামেন। অতি কষ্টে খরস্রোতা নদীর প্রায় মাঝখানে যখন পটাচারা, তখন একটি বাজ পাখি নদীর পারে শুইয়ে রাখা নবজাত শিশুটিকে মাংস খণ্ড ভেবে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যায়। মা মাঝ নদী থেকে চীৎকার করেন, দু হাতে তালি দিয়ে শব্দ করেও কোন কাজ হয় না। বিরাট পাখিটি সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে আকাশ পথে বিলীন হয়ে যায়। অসহায় মায়ের তখন আর চলনশক্তি নেই। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা তখন তাঁকে মূক বধির করে দিয়েছে। শোকের প্রাবল্যে নারী তখন মাঝ গাঙ্গে স্তব্ধ প্রায়। ও-পারে বসে থাকা প্রথম শিশুটি মাকে নদীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে না-বুঝে হেসে হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় জলের কাছে এগিয়ে আসতেই প্রচণ্ড স্রোতের দাপটে নদীর কূল ভেঙে শিশুটি আচমকা নদীতে পড়ে স্রোতের টানে জলে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে চলে যায়। প্রসব শ্রান্ত, পথক্লান্ত, শোকাতুরা পটচারার তখন সেই শিশুপুত্রটিকে খরস্রোতা নদীর কবল থেকে বাঁচানোর কোন শক্তি নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জননী তখন চিত্রবত স্তব্ধ।

এতশত শোক দুঃখের পরেও মানুষ বাঁচে। প্রকৃতির এই বুঝি খেয়াল। স্বামী পুত্র হারিয়ে শোকে বিহ্বল নারী ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে অবশেষে শূন্য হাতে শ্রাবস্তি নগরে এসে পৌঁছান। ধনী শ্রেষ্ঠীর সুখী সুন্দরী আয়েসী মেয়ে বলে তখন আর তাঁকে চেনার উপায় নেই। তিনি তখন প্রায় ভিখারিনী। কিন্তু তখনো তাঁর দুঃখ সম্পূর্ণ হয়নি।

বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁদের বাড়ি রাত্রের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে পড়েছে। তাঁর মা, বাবা, ভাই সবাই পাথর চাপা হয়ে মারা গেছে। একসঙ্গে এতো কঠিন শোক সহ্য করতে পারলেন না পটাচারা। তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটল। বিবসনা বদ্ধউন্মাদিনী ভিখারীনী তখন পটাচারা। কেবল বিলাপ করে শ্রাবস্তির পথে পথে ঘুরছেন। সবাই তখন তাঁকে 'দূর দূর' করছে। আত্মীয়-স্বজনরাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। কাছে টেনে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। রাস্তার লোকেরা কেউ তাঁর গায়ে ধুলো ছুঁড়ছে, কেউবা নোংরা আবর্জনা ছুঁড়ছে, পাগলিকে তাদের সম্মুখ থেকে তাড়ানোর জন্যে।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর, একদিন প্রায়-সন্ধ্যায় হঠাৎ পটাচারা পথ চলতে চলতে জেতবনে গিয়ে ঢুকলেন। বুদ্ধ তখন সেখানে প্রাত্যাহিক ধর্মদেশনা করছেন। শ্রাবস্তির বেশ কিছু নাগরিক, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা

সেই সভায় উপস্থিত। বুদ্ধকে দেখে আত্মবিস্মৃত নারীর হঠাৎ কেন জানি সংকোচ বোধ হলো। নগ্ন দেহের কারণে লজ্জায় সংকোচে দেহকে যতখানি সম্ভব গুটিয়ে, কুঁকড়ে, সভার পিছনে মাটিতে মাথা নীচু করে বসলেন। এতদিন লজ্জা, সংকোচ, ভয়, ভালমন্দের বিচার, বিবেক ইত্যাদি কিছুই ছিল না পটাচারার। মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক বোধগুলোও ছিল না তাঁর। ক্ষুধাতৃষ্ণা, ঘুম, সব উধাও হয়ে গেছিল।

বুদ্ধের ধর্মসভায় সমবেত সুধী জনমণ্ডলীর মধ্যে এক নগ্না পাগলিকে দেখে কে একজন সংকোচে নিজের গায়ের চাদরটি তাঁকে দিলেন। পটাচারা সেই চাদরে দেহ ঢেকে এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কিছুটা শান্ত হয়ে পটাচারা নিজের জীবনের করুণ কাহিনী সকলের সামনে বুদ্ধকে নিবেদন করলেন। বুদ্ধ সেই অসহায়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যা যায় তা আর ফিরে আসে না, সুতরাং তার জন্যে বিলাপ করা বৃথা। তারপর বুদ্ধ পটাচারাকে যে বাণী প্রদান করলেন সেটা হচ্ছে এই— "ন সন্তি পুত্তা তণায় ন পিতা ন'পি বনধবা। অন্তকেনা বিপন্নস্স নত্থি ঞাতি সু তাণতা। এতমত্থ বসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীলসংভূতো নিব্বাণং গমনং মগ্গং খিপ্পমেব বিসোধয়ে॥" অর্থাৎ নিজেকে বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পুত্রকন্যা, পিতা, বান্ধবগণ কেউ থাকে না। মৃত্যুর কবল থেকেও কোন জ্ঞাতি বাঁচাতে পারে না। এই সত্য জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিতরা নিজের ত্রাণের জন্য নিজে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শীঘ্র নির্ব্বাণের বিশুদ্ধ পথে ধাবমান হন। বুদ্ধের এই বাণী ধম্মপদ'এ রয়েছে ( মগ্গ বগ্গ )।

বুদ্ধের বাণীতে পটাচারা শান্ত স্বাভাবিক হয়ে ভিক্ষুণী হতে অনুমতি চাইলেন। বুদ্ধ অনুমতি দিলে পটাচারা ভিক্ষুণী হয়ে সঙ্ঘভুক্তা হলেন।

পটাচারা পরে বিনয়ধর হয়েছিলেন ও ধর্মপ্রচারক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বহু নারীকে তিনি দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেছিলেন। পটাচারার বহু শিষ্যা ছিলেন। জ্ঞানী গুণী ও বাগ্মী বলেও পটাচারা পরে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

## পটাচারার কাহিনীর শেষের ভাগ

পটাচারার জীবনের করুণ কাহিনীটি রয়েছে 'পরমত্থদীপনি' গ্রন্থে। থেরীগাথায় পটাচারার দুই পুত্রের মৃত্যুর কথা রয়েছে মাত্র। কিন্তু

কীভাবে তাদের মৃত্যু হলো সে কথা নেই। স্বামী, মা ও বাবা ভাইয়ের মৃত্যুর কথাও থেরীগাথায় রয়েছে। কিন্তু কীভাবে তাদের মৃত্যু হলো সে কথাও ২১৯নং শ্লোকে নেই। আর ২২১নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'নিজের পুত্রের শব শ্মশানে বন্যপ্রাণীর খাদ্য হতে দেখেছি।' (এই শ্লোকগুলো গ্রন্থনাকার ভুল করে কিশাগোতমীর গাথায় ঢুকিয়েছেন।) থেরীগাথায় আমরা পাচ্ছি পাটাচারার দুই পুত্রের মৃত্যুর কথা এবং তার মধ্যে এক পুত্রের মৃতদেহ শ্মশানে বন্যপ্রাণীর খাদ্য হওয়ার কথা। তাহলে পটাচারা একটি পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে কী শ্রাবস্তির শ্মশানে ফিরেছিলেন? তবে পরমত্থদীপনিতে বলা পুত্রদের মৃত্যুর কাহিনীটি পুরোপুরি সঠিক নয় মনে হয়। খরস্রোতা নদীতে একটি পুত্রের মৃত্যু হলেও হতে পারে, কিন্তু আর একটি পুত্রকে মাংসপিণ্ড ভেবে শ্যেন পক্ষীর তুলে নিয়ে যাওয়াটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। সাধারণতঃ বাজপাখি জীবন্ত মানবশিশুকে মাংসপিণ্ড ভাববে না। আর মানবশিশুকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার এমন ঘটনা আর কোথাও কখনো ঘটেছে বলে জানা নেই। এসব রূপকথার গল্পে সম্ভব, বাস্তবে নয়। বাজপাখি মানবশিশুকে তুলে নিয়ে যাবে না। এটা পক্ষী-বিশারদদের বক্তব্য। আর সে পাখি জীবন্ত মানবশিশুকে মাংসপিণ্ডও ভাববে না। মেক্সিকোর পাহাড়ি অঞ্চলের 'কনডর' পাখি ও প্রাগৈতিহাসিক 'ট্যারেনোডন' পাখির পক্ষেই কেবল এটা সম্ভব। এই দু'রকম পাখি মানব শিশুকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। 'ট্যারেনোডন' পাখি বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর 'কনডর' পাখি এই দেশে থাকার কথা নয়। সুতরাং পরমত্থদীপনি গ্রন্থে উল্লিখিত কাহিনীর এই অংশটি কাল্পনিক মনে হয়। পটাচারার দুই পুত্র মারা গেলে এক পুত্রের মৃতদেহ শ্মশানে বন্যপশুর খাদ্য হয়। এই মৃত পুত্রের কাহিনীটি 'পরমত্থদীপনি'তে নেই। খুব সম্ভবত হারিয়ে যাওয়া সেই কাহিনীর পরিবর্তে পাখিতে ছোঁ মারা অতি নাটকীয় কাহিনীটি এই গ্রন্থে ঢোকানো হয়েছে, যা মূল থেরীগাথাতে নেই।

## ধম্মদিন্না

ধম্মদিন্না ছিলেন রাজগৃহের বাসিন্দা। বিশাখ নামে এক ধনী শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী বুদ্ধের উপদেশ শুনে গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু

হতে চেয়ে পত্নীকে একদিন সেইকথা বলেন। পত্নী ধম্মদিন্নাও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হতে চাইলেন। স্বামী বিশাখ্ খুশী মনে ধম্মদিন্নাকে ভিক্ষুণী হতে অনুমতি দিয়ে নিজে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করলেন। এরপর ধম্মদিন্নাও ভিক্ষুণী হয়ে যান। ভিক্ষুণী হয়ে ধম্মদিন্না পরে ধর্মদর্শনে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। তার্কিক ও বাগ্মী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি বহু নারীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেন।

একদিন ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না যখন রাজগৃহে অবস্থান করছেন, তখন ভিক্ষু বিশাখ্ ( পূর্বাশ্রমের স্বামী ) ধম্মদিন্নার বৌদ্ধদর্শন জ্ঞানের পরিধি যাচাই করতে ভিক্ষুণীর কাছে উপস্থিত হয়ে কিছু তত্ত্বজ্ঞানের প্রশ্ন করেন। ধম্মদিন্না তার যথাযথ উত্তর প্রদান করে ভিক্ষু বিশাখ্কে স্তম্ভিত করে দেন।

ভিক্ষু বিশাখ্ জানতে চেয়েছিলেন, অষ্টাঙ্গীক মার্গ কী? ধম্মদিন্না তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেন। তাছাড়া, ভিক্ষু বিশাখ্ প্রশ্ন করেছিলেন, এই শরীর কী ও তার নিরোধ কীভাবে সম্ভব? সংস্কার কী? বেদনা ও নিরোধ সমাপত্তি কী বস্তু?

ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না উত্তরে বলেছিলেন, পঞ্চ উপাদানের ( যেমন, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ) সমষ্টিই হলো এই শরীর। আর তৃষ্ণার ক্ষয়েই তার নিরোধ। সংস্কার হচ্ছে পঞ্চাশ প্রকার সৎ ও অসৎ মনোবৃত্তি-গুলো। বেদনা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই দুইয়ের সংযোগে উৎপন্ন অনুভূতি। বেদনা তিন প্রকার যেমন, সুখ, দুঃখ ও সুখ দুঃখের মাঝামাঝি অবস্থা অর্থাৎ না সুখ, না দুঃখ এই অনুভূতি। আর পরিশেষে নিরোধ সমাপত্তি হলো ধ্যানের একটা বিশেষ স্তর যে স্তরে পৌঁছলে মানসিক সুখ-দুঃখবোধের বিনাশ হয়।

ভিক্ষু বিশাখ্ বুঝলেন, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন। পরে বুদ্ধকে ধম্মদিন্নার এইসকল উত্তর প্রদানের কথা বলা হলে বুদ্ধ বলেছিলেন, ধম্মদিন্না জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সমান অভিজ্ঞা। মজ্ঝিমনিকায়ে ধম্মদিন্নার পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে।

## উপ্পলবর্ণা

ইনি শ্রাবস্তি নগরের এক শ্রেষ্ঠীর মেয়ে। রূপে গুণে অনন্যা ছিলেন উপ্পলবর্ণা। পদ্মের মতো তাঁর দেহের বর্ণ ছিল বলে তাঁর নাম রাখা

হয়েছিল 'উপ্পলবর্ণা'। প্রথম যৌবনে কামাসক্তা ছিলেন এই নারী, পুরুষ-সঙ্গে তাঁর আসক্তি ছিল। মেয়ের চারিত্রিক স্খলন বুঝতে পেরে শ্রেষ্ঠী তাঁকে ভিক্ষুণী হয়ে দূষিত জীবন থেকে মুক্ত হতে পরামর্শ দেন। উপ্পলবর্ণা রাজি হয়ে বৌদ্ধভিক্ষুণী হয়ে যান। বিনয়পিটকে উপ্পলবর্ণার এই চারিত্রিক দোষের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ তাঁর 'সামস অফ দ্য সিস্টার্স' গ্রন্থেও এর উল্লেখ করেছেন। "...in the Vinaya, a Bhikkhuni uppalavanna, is thrice quoted in a connection that reveals her twice as an instance of a woman attractive to the other sex and once as a student of weak memory."

পরবর্তীকালে সকল কলুষ মুক্ত হয়ে জ্ঞানী, গুণী ও প্রজ্ঞাবান থেরীতে পরিণত হন উপ্পলবর্ণা। শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। ধর্মদর্শনে বিশারদ হয়ে এই ভিক্ষুণী বহু নারীকে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেন।

বেণুবন বিহারে অবস্থান কালে বুদ্ধ এই থেরীকে যে বাণী প্রদান করেন তা ধম্মপদ'এর 'ব্রাহ্মণ বগ্গে' রয়েছে। এই বাণীতেই উপ্পলবর্ণার চিত্তশুদ্ধি হয়েছিল। বুদ্ধ বলেছিলেন, "বারি পোক্খরপত্তেব আরগ্গেরিব সাসপো, যো ন লিপ্পতি কামেসু, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥" অর্থাৎ যিনি পদ্মপাতার জলবিন্দুর মতো ও সূচ্যগ্রে স্থিত সর্ষদানার মতো কামে লিপ্ত নন, তাঁকেই আমি জ্ঞানী ( ব্রাহ্মণ ) বলি।

## কিশাগৌতমী

শ্রাবস্তির এক দরিদ্র পরিবারে কিশাগৌতমীর জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। অপুষ্টিতে রুগ্না ছিলেন বলে তাঁকে কিশাগৌতমী বলেই সবাই জানতো। দরিদ্র ঘরে জন্মালেও কিশাগৌতমীর বিয়ে হয়েছিল শ্রাবস্তির এক ধনবান বণিকের ছেলের সঙ্গে। স্বামীর ঘরে প্রথম দিকে অনাদৃত হলেও একটি পুত্রের জননী হবার পর কিশাগৌতমীকে সবাই সম্মান দেখাতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ছেলেটি শৈশবে সাপের ছোবলে মারা যায়। একমাত্র সন্তানের এই অকস্মাৎ অকাল মৃত্যুতে কিশাগৌতমী শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে যান। ছেলেকে পুনর্জীবন দানের জন্য কিশাগৌতমী মৃত সন্তানকে বুকে নিয়ে শ্রাবস্তি নগরের দ্বারে দ্বারে ওষুধ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিশাগৌতমীর এই করুণ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি তাঁকে বুদ্ধের

কাছে যেতে বলেন। কিশাগোতমীর ধারণা ছিল ছেলেকে পুনর্জীবন দানের ওষুধ বুদ্ধের কাছে তিনি নিশ্চয়ই পাবেন। সেই আশায় কিশাগোতমী মৃত সন্তানের দুর্গন্ধময় শব বুকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে যান ও ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তাঁর কাছে ওষুধ প্রার্থনা করেন।

কিশাগোতমীর বাহ্যজ্ঞানশূন্য মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বুদ্ধ কোনরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান না করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর মানসিক উপলব্ধিকে জাগরিত করতে চাইলেন। মুখের কথায় সত্য উপলব্ধি করার অবস্থা তখন কিশাগোতমীর ছিল না। বুদ্ধ বুঝলেন, কিশাগোতমীকে তিনটি বিষয়ে সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করানো দরকার, নইলে তিনি সঠিক সত্য উপলব্ধি করতে না পেরে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবেন। প্রথমটি হলো যে, জগত মরণশীল। এখানে সবাইকে কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন কারণে মরতে হয় ও হবেই। আর তাই চলে আসছে সর্বক্ষেত্রে শাশ্বতকাল ধরে। দ্বিতীয় হলো, মৃত্যুর পর জীবন ফিরে আসে না। মৃত্যুর পর এই দেহের আর কোন মূল্য থাকে না। মৃতদেহে কোনমতে আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর দেহ উচ্ছিষ্ট মাত্র। তৃতীয় হলো, মৃতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলেই এই জগতে মৃত্যুর পর কেউ কখনো পুনরায় প্রাণ পায়নি। কেউ কখনো কোন ওষুধে বেঁচে ওঠেনি। যে যায় সে আর ফেরে না।

এই তিনটি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করানোর জন্যে ও মনের ভুল ধারণা সমূলে বিনষ্ট করার জন্যে বুদ্ধ তাঁকে নগরের যে কোন ঘর থেকে যৎসামান্য সর্ষের বীজ নিয়ে আসতে বলেন। এতে তাঁর সন্তানের তিনি পুনর্জীবন দেবেন এই কথা কিন্তু বুদ্ধ বলেননি। বললে সেটা সত্যের অপলাপ হতো। বুদ্ধ শুধু সর্ষের বীজ আনতে বলেছিলেন। বুদ্ধ এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন আর একটি কথা। তিনি বলেছিলেন যে, সে বীজ কিশাগোতমীকে আনতে হবে এমন ঘর থেকে যেখানে কোনদিন কারো মৃত্যু হয়নি। এটাই ছিল সেদিন কিশাগোতমীকে দেয়া বুদ্ধের সার কথা। বুদ্ধ অমোঘ সত্য উপলব্ধি করানোর জন্যে কিশাগোতমীকে পাঠালেন। বুদ্ধ জানতেন কিশাগোতমী সেই সর্ষ-বীজ আনতে পারবেন না।

হলোও তাই, কিশাগোতমী মৃত্যুহীন কোন সংসার পেলেন না যে, সেই ঘর থেকে সর্ষ-বীজ আনবেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরে কিশাগোতমীর সেই তিন

বিষয়ে যথার্থ উপলব্ধি হলো। কিশাগোতমী বুঝলেন মৃত্যু জীবনের এক অবশ্যম্ভাবি পরিণতি। তারপর জীবন আর ফিরে আসে না। বাস্তব সত্যের মুখোমুখী হয়ে কিশাগোতমীর পুত্রশোক মুছে গেল ও ধীরে ধীরে সেই নারী কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

কিশাগোতমী বুঝলেন মহাকারুণিক বুদ্ধ তাঁকে এই অমোঘ কঠিন সত্য উপলব্ধি করানোর জন্যেই সর্ষ-বীজের খোঁজে পাঠিয়েছেন, মৃতপুত্রকে জীবন্ত করার জন্য নয়। কারণ সেটা কখনো সম্ভব নয়। মনের ভুল বিশ্বাসগুলো (মিথ্যাদৃষ্টি) তাঁর দূর হয়ে গেল ও কিশাগোতমী আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

এরপর কিশাগোতমী পুত্রের মৃতদেহ উচ্ছিষ্টের মতো শ্মশানে ফেলে দিয়ে বুদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ বাণী প্রদান করে তাঁকে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করলেন। কিশাগোতমীকে দেয়া বুদ্ধের বাণী হলো—"তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং, সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি ॥" অর্থাৎ নিদ্রামগ্ন গ্রাম যেমন মহাপ্লাবনে ভেসে যায়, সেইরূপ আসক্ত চিত্তের পশু-উন্মাদ মানুষ, সন্তান প্রভৃতি মৃত্যুর কবলে ধ্বংস হয় ॥" এই শ্লোকটি ধম্মপদ-এর 'মগ্গ বগ্গতে' রয়েছে।

ভিক্ষুণী হয়ে কিশাগোতমী যশস্বীনী প্রজ্ঞাবতী হয়েছিলেন। বহু নারীকে তিনি দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেছিলেন। বুদ্ধ কিশাগোতমীকে ভিক্ষুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেছিলেন। অংগুত্তরনিকায়ে এই কথাটি বলা হয়েছে।

## সুক্কা

গৌতম বুদ্ধের সময়ে সুক্কা রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বুদ্ধের ধর্মে শ্রদ্ধাশীলা উপাসিকা ছিলেন, এবং পরে ভিক্ষুণী ধম্মদিন্নার উপদেশে ভিক্ষুণী হয়ে গৃহত্যাগ করে সঙ্ঘভুক্ত হন। ভিক্ষুণী হয়ে বুদ্ধের ধর্মদর্শনে মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবতী হয়ে এই ভিক্ষুণী ধর্মপ্রচারের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। চিত্ত আকর্ষণী ভাষায় তিনি ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারতেন। বহু নারীকে এই ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুণী করেছিলেন। ধর্মপ্রচারিকা হিসাবে তাঁর দেশ জোড়া খ্যাতি ছিল।

সংযুত্তনিকায়ে বলা হয়েছে, একদিন রাজগৃহে এক বিশাল জনতার সামনে ভিক্ষুণী সুক্কা ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বুদ্ধের ধর্মদর্শন নিয়ে এমন বক্তৃতা দিলেন যে, তা সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করল। মন্ত্রবত সবাই নিশ্চল হয়ে ভিক্ষুণীর সেই হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শুনেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে ভিক্ষুণী সুক্কা কোথাও ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন বলে রটনা হলেই, অগণিত মানুষ সেখানে আগে থেকে সমবেত হতেন ভিক্ষুণীর মধুর কণ্ঠে বুদ্ধের অমৃত বাণী শুনবেন বলে। ভিক্ষুণীর বক্তৃতা শুনে সমবেত মানুষের চিত্তশুদ্ধি হতো। ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রচারিকাদের অন্যতম ছিলেন এই ভিক্ষুণী সুক্কা। কথিত আছে, যখন এই ভিক্ষুণী ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সহজ সরল করে মানুষকে বোঝাতেন তখন নাকি গাছের পাতাও নড়তো না। বৃক্ষদেবতারাও তা নাকি স্তব্ধ হয়ে শুনতেন। এতেই বোঝা যায় প্রজ্ঞাবতী দার্শনিক ভিক্ষু সুক্কা তখন সাধারণ মানুষের কাছে কত 'পপুলার' ছিলেন।

## অম্বপালী

বৈশালীর এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক মহানামের প্রমোদ উদ্যানে বাগানের মালি একদিন একটি আমগাছের নীচে একটি শিশুকন্যাকে পড়ে থাকতে দেখে। মালি সেই শিশুকন্যাকে নিয়ে মনিবের হাতে তুলে দেয়। মহানাম ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি শিশুটিকে খুশী মনে গ্রহণ করে স্ত্রীকে তার লালন পালনের ভার দিলেন। পরিত্যক্তা এই মেয়েটিকে আমগাছের নীচে পাওয়া যায় বলে তার নাম দেয়া হয় 'অম্বপালী'। সেই যুগে সমাজে ব্যভিচার, যৌনতা কম ছিল না। তবে ভ্রূণ হত্যার নজির ছিল না। তাই তার পরিবর্তে জারজ জন্মজাতকদের গোপনে পরিত্যাগ করা হতো। মগধের রাজবৈদ্য জীবকও ছিল এই রকম পরিত্যক্ত জারজ সন্তান।

অম্বপালী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। মহানাম তাঁকে বহু বিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন। তাঁর রূপগুণের খ্যাতিতে বহু ধনী শ্রেষ্ঠীর ছেলেরা তাঁর পাণিপ্রার্থনা করলেন। মহানাম পালিতা কন্যাকে কার হাত অর্পণ করবেন তাই ভেবে বিব্রত হলেন। যাকে দেবেন না সেই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

কিছু ঠিক করতে না পেরে মহানাম লিচ্ছবির জ্ঞানী-গুণীদের এক সভা ডাকলেন। ভাবলেন, সভাসদরাই ঠিক করুক এই বিদুষী মেয়েকে কার হাতে তুলে দেয়া হবে। এতে মহানাম অন্যদের শত্রুতা থেকে রেহাই পাবেন। সেই সভায় ঠিক হলো যে বিদুষী অম্বপালীকে কারো হাতে তুলে দেয়া যাবে না, কারণ এতে বড় আকারের বিবাদ হবার সম্ভাবনা সব সময় থাকবে। তৎকালে পুরুষপ্রধান সমাজের বিধান ছিল যে, কোন বিদুষী মেয়েকে বিয়ে দেয়া নিয়ে যদি কোনরকম সমস্যা দেখা দেয় তবে সেই মেয়েকে বিশেষ কারো হাতে তুলে না দিয়ে বহুভোগ্যা করা হতো। এতে কলহ-বিবাদের সম্ভাবনা আর থাকবে না এবং সবাই তাকে ভোগ করতে পারবে। অম্বপালীর উপর সভাসদদের তাই নির্দেশ হলো। সর্বাঙ্গ সুন্দর মেয়ে হলেই যে বহুভোগ্যা হবে তা নয়। সেই মেয়েকে নিয়ে যদি বিভিন্ন প্রভাবশালী শক্তিধর পাত্রদের মধ্যে টানাপোড়ন হয়, এবং তাতে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে, তবেই তাকে বহুভোগ্যা করা যাবে কি না বিচার্য বিষয়। এই ক্ষেত্রে অম্বপালী ছিলেন বেওয়ারিস জারজ সন্তান। পালিত পিতা মহানাম নিজের ঔরসজাত মেয়ের জন্যে যে দায়-দায়িত্ব নিতে পারেন, পালিতা মেয়ের জন্যে তিনি তা নিলেন না! সভার বিরুদ্ধেও তিনি গেলেন না। সভাসদরা যা ঠিক করলেন, নিজের গা বাঁচাতে তিনি তাই মেনে নিলেন। নিজের মেয়ের মতো পালন পোষণ করে মহানাম শেষে নিজের স্বার্থে হাল ছেড়ে দিলেন। অসহায়া বিদুষী নারী অম্বপালী বিনা দোষে সমাজের কর্তাব্যক্তিদের খেয়ালখুশীতে বহুভোগ্যা বারবনিতায় পরিণত হলেন। মহানাম ও তাঁর স্ত্রী বয়োপ্রাপ্ত পালিতা কন্যার ভারমুক্ত হলেন।

অম্বপালী রাগে দুঃখে পুরুষশাসিত সমাজের উপর স্পর্দ্ধা স্বরূপ কিছু শর্ত সভাসদদের কাছে পেশ করলেন। শর্তগুলো হলো, বৈশালী নগরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় তাঁর জন্য উদ্যানবাটি তৈরী করে দিতে হবে। তাঁর সেই বাড়িতে একবারে একজনের বেশী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকবে না, তার দর্শনী হবে প্রতি রাত্রের জন্য পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা, নগরপাল বা প্রহরীরা সপ্তাহ শেষে কেবলমাত্র একদিন কোন অপরাধী বা শত্রুর জন্য তাঁর বাড়ি তল্লাসী করতে পারবে এবং তার কাছে আগত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করা চলবে না। অম্বপালীর সব শর্তগুলো সেই সভা মেনে নিয়েছিল। বুদ্ধিমতী নারী এইসব শর্ত দিয়ে তৎকালীন

লিচ্ছবি সমাজকে কেবল হেয় করলেন না, সমাজের উপর নিজের দাপটও জাহির করলেন।

শুরু হলো অম্বপালীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। বারবনিতা হিসাবে অম্বপালীর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা দেশের রাজা, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, জ্ঞানীগুণী, ধনী, বণিক, সম্ভ্রান্ত সমাজপতিরা সবাই অম্বপালীর কৃপাপ্রার্থী হলেন। অম্বপালীর দাস-দাসী, প্রহরী, সখী, ইত্যাদিও কম ছিল না। একসময় দেশ-বিদেশের নামী দামী চিত্রকরদের দিয়ে অম্বপালী নানা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি ঘরের দেওয়ালে আঁকিয়ে শোভা বর্ধন করলেন। এইভাবে মগধের সম্রাট বিম্বিসারের প্রতিকৃতিও তাঁর ঘরের দেওয়ালে ছিল। এই কথা বিনয়পিটকে রয়েছে। মগধ সম্রাট বিম্বিসারও অম্বপালীর গোপন অতিথি হয়ে সাতদিন তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে যান। 'পরমত্থদীপনি' গ্রন্থে বলা হয়েছে বিম্বিসার ও অম্বপালীর ঔরসজাত এক পুত্র ছিল। সে বড় হয়ে কিছুদিন মগধের রাজপ্রাসাদে থেকে পরে গৃহত্যাগ করে বৌদ্ধভিক্ষু হয়ে যায়। এই ভিক্ষুর নাম ছিল বিমল-কৌন্ডিন্য।

অম্বপালী পুত্রের কাছে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হন ও বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীর জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অনুমান, প্রায় আশী বছর বয়সে বুদ্ধ যখন একসময় বৈশালীতে অম্বপালীর আমবাগানে বহু শিষ্যসহ বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময় শ্রদ্ধাশীলা অম্বপালী বুদ্ধের কাছে এসে বুদ্ধকে শিষ্যসহ পরদিন তাঁর বাড়িতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ সেদিন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে পরদিন শিষ্যসহ অম্বপালীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আহার গ্রহণ করেছিলেন। কবি কালিদাস রায় এই ঘটনা নিয়ে একসময় একটি অনবদ্য কবিতা রচনা করেছিলেন।

বুদ্ধের আহারের শেষে অম্বপালী তাঁর আমবাগান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন ও বুদ্ধের বাণী শুনে ভিক্ষুণী হবার প্রার্থনা করেন।

ভিক্ষুণী হয়ে অম্বপালী ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি পান। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ভিক্ষুণী অম্বপালী ধ্যান-সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর শেষ

জীবন অতিবাহিত করেন। শিক্ষিতা জ্ঞানীগুণী এই নারী ভিক্ষুণী হয়ে বৌদ্ধদর্শন জ্ঞানে মহীয়সী হয়ে ওঠেন। 'মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে' আর 'অপদান' গ্রন্থে ভিক্ষুণী অম্বপালীর কথা রয়েছে। থেরীগাথা বহির্ভূত ভিক্ষুণীদের জীবনকাহিনী আমরা পাই অপদান ও পরমত্থদীপনি গ্রন্থে। দুইটিই মহাযানী গ্রন্থ।

# থেরীগাথা

## এক শ্লোকের গাথা

১.

হে থেরী! অন্তরে সাড়া জাগানো তোমার সকল বিষয়েচ্ছা
শুকনো উনানের কাষ্ঠের ন্যায় এখন নির্জীব।
নিজের হস্তে তৈয়ারী চীবরে দেহ ঢাকিয়া এইবার সুখে বিচরণ কর,
সুখে নিদ্রা যাও।

২.

হে মুক্তা! রাহুমুক্ত শশীর ন্যায় মুক্তমনা হও।
মুক্ত মনে ঋণহীন[১] হইয়া নিজের ভিক্ষান্ন নিজে গ্রহণ কর।

৩.

হে পূর্ণা! পঞ্চদশীর পূর্ণ শশীর ন্যায় পবিত্র জীবনের
পূর্ণতা প্রাপ্ত হও।
পূর্ণজ্ঞানে অজ্ঞানের গভীর অন্ধকার ছিন্ন কর।

৪.

তিষ্যা! তিন প্রকার শিক্ষা[২] লাভ কর, শুভযোগ[৩]
বৃথা নষ্ট করিও না।
সকল প্রকার বন্ধন ছিঁড়িয়া আসব[৪] জয় কর।

---

১ বৌদ্ধদর্শনে বলা হয় তৃষ্ণা বা বাসনা পুনর্জন্ম ঘটায়। তৃষ্ণাকে জীবনের ঋণ বলা হয়েছে।

২ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধির জ্ঞান।

৩ মানুষ হয়ে জন্মানো, সক্রিয় অনুভূতি, পূর্ণ চেতনা ও বুদ্ধের আবির্ভাব।

৪ পুনর্জন্ম, মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রম, অজ্ঞানতা ও ইন্দ্রিয় সুখ।

৫.

তিষ্যা ! উন্নততম উৎকর্ষতায় মনকে সচেষ্ট কর।
উপস্থিত ক্ষণ যেন বৃথা বহিয়া না যায়।
যাহারা শুভক্ষণ বৃথা নষ্ট করে, তাহারা দুঃখের যাতনায়[১]
নিজেদের সমর্পণ করে।

৬.

ধীরা ! ধীরে ধীরে চিত্তবৃত্তিসকল[২] ক্ষান্ত কর।
সুখকর মোহের[৩] উপশম করিয়া, বন্ধনমুক্ত শান্তিময় সর্বশ্রেষ্ঠ
নির্ব্বাণের[৪] সাধনা কর।

৭.

ধীরা ! তুমি শান্ত ধর্মের[৫] ভাবনায় আত্মমগন !
শেষবার দেহধারণ করিয়া বিঘ্নকারী মা'র ও তাহার অনুচরদের পরাস্ত
করিয়া অন্তিমে ( নির্ব্বাণে ) উপনীত হও।

৮.

মিত্রা ! শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হইয়া এইবার মৈত্রী ভাবাপন্ন হও।
কুশল ধর্মে ব্রতী হইয়া পরম শান্তিসুখ[৬] অর্জন কর।

৯.

ভদ্রা ! শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হইয়া ভদ্র ভাবাপন্ন হও।
সকল অন্তঃকরণ কুশল ধর্মে নিযুক্ত করিয়া, পরম নির্ভরতার
অন্বেষণ কর।

---

১ দুঃখের কঠিন অন্তহীন নারকীয় যন্ত্রণা।

২ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, একাগ্রতাহীনতা, সত্যের প্রতি দ্বিধা, কামনা, বাসনা, চঞ্চলতা ইত্যাদি।

৩ অহংকার, গৌরব, অবিদ্যা, খ্যাতির বাসনা ইত্যাদি।

৪ জন্মের নিবৃত্তি।

৫ বুদ্ধের আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ।

৬ নির্ব্বাণ।

১০.

উপশমা ! দুরতিক্রম মৃত্যুর মহাস্রোত[১] অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর
উপশম[২] কর।
শেষবার দেহ ধারণ করিয়া বিঘ্নকারী মা'র ও তাহার অনুগামীদের
পরাস্ত করিয়া, অন্তিমে উপনীত হও।

উপরিউক্ত দশটি গাথায় রয়েছে দশজন ভিক্ষুণীকে প্রদান করা বুদ্ধের বাণী। প্রতিটি গাথায় ভিক্ষুণীদের নাম রয়েছে। ধীরা ও তিষ্যা নামে দুজন করে ভিক্ষুণী ছিলেন। প্রথম গাথায় রয়েছে এক অজ্ঞাতনামা ভিক্ষুণীকে প্রদান করা বুদ্ধের বাণী। বুদ্ধের প্রদত্ত বাণীগুলো পরে এই সব ভিক্ষুণীরা শ্লোক রচনা করে আবৃত্তি করেন।

১১.

ত্রিবিধ বক্রতা হইতে মুক্ত হইয়া সত্যই আমি মুক্ত।
কুব্জ পতি, উদুখল[৩] ও মুদ্গর হইতে মুক্ত হওয়া উত্তম,
কিন্তু ইহার চাহিতে উত্তম মুক্তি আমার হইয়াছে।
আমি জন্ম-জীবন ও মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত।

॥ মুক্তা ॥

ভিক্ষুণী মুক্তা ছিলেন কোশল দেশের ওখাটক নামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে। এক কুঁজো ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর ব্যবহারে ও সংসারের নানারূপ দাসত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইনি সংসার ছেড়ে ভিক্ষুণী হন। শ্লোকটি তাঁর আবৃত্তি করা।

১২.

যাহার অন্তরে অন্তিমে[৪] উপনীত হইবার বাসনা,

---

১ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ।

২ নির্ব্বাণে মৃত্যুর ও জন্মের শেষ করা।

৩ উদুখল হচ্ছে ধান থেকে চাল উৎপন্ন করার কাঠের তৈরী চওড়া-মুখ পাত্র। মুদ্গর হচ্ছে হামামদিস্তার ডাঁটি বা ঢেঁকির মোনা।

৪ নির্ব্বাণ।

যিনি ভোগতৃষ্ণার টানে প্রলুব্ধ নন, সংযত সংযোগহীন চিত্ত,
তিনি যথার্থই ঊর্ধ্ব স্রোতা[১]।

॥ ধম্মদিন্না ॥

ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না ছিলেন রাজগৃহের বিশাখ নামের এক সমৃদ্ধশালী শ্রেষ্ঠীর ( বণিকের ) স্ত্রী। স্বামী গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু হলে, ইনিও ভিক্ষুণী হন। শ্লোকটি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

১৩.

বুদ্ধশাসনের অনুসরণ কর, ইহাতে অনুতাপের কোন কারণ নাই।
শীঘ্র পদাদি ধুইয়া একপাশে[২] উপবেশন কর।

॥ বিশাখা ॥

ভিক্ষুণী বিশাখা এই শ্লোকের মাধ্যমে ভিক্ষুণীদের নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেন। ইনি ছিলেন কপিলাবস্তুর বাসিন্দা। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সঙ্গে একসাথে সংসার ত্যাগ করে ইনি ভিক্ষুণী হয়েছিলেন।

১৪.

জীবনের উৎসে দুঃখ রহিয়াছে বুঝিয়া পুনর্জন্মের বাসনা
মনে রাখিও না।
জন্মের আসক্তি বর্জন করিয়া নির্মল চিত্তে বিচরণ কর।

॥ সুমনা ॥

বুদ্ধ এই বাণী সুমনা ভিক্ষুণীকে প্রদান করেছিলেন। পরে সেই ভিক্ষুণী বুদ্ধের সেই বাণী শ্লোকে রূপান্তরিত করে আবৃত্তি করেন। এই সুমনা ছিলেন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডকের ছোট মেয়ে। ইনি বিয়ে করে সংসারী না হয়ে ভিক্ষুণী হন। ( তৎকালে এই নামে আরও একজন ভিক্ষুণী ছিলেন )।

---

১ অর্হত্ত্বলাভের পথে ( স্রোতে ) অগ্রসর হওয়া।

২ ধ্যানে বসতে বলা হয়েছে।

১৫.

তৃষ্ণা ও উহার উৎসকে ধ্বংস করিয়া আমি এখন শান্ত ;
কায়-মন-বাক্যে সংযত হইয়াছি।
নির্ব্বাণের পরম শান্তি আর আমার অজ্ঞাত নয়।

॥ উত্তরা ॥

ভিক্ষুণী উত্তরা এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। ইনিও ছিলেন কপিলা-বস্তুর বাসিন্দা। মহাপজাপতি গৌতমীর সঙ্গে ইনিও গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন।

১৬.

হে বৃদ্ধা ! নিজের হাতে তৈয়ারী চীবর[১] গায়ে সুখে বিশ্রাম কর ;
তুমি এখন শান্ত। চিত্ত চাঞ্চল্যকারী তোমার সকল বিষয়েচ্ছা নিষ্ক্রিয় হইয়াছে।
নির্ব্বাণের পরম শান্তি তোমার আর অজ্ঞাত নয়।

॥ বৃদ্ধা সুমনা ॥

এই সুমনা ভিক্ষুণী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর বোন। ইনি বৃদ্ধা হয়ে ভিক্ষুণী হন। বুদ্ধ এই বাণী সেই ভিক্ষুণীকে প্রদান করেন। ভিক্ষুণী সেই বাণী পরে শ্লোকে রূপান্তরিত করে আবৃত্তি করেন।

১৭.

ভিক্ষান্নের কারণে বহুদূর বিচরণ করিয়া একসময় যষ্টি হাতে
ক্লান্ত কম্পিত শরীরে নিজের আবাসে ফিরিয়া ভূপতিত হইলাম।
সেই পতনে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়া মুক্তচিত্ত উর্দ্ধলোকে উঠল।

॥ ধম্মা ॥

ভিক্ষুণী ধম্মা ছিলেন শ্রাবস্তির এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ভিক্ষুণী হয়ে পরে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন।

---

১ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র। টুকরো টুকরো কাপড় সংগ্রহ করে চীবরটি নিজের হাতে তৈরী করাই ছিল বুদ্ধের বিধান।

ঘর-সংসার, পুত্রকন্যা, পোষা পশুপাখি ইত্যাদি সকল কিছু
ত্যাগ করিয়াছি ;
লোভ মোহ অবিদ্যা দূর করিয়া, তৃষ্ণা ও উহার মূল উচ্ছেদ করিয়া
এখন আমি শান্ত।
নির্ব্বাণের পরম শান্তি আমার আর অজ্ঞাত নয়।

॥ সংঘা ॥

ভিক্ষুণী সংঘা এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। এই ভিক্ষুণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

এক শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## দুই শ্লোকের গাথা

দেখ নন্দা ! অশুচি, দুর্গন্ধ ও ব্যাধির আগার এই শরীর ;
সেই দৃশ্যমান দেহের অশুভ ভাবনায় চিত্তকে একাগ্রভাবে সমাহিত
কর। ॥ ১৯ ॥

অনিমিত্তের[১] ভাবনায় চিত্তকে স্থায়ী করিয়া,
অনিষ্টকারী অহংকার নির্বাসিত কর।
দমিত চিত্তে আসুক নির্মল শান্তি। ॥ ২০ ॥

॥ নন্দা ॥

কপিলাবস্তু নগরের শাক্য ক্ষেমকের প্রধানা স্ত্রীর মেয়ে এই নন্দা। আকাঙ্ক্ষিত ভাবী স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নন্দা ভিক্ষুণী হন। কিন্তু নিজের দৈহিক রূপের গর্বে ইনি বুদ্ধের কাছেও ধর্মোপদেশ শুনতে যেতেন না। বুদ্ধ এটা বুঝতে পেরে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন, যেন ভিক্ষুণীরা সবাই ওঁনার ধর্মসভায় উপস্থিত থাকেন। সেই নির্দেশে ভিক্ষুণী নন্দাকে অগত্যা বুদ্ধের ধর্মসভায় যোগ দিতে হয়। বুদ্ধ তখন ভিক্ষুণী নন্দাকে উপরিউক্ত উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধের সেই বাণী ভিক্ষুণী শ্লোকের মাধ্যমে পরে আবৃত্তি করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুণী নন্দাকে এই উপদেশ প্রদান করেন শ্রাবস্তির জেতবন বিহারে। ধম্মপদ-এও এর উল্লেখ আছে।

সপ্ত বোজ্ঝঙ্গ[২] আমার আয়ত্তে, যাহা বুদ্ধ নির্ব্বাণদায়ী বলিয়াছেন,
তথাগত বুদ্ধকে তাহারই মাঝে সমাসীন দেখি। ॥ ২১ ॥

জন্মচক্র ধ্বংস করিয়া পুনর্জন্ম পার হইয়াছি ;
এই আমার শেষ জীবন। ॥ ২২ ॥

॥ জেন্তি ॥

---

১ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মার ভাবনা।

২ সম্বোচ্চ বোধি বা জ্ঞানের অঙ্গ, যেমন প্রণিধান, উদ্যম, আনন্দ, প্রশান্তি, সমাধি, উপেক্ষা ও ধর্মজিজ্ঞাসা।

উক্ত ভিক্ষুণী জেন্তি ছিলেন বৈশালীর ধনী লিচ্ছবি বংশের মেয়ে। বুদ্ধের মুখে ধর্মদর্শন শুনে ইনি ভিক্ষুণী হন। ভিক্ষুণী হয়ে পরে শ্লোক দুটি আবৃত্তি করেন।

সংসারে দাসীবৃত্তিই আমার জীবন ছিল। এখন সেই বৃত্তি-
মুক্ত নারী আমি ;
নিত্য রন্ধনশালার পরিশ্রমে মলিন প্রভাহীন এই দেহ নিষ্ঠুর স্বামীর
কাছে,
ছাতার বাঁটের চেয়েও মূল্যহীন ছিল। ॥ ২৩ ॥

রাগ দ্বেষ পরিহারে আমি বৃক্ষমূলে সুখে ধ্যানমগ্না ;
এই সুখই জীবনের সার। ॥ ২৪ ॥

॥ নামহীনা ভিক্ষুণী ॥

ইনি ছিলেন শ্রাবস্তির এক দরিদ্র ছাতা ব্যবসায়ীর স্ত্রী। তাঁদের একমাত্র পুত্র সুমঙ্গল ভিক্ষু হয়ে যায়। তাই ইনিও ভিক্ষুণী হন্। সবাই এনাকে সুমঙ্গলের মা বলে জানতেন। থেরীগাথায় ইনি হলেন একজন নামহীনা ভিক্ষুণী। শ্লোক দুটি ইনি আবৃত্তি করেন।

কাশী রাজ্যের বিপুল রাজস্বের অর্দ্ধেক সমতুল্য আমার
পারিশ্রমিক ছিল।
নগরবাসীরা আমার অমূল্য রূপের মূল্য তাহাই নির্ধারণ
করিয়াছিলেন। ॥ ২৫ ॥

সেইরূপ জীবনে আমি শ্রান্ত, বিরক্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে
মুক্তির আশায়,
বুদ্ধের বাণী মান্য করিয়া ত্রিবিদ্যার ফল[১] প্রাপ্তিতে ধন্য
হইয়াছি। ॥ ২৬ ॥

॥ অর্ধকাশী ॥

---

১ দিব্যচক্ষু, আসবের ক্ষয় ও জাতিস্মরতা।

ভিক্ষুণী অর্ধকাশী কাশীর খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ও অর্থবান পরিবারে জন্মেও একসময় এই নারীকে গণিকা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। গণিকা হিসাবে উনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন। পরে ইনি সেই জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নগরের বহু ধনীদের কুচক্রান্তের শতবাধা উপেক্ষা করে, ভিক্ষুণী হন। বিনয়-পিটকের চুল্লবগ্গে এই ভিক্ষুণীর উল্লেখ আছে। শ্লোক দুটি ইনি আবৃত্তি করেন।

যদিও দুঃখী আমি, বলহীনা, যৌবন অতিক্রান্তা,
তবু যষ্টি অবলম্বন করিয়া পর্বতে উঠিয়াছি। ॥ ২৭ ॥

চীবরহীন স্কন্ধ আমার, ভিক্ষাপাত্রও বিনাশিত। এখন পর্বতই
আমার রক্ষাকারী আশ্রয়স্থল।
আমি উদভ্রান্ত ঘোর তমিস্রার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি। ॥ ২৮ ॥

॥ চিত্রা ॥

ইনি ছিলেন রাজগৃহের এক ধনীর মেয়ে। বুদ্ধের উপদেশ শুনে ইনি মহাপ্রজাপতি গোতমীর কাছে দীক্ষান্তে ভিক্ষুণী হন। বৃদ্ধ বয়সে ইনি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পাহাড়ে একাকী থাকতেন ও সেখানে তপস্যায় বসে সিদ্ধিলাভ করেন। শ্লোক দুটি ইনিই আবৃত্তি করেন।

যদিও দুঃখী আমি, বলহীনা, যৌবন অতিক্রান্তা,
তবু যষ্টিতে ভর করিয়া পর্বতে উঠিয়াছি। ॥ ২৯ ॥

চীবরহীন আমার স্কন্ধ, ভিক্ষাপাত্র বিনাশিত। পর্বত শিখরে বসিয়া
মুক্তচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ মানিয়া, ত্রিবিদ্যার ফল লাভ করিয়াছি।
॥ ৩০ ॥

॥ মেত্তিকা ॥

ইনি ছিলেন রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে। ভিক্ষুণী হয়ে ইনিও রাজগৃহের কোন এক পাহাড়ে একাকী বাস করতেন ও সেখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই ভিক্ষুণী মেত্তিকা এই শ্লোক দুটি আবৃত্তি করেন।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ পক্ষ, অষ্টাঙ্গযুক্ত প্রতিহার পক্ষ,
উপবাস ব্রত[১] পালন করিয়াছি।
তবু সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোক কোথায় ? ॥ ৩১ ॥

এখন মুণ্ডিত মস্তকে, চীবর গায়ে, একআহারে, হৃদয়ের সকল দুঃখ
বাসনা জয় করিয়াছি ;
*দেবলোক স্বর্গলোক আমার কাম্য নয়। ॥ ৩২ ॥

॥ মিত্তা ॥

ভিক্ষুণী মিত্তা ছিলেন কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের মেয়ে। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সাথে একসঙ্গে ইনিও গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। শ্লোক দুটি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

'ওগো মা ! দুর্গন্ধ অশুচি এই শরীরের আপাদমস্তক দেখ'। ॥ ৩৩ ॥

এই ভাবনার ধ্যানে সকল লোভ, তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করিয়া
আমি পরম শান্তিময় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি। ॥ ৩৪ ॥

॥ অভয় মাতা ॥

এই ভিক্ষুণী পূর্বাশ্রমে ছিলেন উজ্জয়িনীর সুন্দরী পদ্মাবতী। ইনি মগধ সম্রাট বিম্বিসারের প্রণয়াসক্তা হয়ে এই সম্রাটের রক্ষিতা হয়েছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম ছিল অভয়। এই ছেলে বড় হয়ে ভিক্ষু হয়ে যায়। পদ্মাবতীও পরে রক্ষিতার জীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়ে যান। থেরীগাথায় পদ্মাবতীকে কেবল 'অভয়-মাতা' বলা হয়েছে। উপরিউক্ত প্রথম শ্লোকে রয়েছে ভিক্ষু অভয় মাকে যা বলেছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকে রয়েছে অভয়-মাতার উত্তর। শ্লোক দুটি অভয়-মাতা আবৃত্তি করেছিলেন।

---

* থেরীগাথা যে হীনযানী কাব্যগ্রন্থ সেটা এখানে স্পষ্ট। বৌদ্ধদর্শনে বাসনা জয় করার কথাই বলা হয়েছে। কল্পিত স্বর্গ নরক লাভের কথা বৌদ্ধদর্শনে নেই।

১ ধর্মের নামে উপবাস, নানা কষ্টকর ব্রত, কৃচ্ছ্রসাধন বুদ্ধ মানতেন না। এগুলো যে আধ্যাত্মিক জীবনে মূল্যহীন তাই বলতেন বুদ্ধ।

'হে অভয়া ! সাংসারিক সুখ এই অনিশ্চিত ক্ষণভঙ্গুর দেহ নির্ভর।'[১]
সকল কর্মে চিত্তকে স্থির রাখিয়া, সজাগ থাকিয়া এই নশ্বর দেহ
ত্যাগ করিব। ॥ ৩৫ ॥

সকল দুঃখে অপ্রমত্ত থাকিয়া তৃষ্ণার ক্ষয় করিয়াছি ;
ইহাতে বুদ্ধের উপদেশ পালিত হইয়াছে। ॥ ৩৬ ॥

॥ অভয়া ॥

অভয়ার জন্ম উজ্জয়িনীর এক সম্ভ্রান্ত বংশে। ইনি ছিলেন সুন্দরী পদ্মাবতীর সখী। পদ্মাবতী ভিক্ষুণী হলে ইনিও পরে ভিক্ষুণী হন। শ্লোকের প্রথমে রয়েছে এই ভিক্ষুণীকে প্রদান করা বুদ্ধের বাণী। সেই বাণীসহ শ্লোক দুটি ভিক্ষুণী অভয়া আবৃত্তি করেন।

চিত্তে শান্তির আশায় চার কি পাঁচবার আমি বিহার ত্যাগ করিয়া,
নানা স্থানে বৃথা বিচরণ করিয়াছি। ॥ ৩৭ ॥

পরে, অষ্টম দিবসে আমি সফল হইলাম ; সকল তৃষ্ণা মন হইতে দূর
হইল।
বুদ্ধের উপদেশ মানিয়া, একান্ত প্রচেষ্টায় দুঃখকে জয় করিয়া
তৃষ্ণার ক্ষয় হইল। ॥ ৩৮ ॥

॥ শ্যামা ॥

শ্যামা ছিলেন কৌশম্বী নগরের এক ধনীর মেয়ে। প্রিয় সখী সামাবতীর মৃত্যুতে শোকাতুরা হয়ে ইনি গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। বুদ্ধশিষ্য আনন্দের মাধ্যমে বুদ্ধের বাণী শুনে এই ভিক্ষুণী সিদ্ধিলাভ করেন। শ্লোক দুটি ভিক্ষুণী শ্যামা আবৃত্তি করেন।

দুই শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

১ টীকাকার বলেছেন এইটি বুদ্ধের উক্তি।

## তিন শ্লোকের গাথা

পঞ্চবিংশ বৎসর হইল গৃহত্যাগিনী আমি ;
তবুও বিক্ষুব্ধ মনে শান্তি আসে নাই। ॥ ৩৯ ॥

উদ্বিগ্ন চিত্তকে শান্ত করিতে না পারিয়া,
পরে বুদ্ধের বাণী স্মরণে রোমাঞ্চিত হইলাম। ॥ ৪০ ॥

একান্ত প্রচেষ্টায়, পরে দুঃখের জয়ে তৃষ্ণাকে ক্ষয় করিয়াছি,
বুদ্ধের উপদেশে
আদিম তৃষ্ণা মুক্ত হইয়াছি। আজ মুক্তির সপ্তম দিবস। ॥ ৪১ ॥

॥ সামা ॥

ভিক্ষুণী সামা ছিলেন কৌশম্বী নগরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। ভিক্ষুণী শ্যামার মতো ইনিও প্রিয় সখী সামাবতীর মৃত্যুতে শোকাতুরা হয়ে ভিক্ষুণী হন। উক্ত শ্লোক তিনটি উনি আবৃত্তি করেছিলেন।

চিত্তে শান্তির আশায় চার কি পাঁচবার আমি বিহার ত্যাগ করিয়া,
নানা স্থানে বৃথা বিচরণ করিয়াছি। ॥ ৪২ ॥

পরে সেই উচ্চমনা ভিক্ষুণী[১], আমার ধর্মমা, আমার নিকট আসিয়া,
স্কন্ধ[২], ধাতু[৩], অনিত্যতা ও আয়তন[৪] শিক্ষা দিলেন। ॥ ৪৩ ॥

সেই শিক্ষায় সপ্তাহকাল সুখাসনে, একাসনে ধ্যানে বিভোর ছিলাম।
অষ্টম দিবসে মনের অন্ধকার ছিন্ন হইয়া জ্ঞানের উদয় হইল,
শান্ত চিত্তে আসন ত্যাগ করিলাম। ॥ ৪৪ ॥

॥ উত্তমা ॥

---

১ ভিক্ষুণী পটাচারা।

২ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

৩ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

৪ আধ্যাত্মিক ছয়টি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ ও ধর্ম। আর বাহ্যিক ছয়টি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন।

ভিক্ষুণী উত্তমা ছিলেন কোশলের রাজকোষাধ্যক্ষের মেয়ে। ভিক্ষুণী পটাচারার ধর্মোপদেশ শুনে ইনি ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো ভিক্ষুণী উত্তমা আবৃত্তি করেন।

বুদ্ধের উপদেশ মানিয়া নির্ব্বাণের সপ্ত পথ, সপ্ত বোধ্যঙ্গের
পূর্ণতা ও বিকাশ আমি করিয়াছি। ॥ ৪৫ ॥

শূন্যতায়[১] পৌঁছিয়া অনিমিত্ত[২] প্রাপ্ত হইয়া বাসনার ক্ষয় করিয়াছি।
সদা নির্ব্বাণ প্রয়াসী বুদ্ধ তনয়া আমি, তাঁহার মুখনিঃসৃত পবিত্র
বাণীই আমার জীবন। ॥ ৪৬ ॥

মানুষের শৃঙ্খল স্বরূপ কামসকল সম্পূর্ণ উৎপাটিত হইয়াছে ;
আমার জন্মচক্র লয় হইয়াছে।
আর আমার পুনর্জন্ম নাই। ॥ ৪৭ ॥

॥ অজ্ঞাতা-উত্তমা ॥

এই ভিক্ষুণীর নামও উত্তমা, তবে থেরীগাথায় বলা হয়েছে 'অজ্ঞাতা উত্তমা'। টীকাকার বলেছেন এই উত্তমা ছিলেন কোশল দেশের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মেয়ে। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে ইনি ভিক্ষুণী হন। উক্ত শ্লোক তিনটি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

দিবা বিশ্রাম শেষে গৃধ্রকূট পর্বত হইতে নামিয়া দেখিলাম,
স্নান শেষে এক হস্তী নদীকূলে দাঁড়াইয়া আছে। ॥ ৪৮ ॥

অঙ্কুশধারী এক ব্যক্তির নির্দেশে সেই হস্তী পদ প্রসারিত করিল ;
আর লোকটি সেই পদে ভর দিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল।
॥ ৪৯ ॥

দেখিলাম অদমিতও দমিত হয় প্রভুর ইচ্ছায় ;
সেই কথা মনে রাখিয়া অরণ্যে গিয়ে ধ্যানে বসিয়া, অদমিত চিত্তকে
দমিত করিলাম। ॥ ৫০ ॥

॥ দন্তিকা ॥

---

১ লোভ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করে দৃষ্টিশূন্য অবস্থা।

২ যাহা অনিত্য, দুঃখ ও আত্মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়।

ভিক্ষুণী দন্তিকা ছিলেন কোশলের রাজ-পুরোহিতের মেয়ে। ইনি পরে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে ভিক্ষুণীত্বে দীক্ষা নেন। শ্লোকগুলো ভিক্ষুণী দন্তিকা আবৃত্তি করেন। টীকাকার বলেছেন, ভিক্ষুণী দন্তিকা জেতবনে থাকতেন (যদিও শ্লোকে তার উল্লেখ নেই)। তিনি কোথায় থাকতেন শ্লোকে তা নেই। টীকাকারের কথা ধরে নিলে বলতে হয়, এই ভিক্ষুণী হয়তো জেতবনের কাছে তিথীয়ারাম-এ ছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণীদের জন্য এই আরামটি প্রস্তুত করে দেন। জেতবনে কেবল ভিক্ষুরাই ছিলেন। তিথীয়ারাম বিহার ছিল জেতবনের কাছে শ্রাবস্তি নগরের প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে। তবে এই ভিক্ষুণী হয়তো কোন এক সময় রাজগৃহেও ছিলেন, নইলে শ্রাবস্তিতে থেকে তিনি গৃধ্রকূট পর্বতে দিবা-বিশ্রাম করেন কী করে? গৃধ্রকূট পর্বত হচ্ছে রাজগৃহে, শ্রাবস্তিতে নয়। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ 'সাম অফ দি মিস্টারস্' গ্রন্থে এটাকে ভৌগোলিক ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছেন।

'হে উর্ব্বরী! বনে বাদাড়ে কেন মিছে 'আমার জীবা, জীবা'
ডাকিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছ?
শ্মশানে শত সহস্র জীবার মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে,
তুমি কোন্ জীবার জন্য শোকার্ত হইয়াছ?' ॥ ৫১ ॥

অন্তরে বিদ্ধ শর অপসারিত হইয়াছে;
প্রাণনাশী সন্তান শোকে জীবন বিষময় হইয়াছিল।
সেই শোক আজ আর নাই। ॥ ৫২ ॥

আর নাই সেই আকুলতা
শান্ত নির্মল এখন আমার হৃদয়।
সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম ও সঙ্ঘের স্মরণ লইতেছি। ॥ ৫৩ ॥

॥ উর্ব্বরী ॥

উর্ব্বরী ছিলেন শ্রাবস্তির এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। অপরূপ রূপের কারণে ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছিলেন। রাজার ঔরসে উর্ব্বরীর একটি মেয়ে হয়। কিন্তু শিশুটি হঠাৎ মারা যায়। সেই শিশু 'জীবার' শোকে মা উর্ব্বরী বনে জঙ্গলে পাগল-প্রায়

হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরতেন। প্রতিদিন তিনি শ্মশানেও যেতেন সন্তানের খোঁজে। বুদ্ধ একদিন উর্ব্বিরীকে শ্মশানে কেঁদে কেঁদে ঘুরতে দেখে শান্ত ও স্বাভাবিক করতে উপদেশ দেন। প্রথম শ্লোকে বুদ্ধের সেই বাণী রয়েছে। উর্ব্বিরী শান্ত হয়ে ভিক্ষুণী হন। বুদ্ধের বাণী ও উর্ব্বিরীর পরবর্তী অবস্থা ভিক্ষুণী শ্লোকের মাধ্যমে আবৃত্তি করে ব্যক্ত করেন।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উর্ব্বিরীকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই হতভাগ্যা উর্ব্বিরী রাজার ঔরসে কন্যাসন্তান প্রসব করলে সেই কন্যাকে রাজার আদেশে গোপনে হত্যা করা হয় ও উর্ব্বিরীকে রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করা হয়। অবশ্য এই ঘটনার পেছনে রাজমহিষী মল্লিকারও চক্রান্ত ছিল। কন্যাসন্তান জন্মানোটা তৎকালে মন্দভাগ্য বলে ধরা হতো। রাজা প্রসেনজিৎ পুত্র সন্তান আশা করেছিলেন। উর্ব্বিরী রাজার সেই আশা পূর্ণ করতে পারেননি। তাই তাঁর দুর্গতি। টীকাকার ইতিহাসের কথা ভুলে কাল্পনিক কাহিনী বলেছেন।

হে রাজগৃহবাসীগণ! যে অমূল্য বুদ্ধবাণী শুক্লা ব্যক্ত করিতেছে,
সেই বাণী না শুনিয়া কেন মূঢ় মূক মদমত্তপ্রায় হইয়া নিদ্রিত
রহিয়াছ? ॥ ৫৪ ॥

ক্লান্ত পথিকের গায়ে বারি বর্ষণের ন্যায় শুক্লার মধুর স্বর
জ্ঞানীগণ সমাদৃত, জীবনদায়িনী সুধা সম। ॥ ৫৫ ॥

শুক্লা নিজ জ্ঞানালোকে তৃষ্ণামুক্ত, বীতরাগ ও সমাহিত চিত্তে
শেষবার দেহধারণ করিয়া মা'র[১] ও তাহার অনুচরগণকে পরাস্ত
করিয়াছে। ॥ ৫৬ ॥

॥ শুক্লা ॥

ভিক্ষুণী শুক্লা ছিলেন রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। ভিক্ষুণী ধম্মদিন্নার মুখে বুদ্ধের উপদেশ শুনে ইনি ভিক্ষুণী হন।

---

১ সর্ব কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীকে বৌদ্ধশাস্ত্রে মা'র বলা হয়। এটা অবশ্য মহাযানী মতবাদ।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ভিক্ষুণী শুক্লা খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রথম দুটি শ্লোকে শুক্লার সুখ্যাতি করা হয়েছে। শেষ শ্লোকটিতে রয়েছে ভিক্ষুণী শুক্লার উক্তি। তিনি গাথাটি পরে আবৃত্তি করেন।

যতদিন এই পৃথিবীতে বাস, ততদিন মুক্তির নাহি আশ,
তবে কেন মিছে নির্জনে করিতেছ বাস ?
সময় থাকিতে ভোগসুখে মগ্ন হও
নইলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। ॥ ৫৭ ॥

* ভোগের আনন্দ তীক্ষ্ণ শূলের ন্যায় নশ্বর দেহকে বিদ্ধ করে,
সেই মূল্যহীন কঠিন যন্ত্রণাকে কি তুমি সুখ বল ? ॥ ৫৮ ॥

আমার ভোগাসক্তি দমিত, অজ্ঞানের অন্ধকার ছিন্ন।
হে পাপী ! জেনো, এইখানে তোমার ঠাঁই নাই। ॥ ৫৯ ॥

॥ শৈল ॥

শাস্ত্রজ্ঞানহীন এক আগন্তুকের প্রলোভনের জ্ঞানগর্ভ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন নির্জনবাসিনী ভিক্ষুণী শৈল। ইনি ছিলেন অলাবী[১] রাজ্যের রাজকন্যা। পরে ইনি গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। প্রথম শ্লোকে রয়েছে আগন্তুকের কথা। পরের শ্লোক দুটিতে রয়েছে ভিক্ষুণী শৈলর উত্তর। গাথাটি ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

---

* বুদ্ধ সব বিষয়ে 'মধ্যপথ' অবলম্বন করার কথা বলেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানুষের পার্থিব সুখভোগ ও মানুষের সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে মুক্তির অন্তরায় বলা হয়েছে।

১ প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম ও স্মিথ বলেছেন প্রাচীন অলাবী রাজ্য ছিল বর্তমানের গাজিপুর জেলায় ( উত্তর প্রদেশ )। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন্-চাঙও তাই বলেছেন। অলাবী নগর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী।

যে স্থান জ্ঞানগর্ভ ঋষিগণের কাছেও দুর্লভ,
নারীগণ সেই স্থান লাভ করিতে পারে না, কারণ
তাহাদের জ্ঞান মাত্র দুই আঙ্গুলের[১] পরিমাণ। ॥ ৬০ ॥

স্থিতভাবে যাহাদের চিত্ত সুসমাহিত,
তাহাদের জ্ঞান বাড়ন্ত ও সম্যক জ্ঞান[২] লাভে তাহারা সমর্থ।
তাহাদের স্ত্রীজাত স্বভাবের[৩] প্রয়োজন নাই। ॥ ৬১ ॥

আমার ভোগাসক্তি দমিত, অজ্ঞানের অন্ধকার ছিন্ন।
হে পাপী! জানিও এইস্থানে তোমার ঠাঁই নাই। ॥ ৬২ ॥

॥ সোমা ॥

মগধ সম্রাট বিম্বিসারের পুরোহিতের মেয়ে ছিলেন এই সোমা। ইনি পরে ভিক্ষুণী হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। ধর্মজ্ঞানহীন এক আগন্তুকের শ্লেষাত্মক কথার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন এই ভিক্ষুণী। প্রথম শ্লোকে সেই আগন্তুকের উক্তি রয়েছে। পরের শ্লোক দুটিতে রয়েছে ভিক্ষুণী সোমার উত্তর। সম্পূর্ণ গাথাটি ভিক্ষুণী সোমা আবৃত্তি করেন। ভিক্ষুণীদের প্রতি তৎকালীন সমাজের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এই গাথায়। মেয়েদের ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে মুক্তি সাধনার ব্যাপারটা তৎকালীন সমাজ মোটেও ভাল চোখে দেখেনি। এইখানে ভিক্ষুণীদের নারী বলে হেয় করা হয়েছে।

তিন শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

১ চাল সিদ্ধ করে ভাত করার সময় মেয়েদের দুই আঙুলে ভাত টিপে দেখতে হয় সিদ্ধ হয়েছে কিনা। বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে মেয়েদের এইটাই একমাত্র জ্ঞান। অর্থাৎ মেয়েদের জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত।

২ আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ।

৩ সাংসারিক কাজকর্মে মেয়েদের দৈনন্দিন স্বভাবসিদ্ধ ভাবে যা করতে হয়।

## চার শ্লোকের গাথা

আত্মজিত সুসমাহিত মহাকশ্যপ বুদ্ধের উত্তরসূরি।
বুদ্ধের সন্তানসম তিনি, যাঁহার দূরদৃষ্টিতে কিছুই অগোচর নয়। ॥ ৬৩ ॥
জন্মের ক্ষয় করিয়া দূরদর্শী জ্ঞানগম্ভীর মুনি
ত্রিবিদ্যার জ্ঞানপ্রাপ্ত। তিনিই সিদ্ধ ব্রাহ্মণ[১]। ॥ ৬৪ ॥

ভদ্দা কপিলানীও ত্রিবিদ্যার জ্ঞান প্রাপ্তা, জন্ম-মৃত্যু ক্ষয়কারিণী।
সর্বশেষ দেহ ধারণ করিয়া মা'র ও তাহার সহচরগণকে তিনি পরাজিত করিয়াছেন। ॥ ৬৫ ॥

সংসারের দৈন্যতায় উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।
উভয়ে আমরা আসবহীন, দমিত
উভয়েই শান্ত, পরমমুক্তি জ্ঞাত। ॥ ৬৬ ॥

### ॥ ভদ্দা কপিলানী ॥

ভদ্দা কপিলানী ছিলেন সাগলের (শিয়ালকোট) কোশী বংশীয় এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। পিপ্পলি নামের এক তরুণ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর স্বামী। স্বামী গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু হলে তাঁর নাম হয় 'কশ্যপ'। সংসার ছেড়ে স্বামী চলে গেলে ভদ্দা কপিলানীও ঘর ছেড়ে সাগল থেকে শ্রাবস্তিতে চলে আসেন। শ্রাবস্তির জেতবন বিহারের কাছে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণীদের জন্যে 'তিথীয়ারাম' নামে যে বিহার তৈরী করেছিলেন, সেখানে ভদ্দা কপিলানী প্রায় পাঁচ বছর ছিলেন। পরে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ওনাকে ভিক্ষুণীত্বে দীক্ষা দেন। গুণী, জ্ঞানী, খ্যাতিমান ভিক্ষু হিসাবে 'কশ্যপ'কে 'মহাকশ্যপ' বলা হতো। এই গাথার প্রথম দুই শ্লোকে মহাকশ্যপের গুণকীর্তন করা হয়েছে। ভিক্ষুণী ভদ্দা কপিলানীও পরম জ্ঞানীরূপে স্বীকৃতি পান। গাথার তৃতীয় শ্লোকে এই ভিক্ষুণীর কথা বলা হয়েছে। শেষ শ্লোকে উভয়ের সিদ্ধিলাভের কথা রয়েছে। ভিক্ষুণী ভদ্দা কপিলানী উক্ত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেন।

চার শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

১ ব্রাহ্মণ বলতে সর্বজ্ঞানী, তপস্যায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত, দ্বিজোত্তম, শ্রেষ্ঠ মানুষ বোঝানো হয়েছে।

## পাঁচ শ্লোকের গাথা

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর পঞ্চবিংশতি বৎসর
এক মুহূর্তের জন্যও চিত্তে শান্তি অনুভব করি নাই। ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয় লালসায় লিপ্ত মনে শান্তি আসে নাই।
দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রতিদিন বিহারে
ঢুকিয়াছি। ॥ ৬৮ ॥

অবশেষে মাতৃসমা[১] আসি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ দিলেন,
আয়তন স্কন্ধ ধাতু, অনিত্যতা বোঝাইলেন। ॥ ৬৯ ॥

সেই শিক্ষায় ধ্যানে বসিয়া বিশুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি পাইলাম,
অতীত জন্মের স্মৃতিও জ্ঞাত হইলাম। ॥ ৭০ ॥

অন্যের ভাবনাসকল এখন আমার জ্ঞাত,
বিশুদ্ধ শ্রবণশক্তিতে শুনি অনির্বচনীয় ধ্বনি ; সকল আসব ক্ষয়ে
বুদ্ধের উপদেশ মানিয়া ষড়ভিজ্ঞা[২] আমি, সিদ্ধিপ্রাপ্তা। ॥ ৭১ ॥

॥ অজ্ঞাতা ভিক্ষুণী ॥

থেরীগাথায় 'অজ্ঞাতা ভিক্ষুণী' বলা হলেও টীকাকার এই ভিক্ষুণীর নাম বলেছেন 'বন্ধেসী'। বলেছেন ইনি একসময় দেবদেহ নগরে জন্মগ্রহণ করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সেবিকা হয়েছিলেন। গৌতমীর সঙ্গে ই নিও ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

বর্ণ ও রূপের কারণে সৌভাগ্য ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।
যৌবনের গর্বে সকলকে উপেক্ষা করিয়া স্ফীত হইয়াছিলাম। ॥ ৭২ ॥

---

১ প্রবীণা ভিক্ষুণী ধম্মদিন্নাকে বোঝানো হয়েছে।

২ দিব্যজ্ঞান, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্বজন্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, বিয়দগতি (আকাশ পথে চলার ক্ষমতা) ও কায়ব্যূহসিদ্ধি (যে কোন দেহ ধারণ করার ক্ষমতা)।

আমার বিভূষিত দেহ পথিক তরুণদের আকর্ষণ করিত,
ধূর্ত ব্যাধের ন্যায় পাশ হাতে বাহিরদ্বারে নিত্য অবস্থান
করিতাম। ॥ ৭৩ ॥

নিজের দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতে, স্বহস্তে বসন খুলিয়া
অনাবৃতা হইতাম।
উচ্চৈঃস্বরে হাসি, বহু মায়ায় বহুজনকে বশীভূত, কলঙ্কিত
করিতাম। ॥ ৭৪ ॥

সেই আমি মুণ্ডিত মস্তকে পীতাম্বর শোভিত দেহে ভিক্ষারতা ;
তর্কহীনা[১] বিরাজিতা বৃক্ষমূলে। ॥ ৭৫ ॥

ছিন্ন করিয়া সকল বন্ধন, ক্ষয় করিয়া সকল আসব
আমি আজ বিনীতা, নির্বাণ প্রাপ্তা। ॥ ৭৬ ॥

॥ বিমলা ॥

ভিক্ষুণী বিমলা ছিলেন বৈশালীর এক সুন্দরী গণিকা। ওনার মাও গণিকা ছিলেন। একদিন ভিক্ষারত বুদ্ধের প্রধানশিষ্য ভিক্ষু মহামৌদ্গল্যায়নকে দেখে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে বিমলা ভিক্ষুকে অনুসরণ করে তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিকরা কিন্তু ভিন্ন কথা বলেছেন। ভিক্ষু মহামৌদ্গল্যায়নের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে এই গণিকা ভিক্ষুর আবাসস্থলে যায়নি। আসলে কিছুলোক বিমলাকে লেলিয়ে দিয়েছিল ভিক্ষুর মানহানি করতে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ভিন্নতর জীবনাদর্শ পরভোজী পুরোহিত ব্রাহ্মণদের ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা নানাভাবে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য-শিষ্যদের সব সময় হেয় করার চেষ্টা করতো। গণিকা বিমলা ভিক্ষুর আবাসস্থলে গেলে ভিক্ষু মহামৌদ্গল্যায়ন তাঁকে বুদ্ধের উপদেশ প্রদান করেন। বিমলা উপদেশ শুনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো ভিক্ষুণী বিমলা আবৃত্তি করেন।

---

১ এটা ধ্যানমার্গের দ্বিতীয় অবস্থা। এই বিশেষ অবস্থায় পৌঁছালে সকল দ্বন্দ্বের ক্ষয়ে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়।

উদভ্রান্ত ভোগতৃষ্ণায় কার্যকারণ জ্ঞান উদাসীন।
বাহ্যবস্তুর মোহে গর্বিত চিত্ত অতীতে আমায়
করিয়াছিল স্ফীত। ॥ ৭৭ ॥

কলুষে ডুবিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতাম ; না ছিল চিত্তের সমতার ক্ষমতা,
রাগ চিত্তের বশে ছিলাম অভিভূতা। ॥ ৭৮ ॥

এইরূপে দীর্ঘ সাতটি বৎসর, দিবারাত্রি দুঃখে থাকিয়া কৃশ
পাণ্ডুর বিবর্ণ দেহে,
সুখ ও শান্তি কী বস্তু জানিতাম না। ॥ ৭৯ ॥

হতাশ হইয়া রশি হস্তে একদিন জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম।
হীন জীবন অপেক্ষা উদ্বন্ধন শ্রেয়ঃ মনে করলাম। ॥ ৮০ ॥

বৃক্ষশাখায় স্থাপি পাশ গলায় দিলাম রশির ফাঁস।
ঠিক সেইক্ষণে চিত্ত আমার হইল বন্ধন মুক্ত। ॥ ৮১ ॥

॥ সীহা ॥

এই ভিক্ষুণী ছিলেন বৈশালির সেনাপতি সীহের বোন। ইনি ভিক্ষুণী হয়ে সিদ্ধিলাভ না করতে পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

হে নন্দা, অশুচি দুর্গন্ধময়, ব্যাধির সমষ্টি এই শরীর দেখ।
এই অশুভের ভাবনায় চিত্তকে একাগ্র, সমাহিত কর। ॥ ৮২ ॥

তোমার শরীর* ও এই নারীর শরীর সমান।
তোমার রূপের যাহা গতি হইবে, এই নারীর রূপেরও সেই হইবে
পরিণতি।
মূর্খের আদরের ধন এই অপবিত্র দেহের এই শেষ পরিণাম। ॥ ৮৩ ॥

---

* থেরীগাথার কথিত টীকাকার মহাযানপন্থি ভিক্ষু ধর্মপাল তাঁর 'পরমত্থদীপনি' গ্রন্থে ভিক্ষুণী নন্দা ও ক্ষেমার ক্ষেত্রে বুদ্ধের একই রকম অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের কথা বলেছেন। এটা টীকাকারের সম্পূর্ণ মনগড়া কথা। বুদ্ধ অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর নিন্দা করেছেন। বুদ্ধ

এই ভাবনায় নিবিষ্টমনে দিবারাত্রি অতিন্দ্রিয় দৃষ্টি রাখিলে,
রূপের মোহ ছিঁড়িয়া নিজ জ্ঞানে সত্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইব। ॥ ৮৪ ॥

অপ্রমত্ত হইয়া দেহের স্বরূপ ও উৎসের সন্ধানে
উহার অন্তর বাহির সম্যক উপলব্ধি করিয়াছি। ॥ ৮৫ ॥

আর আমি দেহযুক্ত নই, দেহমুক্ত আমি।
অপ্রমত্তা বিসংযুক্তা হইয়া শান্তিময় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি। ॥ ৮৬ ॥

॥ নন্দা ॥

ভিক্ষুণী নন্দার এই দ্বিতীয় শ্লোকটি গ্রন্থনকার থেরীগাথায় স্থান দিয়েছেন। সুতরাং এটি প্রক্ষিপ্ত। বলা হয়েছে ভিক্ষুণী নন্দার রূপের দেমাক ভাঙবার জন্যে বুদ্ধ তাঁর ধর্মসভায় নন্দার চেয়েও অধিক সুন্দরী একটি মেয়েকে অলৌকিক শক্তিতে সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্ট সুন্দরী নন্দার সামনে ধীরে ধীরে বাসি ফুলের মতো দেহসৌষ্ঠব হারাতে লাগল। তার সৌন্দর্যের অবনতি ঘটতে লাগল। বুদ্ধ এই দৈহিক পরিবর্তন দেখিয়ে ভিক্ষুণী নন্দাকে অনিত্যতার জ্ঞান দিলেন। সম্রাট বিম্বিসারের স্ত্রী ক্ষেমার বেলায়ও টিকাকার এই একই অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রে একই অলৌকিক শক্তি দেখালেন (?)

বুদ্ধ ভিক্ষুণী নন্দাকে জেতবন বিহারে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটা হলো···

"অট্ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিত লেপনং।
যত্থ জরা মচ্চু চ মানো মক্খো চ ওহিতো ॥"

॥ ধম্মপদ-১৫০নং শ্লোক ॥

---

ভিক্ষুণী নন্দাকে অনিত্যবাদের উপর যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ ধম্মপদ-এ আছে। সেখানে অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ নেই। এই পুরো কবিতাটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। এই নন্দার দুই শ্লোকের যে গাথাটি রয়েছে (১৯, ২০নং শ্লোক) সেটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সঠিক। সেখানে কোন অলৌকিক কাহিনীর কথা নেই। অলৌকিক কাহিনী ঢোকানোর জন্যে নন্দাকে দিয়ে এই দ্বিতীয় গাথার অবতারণা। এই গাথায় সেই অলৌকিক কাহিনীর ইঙ্গিত রয়েছে।

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

"অস্থি দ্বারা নগর নির্মিত হইয়াছে,
তাহাতে রক্তমাংসের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে।
তাহার ভিতর জরা মৃত্যু অহঙ্কার ও কাপট্য বাস করিতেছে॥"

নদীতীর্থে স্নানানুষ্ঠানে চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি দেবের আরাধনা
করিয়াছি। ॥ ৮৭ ॥

ভূমিতে শয়ন, অর্ধমস্তক মুণ্ডন, বিরত নিশাভোজন[১] সহ
নানারূপ বিধি করিয়াছি পালন। ॥ ৮৮ ॥

কামনায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্নান সুগন্ধ প্রলেপ সহ
রত্নালঙ্কারে দেহকে করিয়াছি ভূষিত। ॥ ৮৯ ॥

অবশেষে দেহের স্বরূপ জানি, সব ছাড়ি, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিতা
অনাগারিক হইয়া কামরাগ করিয়াছি নির্মূল। ॥ ৯০ ॥

বাসনা আমার ছিন্ন হইয়াছে, জন্মচক্র হইয়াছে ক্ষয়
চিত্ত হইয়াছে বন্ধনমুক্ত, চির শান্তিময়। ॥ ৯১ ॥

॥ নন্দুত্তরা ॥

ভিক্ষুণী নন্দুত্তরা ছিলেন কুরুরাজ্যের কম্মসধম্ম নগরের এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। ইনি প্রথমে নির্গ্রন্থদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে ধর্মদর্শন নিয়ে বিতর্কে ভিক্ষু মহামৌদ্গল্যায়নের কাছে নতি স্বীকার করে নির্গ্রন্থদের ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুণী হন। ইনি বাগ্মী হিসাবে খ্যাতা ছিলেন। এই শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন। বেদের কিছু ধারণা ও পরবর্তীকালের কিছু ব্রতের উল্লেখ রয়েছে এই গাথায়।

শ্রদ্ধায় প্রব্রজিতা অনাগারিক[২] হইয়াও উৎসুক ভক্তের দান
সাদরে গ্রহণ করিতে পথে পথে বিচরণ করিয়াছি। ॥ ৯২ ॥

---

১ এই রীতি বুদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যেও প্রবর্তন করেছেন।

২ গৃহহীন, সংসারহীন।

পরমার্থ হেলায় হীনার্থ অবলম্বনে অনাচার আসক্তিতে
প্রব্রজ্যার মহান উদ্দেশ্য ভ্রষ্টা হইয়াছি। ॥ ৯৩ ॥

নিজের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া
বুঝিলাম দুঃখিত মনে, বিপথগামী হইয়াছি তৃষ্ণার বশে। ॥ ৯৪ ॥

আয়ু আমার পূর্ণ এখন, আসন্ন বার্ধক্য ব্যাধিতে প্রাণবায়ু
হইবে শেষ,
তাই তাহার পূর্বে পরিত্রাণ লাভ করিতেই হইবে। ॥ ৯৫ ॥

স্কন্ধসমূহের উদয় ও বিনাশের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া
যথার্থ বুদ্ধবচনে মুক্তচিত্তে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। ॥ ৯৬ ॥

॥ মিত্রকালী ॥

ভিক্ষুণী কালী বা মিত্রকালীও ছিলেন কুরুরাজ্যের কম্মসধম্ম নগরের এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। ইনি পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

ভক্তের দেয়া দানের প্রতি আসক্তিকে 'হীনার্থ' কাজ বলা হয়েছে। এই রূপ দানের প্রতি আসক্তিকে 'অনাচার'ও বলা হয়েছে। দানের প্রতি লোভে প্রব্রজিতরা প্রব্রজ্যার মহান উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়। এই আসক্তি ত্যাগ করে পুনর্জীবন লাভের কথা বলা হয়েছে এই গাথায়। এটা সম্পূর্ণ হীনযানী আদর্শ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। নিঃসন্দেহে 'থেরীগাথা' হীনযানী ভিক্ষুণীদেরই রচনা।

গৃহবাস কালে এক ভিক্ষুর নিকট ধর্মোপদেশ শুনিয়া
অক্ষয় নির্মল নির্বাণ মার্গের পাইলাম সন্ধান। ॥ ৯৭ ॥

তাই ঘর-সংসার, ধনরত্ন, পুত্রকন্যা ছাড়িয়া
মস্তক মুণ্ডন করতঃ করিলাম প্রব্রজ্যা গ্রহণ। ॥ ৯৮ ॥

শিক্ষার্থিনী হইয়া শান্তিকামী উচ্চতর মার্গের আশায়
রাগ দ্বেষাদি সকল আসব করিয়াছি ক্ষয়। ॥ ৯৯ ॥

পাইয়াছি আবার অতীত জন্মের স্মৃতি ভিক্ষুণী ব্রতে
বিশুদ্ধ নির্মল দিব্যদৃষ্টি করিয়াছি লাভ। ॥ ১০০ ॥

সংস্কার হেতুজাত ও অনিত্য জানি
সকল আসব ক্ষয়ে শান্তিময় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি। ॥ ১০১ ॥

॥ সকুলা ॥

ভিক্ষুণী সকুলা ছিলেন শ্রাবস্তির এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। ইনি বুদ্ধের জেতবন দান গ্রহণের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকুলা পরে ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো উনি আবৃত্তি করেন।

রূপস্কন্ধের এই সমষ্টিতে[১] দশ সন্তানের জন্ম দিয়াছি।
পরে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া এক ভিক্ষুণীর কাছে উপস্থিত হইলাম।
॥ ১০২ ॥

তাঁহার নিকট স্কন্ধ আয়তন ধাতু সমূহের শিক্ষায়,
ধর্মোপদেশ শুনিয়া মস্তক মুণ্ডিত করিয়া প্রব্রজ্যা লইলাম।
॥ ১০৩ ॥

তাঁহার শিক্ষায় নির্মল দিব্যদৃষ্টি পাইলাম;
অতীত জন্মের স্মৃতিও আর অজ্ঞাত রহিল না। ॥ ১০৪ ॥

একাগ্র সমাধিস্থ চিত্তে অনিমিত্তের ভাবনায়,
অনাসক্ত মুক্তমনে নির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছি। ॥ ১০৫ ॥

পঞ্চস্কন্ধের মিলনের কারণ সম্যক জানিয়া, উহাকে ছিন্নমূল করিয়া
অটল অচল হইয়াছি।
আর আমার পুনর্জন্ম নাই। ॥ ১০৬ ॥

॥ সোনা ॥

ভিক্ষুণী সোনা দশ পুত্রকন্যার মা হয়ে 'বহুপুত্রিকা' নামে খ্যাতা ছিলেন। ইনি ছিলেন শ্রাবস্তির এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। স্বামী সংসার ত্যাগ করলে ইনি সমস্ত ধন সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। নিজের জন্যে কিছুই তিনি রাখলেন না। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে পুত্র ও পুত্রবধূরা ওনাকে অসম্মান করতে শুরু করেন। ইনি তখন সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

---

১ রূপস্কন্ধের সমষ্টি অর্থে দেহকে বোঝায়।

এক বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি কেশহীন ধূলামলিন হইয়া করিতাম বিচরণ ;
বর্জনীয় সকল কিছু গ্রহণ করিয়া অবর্জনীয় সকল কিছু করিতাম
বর্জন। ॥ ১০৭ ॥

গৃধ্রকূট পর্বতে দিনের বিশ্রাম শেষে ভিক্ষুসঙ্ঘ বরেণ্য বুদ্ধকে
দেখিলাম।
নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বন্দনা করিলাম। ॥ ১০৮ ॥

'এসো ভদ্রে' বলিয়া বুদ্ধ কাছে ডাকিয়া
দিলেন আমাকে দীক্ষা। ॥ ১০৯ ॥

অতঃপর পঞ্চাশ বৎসর অঙ্গ, মগধ, বজ্জী, কাশী ও কোশল ঘুরিয়াছি।
অঋণী[১] ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়াছি। ॥ ১১০ ॥

যে বিজ্ঞ ধার্মিক উপাসক ভদ্রাকে চীবর দান করিয়াছেন,
তাঁহার বহুল পুণ্য উৎপন্ন হইয়াছে, ভদ্রা সকল বন্ধন মুক্তা। ॥ ১১১ ॥

॥ ভদ্রা ॥

ভিক্ষুণী ভদ্রা ( কুণ্ডল কেশা ) ছিলেন রাজগৃহের এক ধনী বণিকের মেয়ে। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন। পূর্বে তিনি নির্গ্রন্থিদের দলে ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হন। শেষ শ্লোকে ভদ্রাকে চীবর দান করে মহাপুণ্যলাভের কথা বলা হয়েছে। এটা মহাযানী আদর্শ, পরে এখানে যোগ করা হয়েছে।

লাঙ্গলে জমি চাষ করিয়া বীজ বপনে মানুষ
পুত্র-পরিবার প্রতিপালন করে ও ধন প্রাপ্ত হয়। ॥ ১১২ ॥

শাস্তার উপদেশ পালনে তৎপর ও নিরহঙ্কারি হইয়া শীল সম্পন্না
আমি, কেন তবে নির্বাণ প্রাপ্ত হইব না[২] ? ॥ ১১৩ ॥

---

১ ঘরে ঘরে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা ঋণের পর্যায়ে পড়ে না।

২ চাষা চাষের নিয়ম মেনে ধন লাভ করে। সেইরূপ ভিক্ষুণীও বুদ্ধের উপদেশ মেনে শীল পালন করলে পরমমুক্তি লাভ করবে। এই পরম মুক্তি পাওয়া ধন প্রাপ্তির তুল্য বলা হয়েছে।

একদিন পা ধোয়া জল ফেলিয়া দেখি
পাদোদক ভূমিতে পড়িয়া নিম্নগামী[1] হইয়াছে,
তাহা দেখিয়া ভদ্র সুশিক্ষিত অশ্বসম চিত্তকে শান্ত করিলাম।
॥ ১১৪ ॥

অতঃপর প্রদীপ লইয়া বিহারে প্রবেশ করি।
নিজ প্রকোষ্ঠ আলোকিত করিয়া মাচার উপর বসিলাম। ॥ ১১৫ ॥

( তারপর ) সূচ দিয়া প্রদীপের সলিতা আকর্ষণ করিতেই হঠাৎ
তাহা নিভিয়া গেল।
প্রদীপের এই নির্ব্বাণ উপলব্ধি করিয়া চিত্তও আমার হইল মুক্ত।
॥ ১১৬ ॥

॥ পটাচারা ॥

এটা গাথার শেষ শ্লোকে ভিক্ষুণী পটাচারা সহজ সরল কথায় 'নির্ব্বাণ' বুঝিয়েছেন।

মুষলে ধান কুটিয়া মানুষ পুত্রপরিবার প্রতিপালন করে,
আবার ধনও প্রাপ্ত হয়। ॥ ১১৭ ॥

তোমরাও সকলে বুদ্ধশাসনে* সচেষ্ট হও, ইহাতে অনুতপ্ত হইবার
নয়।
পা ধুইয়া শীঘ্র একাকি ধ্যানে বসিয়া চিত্তকে শান্ত কর।
বুদ্ধশাসনে নিযুক্ত হও। ॥ ১১৮ ॥

---

১ জল মাটিতে পড়ে নিম্নগামী হয়। কখনো সেটা কিছুদূরে গড়িয়ে যায়। কখনো অল্পদূরে গড়িয়ে যায়। আবার কখনো আরও দূরে গড়িয়ে যায়। জীবের আয়ুও তাই। কেউ ক্ষীণজীবী, কেউ তার চেয়ে বেশী দিন বাঁচে, আবার কেউ দীর্ঘদিন বাঁচে।

* বুদ্ধের ধর্মদর্শনে জ্ঞান লাভ করা ধনপ্রাপ্তির সমতুল্য বলা হয়েছে। চাষা যেমন শ্রমের দ্বারা ধন লাভ করে, সেইরূপ ভিক্ষুণীরাও সচেষ্ট হলে ধর্মজ্ঞান স্বরূপ ধন প্রাপ্ত হবে।

পটাচারার উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুণীরা পা ধুইয়া একাকি ধ্যানে বসিল,
চিত্তকে শান্ত করিয়া বুদ্ধশাসনে নিযুক্ত হইল। ॥ ১১৯ ॥

রাত্রির প্রথম যামে তাহাদের পূর্বজন্মের জ্ঞান হইল।
রাত্রির মধ্য যামে তাহারা দিব্যদৃষ্টি পাইল।
রাত্রির শেষ যামে তাহাদের অবিদ্যার অন্ধকার দূর হইল। ॥ ১২০ ॥

অতঃপর আসন ছেড়ে ভিক্ষুণীরা পটাচারার পাদবন্দনা করে বললেন, 'আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে'।

'ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোকের অধিপতি, সংগ্রামে অজেয় ইন্দ্রসম আপনি বরেণ্য।
আমরা ত্রিবিদ্যা অর্জন করিয়াছি ও আসবহীন হইয়াছি। ॥ ১২১ ॥

॥ পটাচারার দীক্ষিত ভিক্ষুণীরা ॥

ভিক্ষুণী পটাচারার দীক্ষিত ভিক্ষুণীদের প্রতি পটাচারার উপদেশ রয়েছে এই গাথায়। শেষ শ্লোকের প্রথম লাইনটি প্রক্ষিপ্ত।

ছিন্ন বসনা নিরন্না দুর্দর্শা মলিন আমি,
স্বামীহারা সন্তানহীনা জ্ঞাতি মিত্র হারা। ॥ ১২২ ॥

যষ্টি হস্তে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছি ভিক্ষায়;
রৌদ্রতপ্ত, শীতার্ত ছিলাম দীর্ঘ সাতটি বৎসর। ॥ ১২৩ ॥

তারপর এক ভিক্ষুণীর দেখা পাইলাম।
সাদরে তিনি পান ভোজনে আমাকে তৃপ্ত করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা লইতে বলিলেন। ॥ ১২৪ ॥

পটাচারা তিনি যিনি কৃপা করিয়া প্রব্রজ্যা দিলেন।
ধর্মোপদেশ দিয়া আমাকে পরমার্থে নিয়োগ করিলেন। ॥ ১২৫ ॥

তাঁর অমোঘ উপদেশ শুনিয়া ও পালন করিয়া,
ত্রিবিদ্যা সিদ্ধা আমি, আসবহীনা। ॥ ১২৬ ॥

॥ চন্দ্রা ॥

ভিক্ষুণী চন্দ্রা ছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে। সংক্রামক রোগে চন্দ্রার পিতামাতা জ্ঞাতিবর্গ সবাই মারা গেলে, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে, তিনি জীবন ধারণ করতেন। ভিক্ষুণী পটাচারা চন্দ্রাকে ভিক্ষুণী করেন। শ্লোকগুলো ভিক্ষুণী চন্দ্রা আবৃত্তি করেন।

পাঁচ শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## ছয় শ্লোকের গাথা

১০

'আসা-যাওয়ার পথ কেউ জানে না, কী কারণে আসা তাহাও জানে না
তবে কেন মিছে 'আমার সন্তান, আমার সন্তান' বলিয়া কাঁদিতেছ ?
॥ ১২৭ ॥

তাহার আসা-যাওয়ার পথ তোমার অজানা, ইহাই জীবের ধর্ম,
তাই মিছে করিও না অনুশোচনা। ॥ ১২৮ ॥

অযাচিত আসে অজানিত যায়, কতিপয় ক্ষণে বাস
কোথা হইতে আসে, কোথায় বা প্রস্থান ? ॥ ১২৯ ॥

এক পথে আসি অন্যপথে যায়, মানুষ রূপে আসি সেই রূপে
যায়, রূপান্তর হয় মৃত্যুর পরে।
তবে কেন মিছে এই কান্না তাহার তরে ?' ॥ ১৩০ ॥

অন্তরে বিদ্ধ দুঃখের শূল হইয়াছে উৎপাটিত,
দগ্ধকরা পুত্র শোক আর নাই। ॥ ১৩১ ॥

দাহ শেষে চিত্তকে শান্ত করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছি
মুনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের আমি শরণ লইয়াছি। ॥ ১৩২ ॥
॥ পটাচারার ভিক্ষুণী ॥

সন্তানহারা শোকাতুরা একটি মেয়েকে ভিক্ষুণী পটাচারা শান্ত করতে কিছু উপদেশ দেন। সেই কথা রয়েছে প্রথম চারটি শ্লোকে। পরে মেয়েটিকে পটাচারা ভিক্ষুণী করেন। শেষের শ্লোক দুটিতে সেই ভিক্ষুণীর বক্তব্য রয়েছে। পুরো গাথাটি সেই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

এই গাথার প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনটির সঙ্গে বুদ্ধের বাণীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তিতে আনন্দশ্রেষ্ঠীকে উপদেশ দিয়েছিলেন :—

'পুত্তা মে অত্থি, ধনং মে অত্থি, ইতি বালো বিহঞ্ঞতি।
অত্তা হি অত্তনো নত্থি, কুতো পুত্তো, কুতো ধনং' ॥
॥ ধম্মপদ : ৬২নং শ্লোক ॥

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ঃ—

'আমার পুত্র, আমার ধন, মূর্খরা এইরূপে চিন্তা করিয়া
যন্ত্রণা ভোগ করে।
যখন নিজেই নিজের নহে, তখন পুত্র বা ধন নিজের হইবে কিরূপে ?'

গীতায় ও পটাচারার উক্তির যথেষ্ট মিল রয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে ঃ

'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনা ন্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥'

॥ গীতা ঃ ২য় অধ্যায় ঃ ২৮নং শ্লোক ॥

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ঃ—

'জীবের জন্মের পূর্বের গতি অব্যক্ত
ব্যক্ত শুধু মধ্য অবস্থায়।
মৃত্যুর পরের গতিও অব্যক্ত,
তবে কিসের এই খেদ ॥'

পটাচারার উক্তি মহাভারতেও রয়েছে ঃ—

'আদর্শনাদা পতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
ন তে তব, ন তেষাং ত্বং, তত্র কা পরিদেবনা ॥'

॥ মহাভারত ঃ স্ত্রীপর্ব ॥

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ঃ—

'মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে,
আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়।
তাহারা আপনার নয়, আপনিও তাদের নয়
তবে কিসের খেদ ?' ॥

শতপুত্রের মৃত্যুতে শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত করিতে বিদুর এই কথা বলেন মহাভারতে।

[ পটাচারা যা বলেছেন সেটা এই দেশের প্রচলিত চিরন্তন সত্য। ]

২.

পুত্র শোকে উন্মাদিনী প্রায়, বিবসনা এলোকেশী হইয়া
পথিপার্শ্ব জঞ্জাল স্তূপে, শ্মশানে, কাতর আমি
ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাটাইয়াছি তিনটি বছর। ॥ ১৩৩-১৩৪ ॥

অবশেষে মিথিলা নগরে বুদ্ধের দর্শন পাইলাম
সেই সম্বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ যিনি অদমিতকে দমন করিয়াছেন অকুতোভয়ে
॥ ১৩৫ ॥

করি বন্দনা শান্ত চিত্তে উপবেশনে
গৌতম কৃপাবশে ধর্মশিক্ষা দিলেন। ॥ ১৩৬ ॥

উপদেশ শুনিয়া তাঁহার অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম।
শাস্তার বচন পালনে সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের অধিকারিণী হইলাম। ॥ ১৩৭ ॥

সকল শোক আমার বিনষ্ট, সমূলে উৎপাটিত।
শোকমুক্ত আমি, শোকের উৎস আমার আর অজ্ঞাত নয়। ॥ ১৩৮ ॥

[ ভিক্ষুণী বাশিষ্ঠী ছিলেন বৈশালীর এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি শোকে গৃহত্যাগ করেন। পরে বুদ্ধের উপদেশ শুনে বাশিষ্ঠী ভিক্ষুণী হন্। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন। ]

৩.

'তুমি রূপসী যুবতী, আমিও রূপবান যুবা।
এসো তবে ক্ষেমা পঞ্চাঙ্গিক বাদ্যের[১] সাথে
প্রমোদে মনপ্রাণ ঢালি।' ॥ ১৩৯ ॥

'ঘৃণিত, ক্ষণভঙ্গুর, ব্যাধির আগার এই শরীর
তাহার কত না পীড়ন করিয়াছি ভোগ
উদ্যমহীন হইয়া তাই কামতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়াছি। ॥ ১৪০ ॥

কামতৃষ্ণা কঠিন শূলসম, স্কন্ধসমূহ কষাইয়ের ছুরি
তোমার কাছে যাহা কামরতি
আমার কাছে তাহা অরতি প্রদায়ী। ॥ ১৪১ ॥

অজ্ঞানের অন্ধকার ছিন্ন করিয়া
সকল ভোগতৃষ্ণা করিয়াছি জয়
হে পাপী, জানিয়া রাখ তোমার হইয়াছে পরাজয়। ॥ ১৪১ ॥

---

১ পঞ্চাঙ্গিক বাদ্য হলো, মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা ও বাঁশী। বুদ্ধের সময়ে এই বাদ্যগুলো ব্যবহৃত হতো।

মূর্খরা অজানা বিশুদ্ধতা প্রাপ্তির আশায়
নক্ষত্র[১] প্রণাম করে, বনে অগ্নির পরিচর্যা করে। ॥ ১৪৩ ॥

আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সম্বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধকে প্রণাম করি
শাস্তার অনুশাসন মানিয়া সর্বদুঃখ মুক্ত হইয়াছি। ॥ ১৪৪ ॥

॥ ক্ষেমা ॥

[ মগধের সম্রাট বিম্বিসারের স্ত্রী ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করে একসময় ভিক্ষুণী হন। এক যুবক ওঁনাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন। শ্লোকগুলো ভিক্ষুণী ক্ষেমা আবৃত্তি করেন। ]

৪০

সালংকারা সুবসনা পুষ্পচন্দনে শোভিতা হইয়া
পানাহার শেষে দাসীদের সাথে ঘর ছাড়িয়া
প্রমোদ কাননে আসিলাম। ॥ ১৪৩-১৪৬ ॥

সেইখানে প্রমোদে কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া
ঘরে ফিরিবার পথে সাকেতের অঞ্জন কাননে[২] একটি বিহার দেখিয়া
সেই বিহারে প্রবেশ করিলাম। ॥ ১৪৭ ॥

সেইখানে *জগজ্জ্যোতিকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে বসিলাম।
সেই চক্ষুষ্মান দয়া পরবশে ধর্মোপদেশ দিলেন। ॥ ১৪৮ ॥

মহর্ষির মহান সত্যবাণী শুনিয়া অন্তর আলোকিত হইল
মুহূর্তে সেই অমৃতপদ স্পর্শী ধর্মের অনুভব হইল আমার। ॥ ১৪৯ ॥

সদ্ধর্মের জ্ঞানলাভ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম
অমোঘ বুদ্ধবচনে আমি ত্রিবিদ্যা সিদ্ধা হইলাম। ॥ ১৫০ ॥

॥ সুজাতা ॥

---

১ বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের মানুষ নক্ষত্রপূজা, অগ্নিপূজা করে আসছে। বুদ্ধ বললেন এগুলো মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে না।

২ এই স্থান ও বিহার আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

* গৌতম বুদ্ধ।

[ এই সুজাতা ছিলেন সাকেত নগরের এক শ্রেষ্ঠীর মেয়ে। ইনি কিন্তু বুদ্ধকে অন্নপ্রদানকারি সেই সুজাতা নন। সেই সুজাতা ছিলেন উরুবিল্বের বাসিন্দা। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী সুজাতা আবৃত্তি করেন। ]

৫.

উচ্চ বংশজাত, ধন ঐশ্বর্যশালী, শ্রেষ্ঠী মজ্ঝার কন্যা আমি
রূপে গুণে বর্ণে ছিলাম অনন্যা। ॥ ১৫১ ॥

রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠীপুত্র সকলে আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া
পিতার নিকট দূত পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, 'অনুপমাকে আমায় দিন।
॥ ১৫২ ॥

আপনার কন্যার দেহভার তুলাদণ্ডে মাপিয়া
তাহার অষ্টগুণ স্বর্ণ ও রত্নাদি দিতে প্রস্তুত।' ॥ ১৫৩ ॥

কিন্তু আমি অদ্বিতীয় পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধকে দেখিয়া
তাঁহার পদবন্দনা করিয়া অদূরে বসিলাম। ॥ ১৫৪ ॥

সেই আসনেই আমি তৃতীয় সোপানে[১] পৌঁছিলাম
তারপর শির মুণ্ডন করিয়া অনাগারিক প্রব্রজ্যা লইলাম
আমার তৃষ্ণাক্ষয়ের অদ্য সপ্তম রজনী। ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

॥ অনোপমা ॥

[ ভিক্ষুণী অনোপমা ছিলেন সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠী মজ্ঝার মেয়ে। অসাধারণ রূপলাবণ্যের জন্য ওনাকে অনোপমা বা অনুপমা নামে ডাকা হতো। বুদ্ধের উপদেশ শুনে অনোপমা ভিক্ষুণী হয়ে যান। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন। ]

৬.

জীব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বুদ্ধ
আমার ও বহুজনের সকল দুঃখ মোচন করিয়াছেন। ॥ ১৫৭ ॥

---

১ অর্হত প্রাপ্তির শেষ সোপানে পৌঁছানো।

সকল দুঃখের কারণ যে তৃষ্ণা তাহা বুঝিয়া তৃষ্ণাকে প্রতিহত করিয়াছি
দুঃখকে নিবৃত্তিকারি আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ[১] ধরিয়াছি। ॥ ১৫৮ ॥

সঠিক পথ না জানিয়া, লক্ষ্যহীন হইয়া
পূর্বে মাতা, পিতা, মাতামহী, ভাই, পুত্র হইয়া জগত সংসারে
ঘুরিয়াছি। ॥ ১৫৯ ॥

এখন ভগবানকে সচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াছি এই আমার শেষ দেহধারণ
জন্মচক্র চূর্ণ হইয়াছে, আর আমার পুনর্জন্ম নাই। ॥ ১৬০ ॥

উদ্যমশীল, বীর্যবান, দৃঢ়চেতা, পরাক্রমশালী সকল শ্রাবকগণের প্রতি
যত্নবান হইও

*এই হইল বুদ্ধ-বন্দনা। ॥ ১৬১ ॥

বহুজনের মঙ্গলের জন্য যথার্থই মায়াদেবী গৌতমকে ধরায় আনিলেন
যিনি ব্যাধি-মরণ স্বরূপ দুঃখ স্কন্ধ দূর করিয়াছেন। ॥ ১৬২।

॥ প্রজাপতি গৌতমী ॥

[ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতি গৌতমী শ্লোকগুলো আবৃত্তি করেন। ভিক্ষুণীর নাম ছিল গৌতমী। কিন্তু যেহেতু তিনি 'মহাসন্তান' (বুদ্ধ) পালন করেছিলেন, তাই 'মহাপ্রজাপতি' অলঙ্কারটি ওঁনার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। মহা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, প্রজা অর্থাৎ সন্তান। শ্রেষ্ঠ সন্তানের পালক অর্থে 'মহাপ্রজাপতি'। তিনি সংসারিক জীবনে ছিলেন সিদ্ধার্থের মাসী। মা মায়াদেবীর মৃত্যুতে সিদ্ধার্থ এই মাসীর কাছে পালিত হন্। তাই সিদ্ধার্থের অপর নাম 'গৌতম'।]

---

২ আর্য অষ্টাঙ্গীগ মার্গ হলো, সম্মাদিট্ঠি (সম্যক দৃষ্টি), সম্মাসংকপপো (সম্যক সংকল্প), সম্মাবাচা (সম্যক বাক্য), সম্মাকম্মন্তো (সম্যক কর্ম), সম্মাআজীব (উত্তম বা পবিত্র জীবিকা), সম্মাবায়্যাম (সম্যক প্রচেষ্টা), সম্মাসতি (সম্যক স্মৃতি), মম্মাসমাধি (সম্যক ধ্যান)।

* এই শ্লোকটিতে ভিক্ষুদের সেবাই বুদ্ধকে বন্দনা স্বরূপ বলা হয়েছে। থেরীগাথায় ভিক্ষুদের সেবার কথা বলে গাথার মূল রসপ্রবাহকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। শ্লোকটি বেমানান।

৭.

হে গুপ্তা, সন্তানাদি ঐশ্বর্যের আশা ত্যাগ করিয়া
যে ঐশ্বর্যের জন্যে তুমি প্রব্রজ্যা লইয়াছ,
অনিষ্টকর মনোবৃত্তির বশীভূত না হইয়া তাহাতেই চিত্তকে স্থির কর।
॥ ১৬৩ ॥

*বঞ্চিত মানুষ মা'র-এর কবলে পড়িয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া জন্মচক্র
অনুসরণ করে, কিন্তু তোমার লক্ষ্য ভিন্ন
পঞ্চবাধা[১] অতিক্রম করিলে, হে ভিক্ষুণী, পুনরায় এই ভব সংসারে তুমি
আসিবে না। ॥ ১৬৪-১৬৬ ॥

রাগ মান অবিদ্যা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া
দুঃখের সমাপ্তি কর
পুনর্জন্মের সম্যকজ্ঞান লাভ করিয়া, জন্মচক্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, এই ধর্ম
উপলব্ধি করিয়া চিরস্থায়ী শান্তিতে বিরাজ কর। ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥
॥ গুপ্তা ॥

[ ভিক্ষুণী গুপ্তা ছিলেন শ্রাবস্তির এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। সংসার জীবনে বীতরাগ হয়ে তিনি ভিক্ষুণী হন। এই ভিক্ষুণীকে দেয়া বুদ্ধের উপদেশ শ্লোকগুলোতে রয়েছে। তিনি এই শ্লোকগুলো আবৃত্তি করেন। ]

৮.

মনে শান্তি না পাইয়া, হানিকর ভাবনাগুলি দমনে অসমর্থ হইয়া
চার কি পাঁচবার আমি বিহার পরিত্যাগ করিয়াছি। ॥ ১৬৯ ॥

পরে, ভিক্ষুণীর[২] কাছে উপস্থিত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলাম
তিনি আমাকে ধাতু ও আয়তন সম্বন্ধে ধর্মশিক্ষা দিলেন। ॥ ১৭০ ॥

---

* চঞ্চল চিত্ত দ্বারা বঞ্চিত মানুষ।

১ ভোগতৃষ্ণা, দ্বেষ, অহংকার, ব্রতাদির প্রতি অনুরাগ ও সংশয়। অর্হত্ব প্রাপ্ত না হলেও মানুষ এই পঞ্চবাধা অতিক্রম করলে পুনর্জন্ম রোধ করতে পারবে। বুদ্ধ এই বাণী ভিক্ষুণী গুপ্তাকে প্রদান করেছিলেন।

২ ভিক্ষুণী ক্ষেমার কথা বলা হয়েছে।

আর্যসত্য[1] ইন্দ্রিয়, বল[2], বোজ্ঝঙ্গ
পরমার্থদায়ী অষ্টাঙ্গীক মার্গ তিনি আমাকে বুঝাইলেন। ॥ ১৭১ ॥

তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ও অনুসরণ করিয়া
রাত্রির প্রথম যামে পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণে আসিল। ॥ ১৭২ ॥

রাত্রির মধ্যম যামে নির্মল দিব্যদৃষ্টি পাইলাম,
রাত্রির শেষ যামে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হইল। ॥ ১৭৩ ॥

দেহমন ভরিয়া উঠিল প্রীতিসুখে,
জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তম দিনে আমি আসন ছাড়িলাম। ॥ ১৭৪ ॥

॥ বিজয়া ॥

[ভিক্ষুণী বিজয়া ছিলেন রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে ও রাজমহিষী ক্ষেমার সহচরী। ভিক্ষুণী ক্ষেমার উপদেশে ইনি ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।]

ছয় শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

১ দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখের নিরোধের উপায় (আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ)।

২ শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

## সাত শ্লোকের গাথা

১.

'মুষলে ধান কুটিয়া মানুষ তাহার পুত্রপরিবার
প্রতিপালন করে ও ধন প্রাপ্ত হয়। ॥ ১৭৫ ॥

*বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ কর, এতে অনুতাপের কারণ নাই
পা ধুইয়া শীঘ্র একাকি ধ্যানে বসো। ॥ ১৭৬ ॥

একাগ্র শান্ত সমাহিত চিত্তে
অনাত্ম[১]সংস্কার সকল নিরীক্ষণ কর।' ॥ ১৭৭ ॥

পটাচারার মুখনিঃসৃত উপদেশ শুনিয়া ও মান্য করিয়া
পা ধুইয়া একাকি ধ্যানে বসিলাম। ॥ ১৭৮ ॥

রাত্রির প্রথম যামে পূর্বজন্মের জ্ঞান হইল
রাত্রির মধ্য যামে নির্মল দিব্যদৃষ্টি পাইলাম। ॥ ১৭৯ ॥

রাত্রির শেষ যামে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হইল
ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া বলিলাম, তোমার উপদেশ মান্য করিয়াছি।
॥ ১৮০ ॥

ত্রিংশতি[২] দেবতার নেতা অজেয় ইন্দ্রের ন্যায়,
তোমাকেও শ্রেষ্ঠ দেবীরূপে মান্য করিব
আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্তা, আসবহীনা। ॥ ১৮১ ॥

॥ উত্তরা ॥

---

* বুদ্ধের উপদেশ মান্য করলে ধনপ্রাপ্তির সমতুল্য জ্ঞান প্রাপ্ত হবে।

১ বৌদ্ধধর্ম 'আত্মা' বিশ্বাস করে না। অনিত্য, অনাত্মা ও নিরীশ্বরবাদ হচ্ছে বুদ্ধের ধর্মদর্শন।

২ মহাযানী মতবাদ এখানে ঢোকানো হয়েছে।

[ ভিক্ষুণী উত্তরা ছিলেন শ্রাবস্তির এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। ভিক্ষুণী পটাচারার উপদেশে তিনি ভিক্ষুণী হন। শ্লোকগুলো ভিক্ষুণী উত্তরা আবৃত্তি করেন। ]

২.

একাগ্রমনে ইন্দ্রিয় সকল দমন করিয়া, সকল সংস্কার উপশম করিয়া
সুখময় পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ॥ ১৮২ ॥

'কী কারণে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছ ?
কোন মুনিঋষিগণের দলভুক্ত যখন হওনি তুমি
হে মূর্খ *পাষাণী, তবে কী কারণে এই আচরণ তোমার ?' ॥১৮৩ ॥

'যাহারা মিথ্যা মার্গ ভুক্ত[১], সত্যদৃষ্টিহীন
না আছে তাহাদের ধর্ম, না আছে তাহাদের ধর্মতত্ত্বজ্ঞান। ॥ ১৮৪ ॥

অদ্বিতীয় পুরুষশ্রেষ্ঠ শাক্যকুলোদ্ভব বুদ্ধ
আমাকে মিথ্যা মার্গ অতিক্রমী সত্যধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। ॥ ১৮৫ ॥

এই ধর্মে দুঃখ সত্য মানি, চার আর্য সত্য আর
দুঃখ নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গীক মার্গ হইয়াছে প্রদর্শিত। ॥ ১৮৬ ॥

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ও মান্য করিয়া
ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি। ॥ ১৮৭ ॥

ভোগাসক্তি আমার বিনষ্ট হইয়াছে,
অজ্ঞানের অন্ধকার হইয়াছে দূর।
জেনে রাখ হে পাপী, তুমি পরাজিত হইয়াছ। ॥ ১৮৮ ॥

॥ চালা ॥

[ ভিক্ষুণী চালা ছিলেন মগদ রাজ্যের নালক গ্রামের ব্রাহ্মণী সুরূপ-সারীর মেয়ে। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্রের বোন ছিলেন এই ভিক্ষুণী।

---

* সংসার ত্যাগ করেছে বলে পাষাণী বলা হয়েছে।

১ মূল গ্রন্থে এইখানে 'পাষণ্ডা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ভিক্ষুণী চালা ও তাঁর অনান্য বোনেরা ( উপচালা ও শিশুপচালা ) সবাই সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। এই ভিক্ষুণীকে এক ব্যক্তি অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিল। সেটা ব্যক্ত করা হয়েছে গাথার দ্বিতীয় শ্লোকে। পরের শ্লোকগুলোয় ভিক্ষুণী চালার জবাব রয়েছে। ]

৩.

সত্যদ্রষ্টা ভিক্ষুণী আমি, ইন্দ্রিয়জ্ঞানী, স্মৃতিমান
সাধুজন সেবী পরমশান্তিপদ[১] আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ॥ ১৮৯ ॥

'কী কারণে তোমার জীবনে বিরাগ ?
কামরতিতে রত হও, নইলে পরে অনুতপ্ত হইবে'। ॥ ১৯০ ॥

'মৃত্যুই জীবনের পরিণাম
বন্ধনে, হস্তপদ ছেদনে উৎপন্ন কষ্ট দুঃখ আনে। ॥ ১৯১ ॥

শাক্যকুলে জাত[২] অজেয় সম্বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ
আমাকে এই জীবন অতিক্রমী ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন। ॥ ১৯২ ॥

দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখ অতিক্রমী
আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গে তিনি দুঃখের উপশম করিয়াছেন। ॥ ১৯৩ ॥

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ও মান্য করিয়া
ত্রিবিদ্যা সিদ্ধা হইয়াছি। ॥ ১৯৪ ॥

ভোগাসক্তি আমার বিনষ্ট হইয়াছে,
অজ্ঞানের অন্ধকার আর নাই
জেনে রাখ হে পাপী, তুমি পরাজিত'। ॥ ১৯৫ ॥

॥ উপচালা ॥

[ ভিক্ষুণী উপচালা ছিলেন ভিক্ষুণী চালার কনিষ্ঠ বোন। এই ভিক্ষুণীকে এক ব্যক্তি একবার প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল। সেটা দ্বিতীয় শ্লোকে রয়েছে। পরের শ্লোকগুলোয় রয়েছে ভিক্ষুণী উপচালার উত্তর। ]

সাত শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

১ অর্হত্ব প্রাপ্তি।

২ গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তুর শাক্যবংশের ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

## আট শ্লোকের গাথা

১.

শীলবতী সুসংযত-ইন্দ্রিয়া ভিক্ষুণী আমি
জীবনদায়িনী সুধাসম পরমশান্তিপদ লাভ করিয়াছি। ॥ ১৯৬ ॥

'তুষিত স্বর্গের যমলোকের ও *কামলোকের দেবতাসহ, ত্রয়স্ত্রিংশ
দেবতাদের কথা ভাবো
পূর্বে যে স্থানে সুখে বিরাজ করিয়াছ, সেই স্থানের কথা
স্মরণ কর'। ॥ ১৯৭ ॥

'তুষিত স্বর্গের যমলোকের ও কামলোকের দেবতাসহ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতারা
** কালের বশবর্তী হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া
জন্মের পর মৃত্যু, আর মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে পরিভ্রমণ করিতেছে।
॥ ১৯৮-১৯ ॥

আগুন লাগিয়াছে সারা বিশ্ব সংসারে
বিশ্ব সংসার আগুনে প্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, প্রকম্পিত। ॥ ২০০ ॥

নিষ্কম্প অদ্বিতীয় বিজ্ঞান সমাদৃত বুদ্ধের ধর্মশিক্ষায়,
সেই কারণে আমি নিয়োজিতা। ॥ ২০১ ॥

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ও মান্য করিয়া
ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়াছি। ॥ ২০২ ॥

---

* মূল গ্রন্থে 'নিম্মাণরতিনো দেবা' শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ তাঁর গ্রন্থ 'সাম্ অফ্ দি সিস্টারস্'-এ শব্দটির অনুবাদ করেছেন **'those higher deities who live where life yet flows by way of senses and of desire'.**

** কল্পিত দেবতাদের সমালোচনা করা হয়েছে এই শ্লোকে। হীনযানী ও মহাযানীদের দ্বন্দ্ব এখানে স্পষ্ট। সেই হিসাবে শ্লোকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভোগাসক্তি আমার বিনষ্ট হইয়াছে,
অজ্ঞানের অন্ধকার আর নাই
জেনে রাখ, পাপী, তুমি পরাজিত।' ॥ ২০৩ ॥

॥ শিশুপচালা ॥

[ ভিক্ষুণী শিশুপচালা ছিলেন ভিক্ষুণী চালার সর্ব কনিষ্ঠা বোন। এই ভিক্ষুণীকেও এক ব্যক্তি প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল। কল্পিত স্বর্গরাজ্য ও দেবতার কথা বলে, পূর্বাশ্রমের সুখের দিনগুলো মনে করিয়ে সেই ব্যক্তি ভিক্ষুণী শিশুপচালাকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয় শ্লোকে সেই কথা রয়েছে। পরের শ্লোকগুলোয় রয়েছে ভিক্ষুণীর উত্তর। গাথাটি ভিক্ষুণী শিশুপচালা আবৃত্তি করেন। অসংখ্য দেবতা, স্বর্গ-নরক, যমলোক, ইত্যাদি মহাযানীদের ভাবনা। বুদ্ধের দর্শনে ঐসব না থাকলেও পরে এগুলো ঢোকানো হয়েছে। শুদ্ধ হীনযানী বৌদ্ধশাস্ত্র আজ দুর্লভ। এই গাথায় এইসব মহাযানী ভাবাদর্শের সমালোচনা করা হয়েছে। ]

আট শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## নয় শ্লোকের গাথা

১.

'বৎস বন্ধ, এই জগতের মহারণ্যে[১] কখনো প্রবেশ করিবে না
বার বার দুঃখের ভার বহন করিবে না। ॥ ২০৪ ॥

যাহাদের সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, যাহারা শান্ত দমিত ও আসবহীন
তাহাদের সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ॥ ২০৫ ॥

বন্ধ, তুমিও দুঃখহরা ঋষিদের মান্য করা
দিব্যদৃষ্টিদায়ী মার্গ অনুসরণ কর'। ॥ ২০৬ ॥

'ওগো মা, তোমার বিশ্বস্ত মনের কথাই তুমি বলিলে
তোমার মন হইতে বিষ-অরণ্য[২] নির্মূল হইয়াছে মনে হয়।' ॥ ২০৭ ॥

'বন্ধ, উৎকৃষ্ট মধ্যম কিংবা হীন সংস্কারের
বিষ-অরণ্য বিন্দুমাত্র আমার মধ্যে নাই। ॥ ২০৮ ॥

সকল আসব আমার হইয়াছে ক্ষয়
নিরলস ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধের উপদেশে ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত
হইয়াছি।' ॥ ২০৯ ॥

মায়ের অংকুশের[৩] আঘাতে আমি জাগ্রত হইলাম
তাঁহার দয়ার দান, এই পরমার্থদায়ী উপদেশ গ্রহণ করিলাম। ॥ ২১০॥

তাঁহার উপদেশ বাণী মনে ঠাঁই দিয়া
পরম শান্তির আশায় ধর্মে মগ্ন হইলাম। ॥ ২১১ ॥

---

১ তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা, লোভ ইত্যাদিকে মহারণ্য বলা হয়েছে।

২ আসব অর্থাৎ কলুষ।

৩ তীক্ষ্ণ ফলার আঘাতে মাহুত যেমন হাতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করে, সেইরূপ আঘাতের কথা বলা হয়েছে।

দিবা-রাত্রি অতন্দ্র অক্লান্ত প্রয়াসে, মায়ের কথায়,
সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারী হইলাম। ॥ ২১২ ॥

॥ বন্ধ্যমাতা ॥

[ ভিক্ষুণী বন্ধ্যমাতা ছিলেন ভরুকচ্ছ নগরের ( বর্তমান ভরোচ ) এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। ইনি নিজের সন্তানকে প্রতিপালনের ভার অন্যের হাতে সঁপে নিজে ভিক্ষুণী হন। পরে সেই ছেলে 'বন্ধ' ভিক্ষু হয়। এই ভিক্ষুণী তাই 'বন্ধ্যমাতা' নামে খ্যাত ছিল। এই গাথায় মা ও ছেলের কথোপকথন রয়েছে। ]

নয় শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## একাদশ শ্লোকের গাথা

১.

সজ্জনের সঙ্গে মিত্রতাকে জ্ঞানীজন প্রশংসা করেন
সজ্জনের ভজনে নির্বোধও জ্ঞানী হয়। ॥ ২১৩ ॥

সাধুজনের ভজনে বাড়ে জ্ঞান
সাধুজনের ভজনে হয় দুঃখমোচন। ॥ ২১৪ ॥

দুঃখ ও দুঃখের উৎপত্তির স্বরূপ জানো
চতুরার্য সত্য ও দুঃখ নিরোধক অষ্টাঙ্গীক মার্গ প্রাপ্ত হও। ॥ ২১৫ ॥

নারী জন্ম দুঃখের তাই শাস্তার বচন,
দুঃখ সপত্নী সহবাসে, দুঃখ সন্তান প্রসবে। ॥ ২১৬ ॥

কেউ মরে কণ্ঠচ্ছেদে, কোন তন্বী মরে বিষপানে
মায়ের গর্ভে জাত প্রাণহানী ভ্রূণ উভয়ের বিনাশ করে। ॥ ২১৭ ॥

*প্রসব কারণে ঘরে ফিরবার পথে হয় পতির মরণ
ঘরে আর ফিরিতে পারিনি প্রসবের কালে। ॥ ২১৮ ॥

পথে দুই পুত্র ও পতির মৃত্যু দেখিলাম আমি কলঙ্কিণী নারী
পিতামাতা ভাইকে একই চিতায় জ্বলিতে দেখলাম। ॥ ২১৯ ॥

হে কুলহীনা ভাগ্যহীনা! সীমাহীন দুঃখ তুমি পাইয়াছ
বহু সহস্র জন্ম তুমি অশ্রুমোচন করিয়াছ। ॥ ২২০ ॥

শ্মশানে প্রবেশ করিয়া নিজ পুত্রের শব বন্যপশুর খাদ্য হইতে দেখিয়াছি
কুলকণ্টক সর্বহারা পতিহারা আমি, তবু মরণ আসে নাই
আমার। ॥ ২২১ ॥

এখন আমি অমৃতদায়ী অষ্টাঙ্গীক মার্গের ভাবনায় রত
ধর্মের মুকুরে প্রতিবিম্বিত নির্বাণের প্রতিক্ষায় রহিয়াছি। ॥ ২২২ ॥

---

* শ্লোকগুলো এখানে বেমানান। সবটাই পটাচারার কাহিনী।

অনাসক্তা নারী আমি ভারমুক্তা এখন
সকল কর্ম হইয়াছে শেষ, চিত্ত হইয়াছে পূর্ণমুক্ত
এই কথা বলি আমি কিশাগোতমী থেরী। ॥ ২২৩ ॥

॥ কিশাগোতমী ॥

[ এই গাথায় ভিক্ষুণী পটাচারার জীবন কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে, ভিক্ষুণী কিশাগোতমীর নয়। খুব সম্ভবত গ্রন্থনার ভুল পটাচারার জীবনের ঘটনা কিশাগোতমীর গাথায় ঢুকে গেছে। কিশাগোতমীর জীবন কাহিনী ভিন্ন। সেটা এই গাথায় নেই। কিশাগোতমীর এই গাথার কয়েকটি শ্লোকের পরিবর্তে ভিন্ন গাথার কয়েকটি শ্লোক এই গাথায় ঢুকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আসল গাথাটি ভিক্ষুণী কিশাগোতমী আবৃত্তি করেন। ]

একাদশ শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## দ্বাদশ শ্লোকের গাথা

১.

আমরা উভয়ে, মা ও মেয়েতে, একই পুরুষের পত্নী ছিলাম
অদ্ভুত লোমহর্ষক সম্ভোগ লালসা ছিল আমার। ॥ ২২৪ ॥

ধিক্ অশুচি দূষিত কণ্টকময় দেহের লালসা
ধিক্ মা ও মেয়ে দুজনের সপত্নী হওয়া। ॥ ২২৫ ॥

কামে বিপত্তি দেখিয়া নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করিলাম
রাজগৃহে আসি অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম। ॥ ২২৬ ॥

পূর্বজন্মের স্মৃতি ও নির্মল দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি
পরচিত্তজ্ঞান ও নির্মল শ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ॥ ২২৩ ॥

আসব ক্ষয় করিয়া ঋদ্ধি লাভ করিয়াছি
বুদ্ধের অনুশাসন মান্য করিয়া ষড়ভিজ্ঞায় পারদর্শিনী
হইয়াছি। ॥ ২২৮ ॥

ঋদ্ধিতে[১] সৃষ্ট চারি অশ্বের রথে আসিয়া[২]
দেবতুল্য লোকনাথ বুদ্ধের পদ বন্দনা করিলাম। ॥ ২২৯ ॥

'পুষ্পিত তরুকুঞ্জে, বৃক্ষ তলে, তুমি একাকিনী দাঁড়িয়ে
মূর্খ, তুমি কি ধূর্তের ভয়ে ভীত নও?' ॥ ২৩০ ॥

'শত সহস্র ধূর্তের সমাগমেও ভয়ে যার কেশাগ্র কম্পিত নয়
হে মা'র, তুমি একা তাহার কী করবে?' ॥ ২৩১ ॥

'এক্ষণ অন্তর্ধান হইয়া তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারি,
তোমার ভ্রূর মধ্যে আমার এই অবস্থান তুমি দেখিতে
পাইতেছ না।' ॥ ২৩২ ॥

---

১ ইন্দ্রজাল। ধ্যানে প্রাপ্ত বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা।

২ শ্রাবস্তির জেতবন বিহারে গিয়ে।

'চিত্ত আমার বশীভূত ঋদ্ধিপদে প্রতিষ্ঠিত
বুদ্ধের অনুশাসনে ষড়ভিজ্ঞা আমি। ॥ ২৩৩ ॥

কঠিন শূলসম কামস্কন্ধের ছুরি আমাকে বিদ্ধ করে
তোমার যা রতিসুখ আমার তা বিরূপভাব প্রদায়ী। ॥ ২৩৪ ॥

আমার ভোগতৃষ্ণা সকল বিনষ্ট হইয়াছে
অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত,
জেনো পাপী, তুমি পরাভূত।' ॥ ২৩৬ ॥

॥ উৎপলাবর্ণা ॥

[ ভিক্ষুণী উৎপলাবর্ণা পূর্বাশ্রমে একসময় নিজের মেয়ের সতীন ছিলেন। সেই প্রেমিক পরে ভিক্ষু হয়ে 'গঙ্গাতীরিয় স্থবির' নামে খ্যাত হয়। উৎপলাবর্ণাও ভিক্ষুণী হন। এই ভিক্ষুণী ছিলেন অলৌকিক শক্তি সম্পন্না। নানা বিষয়ের অবতারণায় কবিতাটি কেমন যেন খাপছাড়া। তৎকালে নারীর একলা বিচরণ করাটা বিপদসংকুল ছিল মনে হয়। গাথার সপ্তম শ্লোকে তার আভাস রয়েছে। অন্যান্য গাথায়ও এইরূপ আভাস রয়েছে। ভিক্ষুণী উৎপলাবর্ণা এই গাথাটি আবৃত্তি করেন। ]

দ্বাদশ শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## ষোড়শ শ্লোকের গাথা

১.

'আমি জলাহ'তা[১] নারী
দণ্ড ভয়ে, ক্রুদ্ধবচন ভয়ে, শীতকালেও সর্বদা নদী জলে নামি। ॥২৩৬॥

কী ভয়ে তুমি ব্রাহ্মণ, বেদবাক্য মানি সর্বদা নদী জলে নামিয়া
সূচিভেদ্য দুরন্ত শীতে কাঁপিতেছ ?' ॥ ২৩৭ ॥

'হে পুন্নিকা, সকল জানিয়া কেন মিছে জিজ্ঞাসা করিতেছ ?
পাপকর্মের ফল নিবারিতে এই কুশলকর্ম করি। ॥ ২৩৮ ॥

যৌবনে বা বৃদ্ধ বয়সে যে পাপ কর্ম করে
নদী জল-স্নানে সে সেই পাপ মুক্ত হয়।' ॥ ২৩৯ ॥

'কে দিয়াছে এই বিধান, এ যে মূর্খকে মূর্খের উপদেশ দান
নদী জল-স্নানে নামে মাত্র পাপ কর্মের শুদ্ধি। ॥ ২৪০ ॥

নইলে নিশ্চয়ই নদীর সকল ভেক কচ্ছপ শুশুক ও অন্যসকল
জলচর প্রাণীর স্বর্গলাভ হইবে ? ॥ ২৪১ ॥

তবে নিশ্চয়ই কসাই, ধীবর, ব্যাধ, চোর, খুনী ও অন্যসকল
পাপকর্মকারী নদী জল-স্নানে পাপমুক্ত হইবে ? ॥ ২৪২ ॥

যদি এই নদী পূর্বের সকল পাপ লইয়া যায় ধুয়ে
তবে পূর্বের পুণ্যও নিশ্চয়ই লইয়া যাবে ধুয়ে ?
তবে তুমি সর্বহারা হবে। ॥ ২৪৩ ॥

যে ভয়ে ব্রাহ্মণ তুমি সর্বদা নদী জল-স্নানে নামিতেছ
সেই ভ্রম দূর করি শীতে ত্বকের হানি করো না।' ॥ ২৪৪ ॥

'কুমার্গে থাকিয়া পূর্বে তাকেই শ্রেষ্ঠ মার্গের তুল্য ভাবিয়াছি।
এখন নদী জলে শুদ্ধিস্নান পরিত্যাগ করি এই স্নানবস্ত্র তোমাকে
দিলাম।' ॥ ২৪৫ ॥

---

১ জল আহরণকারী দাসী অর্থাৎ কুম্ভদাসী।

'স্নান বস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই, এই বস্ত্র তুমিই রাখ।
যদি দুঃখকে কর ভয়, যদি দুঃখ অপ্রিয় হয়,
তবে পূর্বে ইচ্ছা থাকিলেও, প্রকাশ্যে বা গোপনে, পাপকর্ম
করবে না। ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥

দুঃখ থেকে নাই পরিত্রাণ, পলায়নেও দুঃখ ধাবমান হয়।
যদি দুঃখকে ভয় কর, যদি দুঃখ অপ্রিয় হয়
তবে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ[১]কে শরণ নিয়া শীল পালন কর,
মঙ্গল হবে।' ॥ ২৪৮-২৪৯ ॥

'বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ'-এ আমি শরণ নিব
মঙ্গল প্রসূত শীল পালন করিব। ॥ ২৫০ ॥

পূর্বে আমি ব্রহ্মবন্ধু ছিলাম, আজ আমি সঠিক ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞ
ত্রিবিদ্যায়, স্নাতক আমি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ। ॥ ২৫১ ॥

॥ পুন্নিকা ॥

[ ভিক্ষুণী পুন্নিকা পূর্বাশ্রমে শ্রাবস্তির শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডের ক্রীতদাসী ছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠীর ঘরে এক ক্রীতদাসের মেয়ে হয়ে পুন্নিকার জন্ম হয়। তাঁর কাজ ছিল দিনরাত সকল ঋতুতে নদী, পুষ্করিণী থেকে জল আহরণ করা। পরে শ্রেষ্ঠী পুন্নিকাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে তিনি ভিক্ষুণী হন। গাথাটি ভিক্ষুণী পুন্নিকা আবৃত্তি করেছিলেন। বেদের নামে মূর্খ ব্রাহ্মণদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এখানে বলা হয়েছে। 'প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ' বলতে বুদ্ধ কী বলেছেন তার উল্লেখ আছে ধম্মপদ-এর 'ব্রাহ্মণ বগ্গ'-এ। বুদ্ধ যে বেদ নিন্দুক ছিলেন না সেটা বোঝা যায় এই গাথার শেষ শ্লোকে। ভিক্ষুণী পুন্নিকা এই গাথায় বুদ্ধের উপদেশই ব্যক্ত করেছেন। গাথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ষোড়শ শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

১ বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্ন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, খৃষ্টধর্মেও ত্রিরত্ন আছে।

## ঊনবিংশতি শ্লোকের গাথা

১.

কাল ভ্রমরবর্ণসদৃশ্য কুঞ্চিতাগ্র কেশ ছিল আমার
জরায় তাহা শণ গাছের ছালের ন্যায় হইয়াছে এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের[১] বচন। ॥ ২৫২ ॥

পুষ্পে ভূষিত সুবাসিত কেশদাম মধুর সুরভি ছড়াইতো
জরায় তাহা শশকগন্ধি হইয়াছে এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৩ ॥

সুবিন্যস্ত কেশদাম ছিল যেন সুরোপিত নিবিড় কানন
জরায় তাহা হইয়াছে বিরল, আলুলায়িত এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৪ ॥

স্বর্ণ অলংকারে ভূষিত উজ্জ্বল কৃষ্ণ বেণীবন্ধ আন্দোলিত হইতো
জরায় তাহা শির হইতে স্খলিত এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৫ ॥

ভ্রূ যুগল ছিল যেন চিত্রকরের অঙ্কিত
জরায় তাহা হইয়াছে বলিবিশিষ্ট, প্রলম্বিত এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৬ ॥

আমার আয়ত চক্ষুদ্বয় ছিল উজ্জ্বল ঘননীল রত্নসম
জরায় তাহা হইয়াছে শোভাহীন, দীপ্তিহীন এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৭ ॥

কোমল সুদীর্ঘ নাসিকা আমার ছিল নবযৌবনের দৃপ্ত নিদর্শন
জরায় তাহা হইয়াছে শুষ্ক, কুঞ্চিত এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৮ ॥

---

১ বুদ্ধ ও অন্যান্য জ্ঞানীদের বলা অনিত্যতার কথা।

সুনিপুণ সুগঠিত কঙ্কণসম ছিল আমার কর্ণদ্বয়
জরায় তাহা হইয়াছে বলিবিশিষ্ট, প্রলম্বিত এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৫৯ ॥

কদলীমুকুল বর্ণের দন্তরাজির ছিল শোভা
জরায় তাহা হইয়াছে ভগ্ন, পীতবর্ণ এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬০ ॥

সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছিল আমার, যেন বনচারিণী কোকিলের মধুর কূজন
জরায় তাহা হইয়াছে ভঙ্গ, কর্কশ এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬১ ॥

শঙ্খসম গ্রীবাদেশ ছিল মার্জিত সুচিক্কণ
জরায় তাহা হইয়াছে ভগ্ন, বিনষ্ট এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬২ ॥

সুগোল দুই বাহুর ছিল সুগঠন
জরায় তাহা হইয়াছে বিশুষ্ক বৃক্ষশাখাসম এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৩ ॥

কোমল হস্তদ্বয়ে শোভিত অঙ্গুরীয় সুবর্ণভূষণ
জরায় হইয়াছে গ্রন্থিময় সেই হস্তদ্বয় এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৪ ॥

সুডৌল পীনোন্নত স্তনযুগল ছিল কামনার ধন
জরায় হইয়াছে শুষ্ক চর্মথলি, প্রলম্বন এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৫ ॥

সুবর্ণ শস্যবর্ণের ছিল দেহ, মার্জিত শোভন
জরায় আসিয়াছে তায় সূক্ষ্ম বলির আচ্ছাদন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৬ ॥

করীহস্তসম ছিল উরুর গঠন মম
জরায় তাহা হইয়াছে বেণুনলসম এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৭ ॥

স্বর্ণ নূপুরে শোভিত ছিল সুচারু জঙ্ঘন মম
জরায় তাহা হইয়াছে বিশুষ্ক তিলদণ্ডকসম এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৮ ॥

তুলাপূর্ণ অনুভব হইতো আমার কোমল চরণ
জরায় তাহা হইয়াছে শুষ্ক বলি আচ্ছাদিত এখন
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৬৯ ॥

এই দেহ ছিল আনন্দবর্ধক সবাকার
জরায় এখন তাহা জর্জরিত দুঃখের আধার
এই জীর্ণ ঘরের প্রলেপ হইতেছে স্খলিত অনুক্ষণ
অন্যথা হয় না সত্যবাদীদের বচন। ॥ ২৭০ ॥

॥ আম্রপালী ॥

[ ভিক্ষুণী আম্রপালী জরায় দৈহিক রূপলাবণ্যের জীর্ণতা প্রাপ্তির কথা কবিতায় উল্লেখ করে বুদ্ধের 'অনিত্যবাদ' সহজ সরলভাবে বুঝিয়েছেন। গাথাটি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন। ]

উনবিংশতি শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## বিংশতি শ্লোকের গাথা

১.

'তোমার মুখে সকল সময় শ্রমণ কথাটি শুনি
ঘুম ভাঙিয়ে তুমি শোনাও তাদের যশ কীর্তনই
তুমি কী হইবে শ্রমণী ? ॥ ২৭১ ॥

তুমি তাহাদের বিপুল খাদ্য পানীয় কর বিতরণ
বল রোহিণী, তাহারা তোমার কেন এত প্রিয়জন ? ॥ ১৭২ ॥

তাহারা অলস পরান্নভোজী শ্রমবিমুখ মানুষজন
লোভী, ভোজন বিলাসী, তাহারা কেন হইবে তোমার প্রিয়জন ?'
॥ ২৭৩ ॥

'পিতা, বহুবার আপনি শ্রমণদের কথা জানিতে চাহিয়াছেন
তাহাদের কথা এইবার আপনাকে বলিব
তাহাদের কর্মদক্ষতা, প্রজ্ঞা ও সদাচার সম্বন্ধে বলিব। ॥ ২৭৪ ॥

তাহারা শ্রমশীল, অনলস, শ্রেষ্ঠ কর্মী ও সজ্জন
তৃষ্ণাহীন লোভদ্বেষহীন, তাই তাহারা আমার প্রিয়জন। ॥ ২৭৫ ॥

ত্রিবিধ পাপের মূলচ্ছেদে বিশুদ্ধ তাহাদের দেহমন
সর্ব অকুশল পরিহারকারী, তাই তাহারা আমার প্রিয়জন। ॥ ২৭৬ ॥

কায় মন বাক্যে কৃত সকল কর্মে তাহারা বিশুদ্ধ অম্লান
তাই তাহাদের আমি প্রিয়জন করি জ্ঞান। ॥ ২৭৭ ॥

শুভ্র নির্মল তাহাদের অন্তর বাহির শঙ্খমুক্তার মতো
তাহাদের আছে সর্বোত্তম ধন[১], তাই তাহারা আমার প্রিয়জন। ॥ ২৭৮ ॥

---

১ সর্বশ্রেষ্ঠ গুণসকল।

তাহারা বহুশ্রুত আর্য ধর্মধর, ধর্মই তাহাদের জীবিকা জীবন
তাহারা ধর্মজ্ঞান করে বিতরণ, তাই তাহারা আমার প্রিয়জন।
॥ ২৭৯ ॥

বহুশ্রুত আর্য ধর্মধর, ধর্মই তাহাদের জীবিকা জীবন
একাগ্রচিত্ত নিষ্ঠাবান, তাই তাহাদের প্রিয়জন করি জ্ঞান। ॥ ২৮০ ॥

দূর দূরান্ত বিচরণকারী প্রচারক, বিনয়ী নিষ্ঠাবান জানি
সঠিক মার্গের[১] সন্ধান রাখে তাহারা, তাই তাহাদের প্রিয়জন মানি।
॥ ২৮১ ॥

নির্লিপ্ত চিত্তে গ্রামে তাহারা করে বিচরণ
দৃষ্টি ও মন তাহাদের বিক্ষিপ্ত নয়, তাই তাহারা আমার প্রিয়জন।
॥ ২৮২ ॥

গৃহহীন গোত্রহীন সিদ্ধপুরুষ তাহারা, সংকল্পে স্থির তাহাদের মন
তাই তাহারা আমার প্রিয়জন। ॥ ২৮৩ ॥

সোনা রূপা মুদ্রা কিছুই তাহারা করে না গ্রহণ
অতীত অনাগতের করে না চিন্তা
বর্তমানে থাকে তাহাদের মন, তাই তাহারা প্রিয়জন। ॥ ২৮৪ ॥

নানা কুল জনপদ ত্যাগ করিয়া, প্রব্রজ্যা করিয়াছে গ্রহণ
মৈত্রীবন্ধ মানুষ তাহারা, তাই তাহারা প্রিয়জন।' ॥ ২৮৫ ॥

'হে রোহিণী, মঙ্গলের তরে তুমি কুলবতী,
হইয়াছ বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ'-এ নিষ্ঠাবান, তুমি শ্রদ্ধাবতী। ॥ ২৮৬ ॥

ইহাই যে সর্বোত্তম পুণ্যক্ষেত্র তা' তোমার জ্ঞাত
আমরাও তাই গ্রহণ করিব, শ্রমণগণের সেবাব্রত।
বিপুল দানানুষ্ঠান করিব আমরা হইয়া ( সদ্ধর্মে ) প্রতিষ্ঠিত।'
॥ ২৮৭—২৮৮ ॥

---

১ অষ্টাঙ্গীক মার্গ।

'যদি দুঃখ অপ্রিয় হয়, যদি দুঃখকে করো ভয়
তবে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ'-এ শরণ লও, কর শীল গ্রহণ মঙ্গলময়।' ॥ ২৮৯ ॥

'পূর্বে আমি ব্রহ্মবন্ধু ছিলাম, আজ হইলাম সঠিক ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞ
ত্রিবিদ্যায়, স্নাতক আমি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ।' ॥ ২৯০ ॥

॥ রোহিণী ॥

[ ভিক্ষুণী রোহিণী ও তাঁর পিতার কথোপকথনের মধ্যে বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রতি তৎকালীন সমাজের কটাক্ষ ও সকল ভুল ধারণা উপস্থাপন করে খণ্ডন করা হয়েছে এই গাথায়। প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষু বলতে কাদের বোঝায় তাই ব্যক্ত করা হয়েছে এখানে। গাথাটি ভিক্ষুণী রোহিণী আবৃত্তি করেন। ইনি ছিলেন বৈশালীর এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মেয়ে। বৈশালীতে তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে ভিক্ষুণী হন। ]

বিংশতি শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## একবিংশতি শ্লোকের গাথা

১০

'পূর্বের যষ্টিধারী তাপস এখন পরিণত হইয়াছি পশুঘাতকে[১]
মহাপাকে পড়িয়া পরপারে যাইতে হইয়াছি অক্ষম। ॥ ২৯১ ॥

আমি রূপের মোহে বিভোর জানিয়া পুত্রের সাথে খেলার ছলে
চাপা আমাকে করে উপহাস।
চাপার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব এইবার।' ॥ ২৯২ ॥

'হে তাপস মহাবীর, ক্রুদ্ধ হইয়ো না
ক্রোধবশে কেহ কখনো শুদ্ধ হয় না, তপস্যাই বা হইবে কী করিয়া।'
॥ ২৯৩ ॥

'নাল[২] আমি করিব পরিত্যাগ, কে নাল আলয়ে করিবে বাস ?
ধর্মজীবী তাপসকে এইখানে নারীর রূপে বন্দি করে।' ॥ ২৯৪ ॥

'ফিরে এসো কাল[৩], পূর্বের মতো চাপার কামসুধা পান কর
তোমার দাসী আমি, আমার জ্ঞাতিগণও তব দাস।' ॥ ২৯৫ ॥

'চাপা, তুমি যা বলিছ তাহার এক-চতুর্থাংশও যদি কেউ লাভ করে
ধন্য মানিবে নিজেকে সেই মহাজন।' ॥ ২৯৬ ॥

'গিরি শিখরে পুষ্পিত কালনাগিনী লতা, ফুলের ডালি
তোমার স্ত্রী, দ্বীপ মাঝে পাটলি বৃক্ষসম। ॥ ২৯৭ ॥

হরিচন্দনের প্রলেপ তাহার সারা অঙ্গে, কাশীর বস্ত্র ধারিণী,
এই রূপিণীকে তুমি কাহার হাতে সঁপে যাবে।' ॥ ২৯৮ ॥

---

১ ব্যাধ।

২ মগধের অন্তর্গত তৎকালীন একটি গ্রাম।

৩ দেহের বর্ণ কালো ছিল বলে 'কাল' বলা হয়েছে।

'শিকারী পাখি তাহার ইচ্ছামত শিকার ধরে
তুমি কিন্তু ইচ্ছামত আর আমাকে রূপে বাঁধিতে পারিবে না।'

॥ ২৯৯ ॥

'হে কাল, আমার এই পুত্রফল তুমি উৎপাদন করিয়াছ
এই পুত্রবতীকে তুমি কাহার কাছে দিয়া যাইবে।' ॥ ৩০০ ॥

'পুত্র, জ্ঞাতি, ধন পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞ মহাবীর
বন্ধনমুক্ত হস্তীর মতো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।' ॥ ৩০১ ॥

'এখনই এই পুত্রকে দণ্ড বা ছুরিকা দিয়া আঘাত করিয়া ভূপতিত করিব
পুত্রশোকে, ভীত হইয়া, তুমি যাইতে পারিবে না।' ॥ ৩০২ ॥

'যদি পুত্রকে শেয়াল কুকুরের মুখেও দাও
হে ঘৃণ্য সন্তানধারিণী,
তবু আমি আর ফিরিব না।' ॥ ৩০৩ ॥

'তবে এখন ভদ্রে, তুমি যাইবে কোথায়?
কোন্ গ্রাম গঞ্জ নগর রাজধানীতে যাইবে?' ॥ ৩০৪ ॥

'পূর্বে না হইয়া শ্রমণ, শ্রমণের মত সদলে
গ্রামে নগরে রাজধানীতে করিয়াছি বিচরণ। ॥ ৩০৫ ॥

*এখন প্রভু বুদ্ধ ভগবান নিরঞ্জনা নদী তীরে
সর্ব দুঃখহরা ধর্ম প্রচার করিতেছেন।' ॥ ৩০৬ ॥

'অদ্বিতীয় লোকনাথকে[১] আমার প্রণাম জানিও
বন্দনা প্রদক্ষিণ করিয়া সৌজন্যমূলক আচরণ করিও।' ॥ ৩০৭ ॥

'তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিব
লোকনাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া সৌজন্যমূলক আচরণ করিব।' ॥ ৩০৮ ॥

---

* বুদ্ধ কখনো নিরঞ্জনা নদীর ধারে ধর্মদেশনা করেননি। এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত।

১ বুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।

অতঃপর কালা নিরঞ্জনা নদী পার হইয়া
অমৃতপদসম ধর্মোপদেশ দানে রত সম্বোধিপ্রাপ্ত প্রভু বুদ্ধের দর্শন
পাইলেন। ॥ ৩০৯ ॥

দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও উপশমের উপাদান স্বরূপ
আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ জ্ঞান তিনি প্রদান করিতেছেন। ॥ ৩১০ ॥

চাপার অনুরোধে বুদ্ধের পাদ বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া
পরে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণে বুদ্ধের উপদেশে, ত্রিবিদ্যাজ্ঞান প্রাপ্ত
হইলাম। ॥ ৩১১ ॥

॥ চাপা ॥

[ চাপা ও তাঁর স্বামীর কথা বলা হয়েছে এই গাথায়। গাথাটি খুবই প্রাচীন। স্বামী সংসার ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে গেলে চাপাও পরে ভিক্ষুণী হয়ে যান। গাথাটি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন। চাপা ছিলেন এক ব্যাধের মেয়ে। স্বামী ছিলেন তপস্বী উপক। ]

**বিঃ দ্রঃ**—টিকাকার গাথার প্রারম্ভে দুটি শ্লোকের উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই চাপার স্বামী 'উপক' তপস্বীর সঙ্গে একসময় বুদ্ধের দেখা হয়। বুদ্ধের প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য বারাণসী (?) যাবার পথে এই উপকের সঙ্গে পথে দেখা হয় (?) বুদ্ধ কার শিষ্য, উপক তা জানতে চাইলে বুদ্ধ যে উত্তর প্রদান করেন তা এই দুটি শ্লোকে রয়েছে। উপককে দেয়া বুদ্ধের জবাব সম্বলিত শ্লোক দুটির অনুবাদ নীচে দেয়া হলো।

'আমি সকল রিপু করেছি জয়
হয়েছি জ্ঞাত সকল বিষয়।
কোন বিষয়ে নয়কো লিপ্ত
আমি সর্বত্যাগী, বাসনা মুক্ত।
স্বয়ং সকল জ্ঞাত আমি, করেছি তৃষ্ণার ক্ষয়
জানিও বৎস, কেহ আমার শিক্ষক নয় ॥

স্বর্গে মর্ত্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই
আমার সদৃশ্য কোথায় আর পাই।
বারাণসী চলেছি আমি এক্ষণ
ধর্মচক্র করিতে প্রবর্তন।

করিবো সেইখানে ধর্মের দুন্দুভি নিনাদন
অন্ধ সুপ্ত জগতবাসীকে করিতে জাগরণ ॥'

এখানে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। টিকাকার যা বলেছেন তার কোন সমর্থন ইতিহাসে নাই। বুদ্ধ বাণী প্রদান করেছিলেন এক আজীবককে। তার সঙ্গে বুদ্ধের দেখা হয়েছিল বারাণসী থেকে গয়ায় যাবার পথে। বুদ্ধ যখন সারনাথে ( ঋষিপত্তনে ) প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করে তখন বারাণসী হয়ে গয়ায় যাচ্ছিলেন। বুদ্ধ কার শিষ্য, আজীবক জানতে চাইলে বুদ্ধ তাকে বাণী প্রদান করেন। ইতিহাসে এর সমর্থন আছে। আজীবককে প্রদান করা বুদ্ধের বাণী 'ধম্মপদ'-এ রয়েছে ( ৩৫৩ নং শ্লোক )। ধর্মচক্র বুদ্ধ বারাণসীতে প্রবর্তন করেননি অথচ টিকাকার তাই বলেছেন। বুদ্ধের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল এক আজীবকের, উপক তপস্বীর নয়। টিকাকারের তথ্যে ভুল রয়েছে। উপরের শ্লোক দুটিও প্রক্ষিপ্ত।

বুদ্ধের সেই আসল বাণী 'ধম্মপদ'-এ রয়েছে। সেটা হলো :—

'সব্বাবিভূ সব্ববিদূ' হসম্মি।
সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো।
সব্বঞ্জতো তন্হকখয়ে বিমুত্তো
সয়ং অভিঞ্ঞায় কিমুদ্দিসেয্যং

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :—

'আমি সকল রিপু পরাজয় করিয়াছি।
আমি সর্ববিষয় অবগত হইয়াছি।
আমি কোন পদার্থেই লিপ্ত নহি।
আমি সর্ববস্তু ত্যাগ করিয়াছি।
আমার তৃষ্ণার ক্ষয় ও বিমুক্তি লাভ হইয়াছে।
স্বয়ং এই সকল জ্ঞাত হইয়া
কাহাকে উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিব ?'

দেখা যাচ্ছে, টিকাকারের উল্লিখিত গাথা বুদ্ধ উপককে বলেননি। থেরীগাথায় চাপার স্বামীর নাম ও পূর্বের পরিচয় তেমন কিছু না থাকলেও টিকাকার কল্পনায় তা সৃষ্টি করেছেন। টিকাকারের দেয়া গাথা ও কাহিনীটি কাল্পনিক। যদিও ধম্মপদ'এর শ্লোকের সঙ্গে টিকাকারের দেয়া প্রথম গাথাটির মিল রয়েছে।

একবিংশতি শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## ষষ্ঠবিংশতি শ্লোকের গাথা

১.

'পূর্বে স্বীয় পুত্র প্রেতের খাদ্য[১] হইলে
তুমি দিন রাত পরিতাপ করিয়াছ। ॥ ৩১২ ॥

আমার সমর্থ পুত্রকে ভক্ষণ করিলে
হে বাসেট্ঠী ব্রাহ্মণী[২], কেন আমি পরিতাপ করিব না।' ॥ ৩১৩ ॥

'হে ব্রাহ্মণ, অতীতে উভয়ে আমরা
বহু শত পুত্র ও জ্ঞাতিবর্গ হারাইয়াছি। ॥ ৩১৪ ॥

জন্ম আর মৃত্যু, আসা আর যাওয়া জানিয়া
আর আমি কাঁদি না, শোক করি না, পরিতাপ করিতে চাই না।' ॥ ৩১৫ ॥

'বাসেট্ঠী, তুমি যে কথা বলিলে তাহা অদ্ভুত লাগিতেছে
কার ধর্মজ্ঞানে তুমি এইরূপ বলিতেছ?' ॥ ৩১৬ ॥

'হে ব্রাহ্মণ, সম্বোধিপ্রাপ্ত প্রভু বুদ্ধ মিথিলা নগরে জীবের
সর্বদুঃখমোচনকারী ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ॥ ৩১৭ ॥

যথার্থ অনুপম সেই ধর্মোপদেশ শুনিয়া, সদ্ধর্ম[৩] জ্ঞাত হইয়া
সেইখানে পুত্রশোক সমাপ্ত করিয়াছি।' ॥ ৩১৮ ॥

'আমিও তবে মিথিলা নগরে যাইব
সেই প্রভু ভগবান হয়তো আমারও সকল দুঃখ মোচন করিবেন।'
॥ ৩১৯ ॥

---

১ মারা গেলে।

২ জ্ঞানী বলা হয়েছে।

৩ বৌদ্ধধর্ম।

সেই ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দর্শনেই বাসনা মুক্ত হইল
মহামুনি ধর্মোপদেশ দানে তাহাকে দুঃখের অতীত[১] করিলেন।
॥ ৩২০ ॥

দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের অন্ত ও নিরোধের উপাদান স্বরূপ
আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ জ্ঞান তাহাকে প্রদান করলেন। ॥ ৩২১ ॥

সেইখানে সদ্ধর্মের জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ প্রব্রজিত হইলেন
ত্রি-রাত্রেই ব্রাহ্মণ সুজাত ত্রিবিদ্যা[২] অবগত হইলেন। ৩২২ ॥

বলিলেন, 'হে সারথি! রথ লইয়া ফিরিয়া যাও
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিও সুজাত ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা
লইয়াছেন। ত্রি-রাত্রেই তিনি ত্রিবিদ্যা অবগত'। ॥ ৩২৩ ॥

সেই মত সারথী রথারূঢ় হইয়া শীঘ্র ফিরিয়া, ব্রাহ্মণীকে কুশল জিজ্ঞাসা
করিয়া বলিল, 'সুজাত ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন
ত্রি-রাত্রেই তিনি ত্রিবিদ্যা অবগত।' ॥ ৩২৪ ॥

রথারূঢ় সারথির মুখে ব্রাহ্মণের ত্রিবিদ্যা লাভের কথা শুনিয়া
ব্রাহ্মণী পুণ্যপ্রাপ্তির জন্য সারথিকে সেই অশ্বরথ দান করিলেন। ॥ ৩২৫ ॥

'হে ব্রাহ্মণী, অশ্ব রথ আপনারই থাকুক
সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠের কাছে আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ॥ ৩২৬ ॥

'হে *সুন্দরী, গবাদিপশু, হস্তী, সকল রত্নধন ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করিয়া
তোমার পিতা প্রব্রজিত হইয়াছেন।
দায়াধিকারিণী হইয়া সব কিছু তুমি ভোগ কর।' ॥ ৩২৭ ॥

'পুত্রশোকে পিতা গবাদিপশু, হস্তী, সকল রত্নধন ও ঘরবাড়ি ছাড়িয়া
করিয়াছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
ভাতৃশোকে ক্লিষ্ট আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ॥ ৩২৮ ॥

---

১ দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখালেন।
২ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।
* ইনি ছিলেন বারাণসীর সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুজাত'র মেয়ে।

সুন্দরী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ঃ
ভিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্ছিষ্ট অন্ন যদি গ্রহণ করিতে পারো
যদি উষ্ণ ও ধূলামলিন চীবর ধারণ করিতে পারো
তবে বাকি জীবন তোমার হইবে আসবহীন। ॥ ৩২৯ ॥

হে আর্যে, শিক্ষানবিশ হইয়া আমি বিশুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি.
পূর্বজন্মের স্মৃতি লাভ করিয়াছি। ॥ ৩৩০ ॥

হে কল্যাণী, তোমার কারণে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের শোভা
ত্রিবিদ্যা অর্জন করিয়াছ তুমি বুদ্ধের উপদেশে। ॥ ৩৩১ ॥

হে আর্যে, করুন অনুমতি
শ্রাবস্তিতে বুদ্ধ সমীপে করি সিংহনাদ[১]। ॥ ৩৩২ ॥

*সুন্দরী, ঐ দেখ স্বর্ণোজ্জ্বল হরিৎত্বকের শাস্তাকে
অকুতোভয়, সম্বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধ, যিনি অদমিতের দমক। ॥ ৩৩৩ ॥

*হে দেব, আসিয়াছে সুন্দরী, বীতরাগ বন্ধনমুক্ত কর্তব্য সম্পন্না
জন্মমৃত্যুর মূল উচ্ছেদ করিয়া, মুক্ত শান্ত আসবহীনা। ॥ ৩৩৪ ॥

*বারাণসী হইতে আগতা আমি, শ্রাবিকা, ভিক্ষুণী সুন্দরী
মহাবীরের[২] নিকটে আসি তাঁর পদ বন্দনা করি। ॥ ৩৩৫ ॥

বুদ্ধ আপনি, শাস্তা আপনি, আপনি ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান
কর্তব্য সম্পন্না আসবহীনা আমি, তব বাণী-জাত[৩] কন্যা সমান।
॥ ৩৩৬ ॥

---

১ উদাত্ত কণ্ঠে স্তুতিগান করা।

* শ্লোক তিনটি প্রক্ষিপ্ত।

২ বুদ্ধকে বলা হয়েছে।

৩ বুদ্ধের বাণীতে নবজন্ম প্রাপ্ত।

ভদ্রে, দূরাগতা তুমি, তোমাকে স্বাগতম।
এইরূপ যাহারা দমিত, বিতরাগ, বিসংযুক্ত, কর্তব্য সম্পন্ন, অনাসব,
তাহারাই আসি শাস্তার পদবন্দনা করে। ॥ ৩৩৭ ॥

॥ সুন্দরী ॥

প্রথম আটটি শ্লোকে ভিক্ষুণী বশিষ্ঠী ও সুজাত ব্রাহ্মণের কথোপকথন রয়েছে। পরের দশটি শ্লোকে রয়েছে সুজাত ও তার স্ত্রী আর মেয়ে সুন্দরীর কথা। এর পরের শ্লোক তিনটিতে রয়েছে সুন্দরী ও প্রবীণা ভিক্ষুণীর কথোপকথন। বাকি শ্লোকগুলোর মধ্যে ৩৩৩-৩৩৫ নং শ্লোকগুলো প্রক্ষিপ্ত।

ষষ্ঠ বিংশতি শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

# অষ্টবিংশতি শ্লোকের গাথা

১.

শুদ্ধবসনা তরুণী আমি ঃ
যেইদিন সাগ্রহে ধর্মোপদেশ শুনিলাম,
সেই দিনই অপ্রমত্ত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইল আমার। ॥ ৩৩৮ ॥

সেই দিনই আমি ভোগসুখে আসক্তিহীন হইলাম
এই অস্তিত্বে ভীত হইয়া নিষ্ক্রমণে হইলাম সচেষ্ট। ॥ ৩৩৯ ॥

জ্ঞাতিগণ, দাস, পরিজন, গ্রাম, সমৃদ্ধ ক্ষেত,
রমণীয় সকল প্রমোদ, সম্পদ অঢেল, পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিতা হইলাম।
॥ ৩৪০ ॥

গৃহত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে সদ্ধর্মের জ্ঞান লাভ করিয়াছি।
আর আমি ফিরিব না, যথার্থ নিঃস্বার্থতাই কাম্য আমার। ॥ ৩৪১ ॥

লব্ধ স্বর্ণ রৌপ্য হারাইলে আবার আসিতে পারে
কিন্তু জ্ঞান বা শান্তি আসে না তাহাতে
না এই সকল শ্রমণের উপযুক্ত, না তাহা শ্রেষ্ঠ ধন। ॥ ৩৪২ ॥

লোভ, মদ, মোহ ও এই সকল ক্লেদের বৃদ্ধি
শঙ্কাও বহু দুঃখের কারণ, ইহা চির স্থিতিশীলও নয়। ॥ ৩৪৩ ॥

এই সকলে আসক্ত হইয়া প্রমত্ত কলুষিত মানুষ
একে অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাদ করে। ॥ ৩৪৪ ॥

বধ বন্ধন শোক বিলাপ ক্ষতি
সবই কামাসক্ত মানুষের শেষ পরিণাম। ॥ ৩৪৫ ॥

তবে কেন জ্ঞাতি হইয়া অমিত্রের মতো আমাকে কামে[১] নিয়োজিত
করিতেছ ?
জেনে রাখো, কামে ভীত হইয়া আমি প্রব্রজ্যিতা হইয়াছি। ॥ ৩৪৬ ॥

---

১ বিয়ে দিতে চাইছ।

স্বর্ণ রোপ্য আসবের ক্ষয় করে না
প্রাণনাশকারী শত্রু, অমিত্র কাম মানুষকে শরবিদ্ধ করে। ॥ ৩৪৭ ॥

কেন তবে জ্ঞাতি হইয়া অমিত্রের মতো
আমাকে কামে নিয়োজিত করিতেছ ?
জেনে রাখো, মুণ্ডিত শিরে পীতবসনে আমি প্রব্রজ্যিতা এখন।
॥ ৩৪৮ ॥

উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন উষ্ণ ধূলামলিন আমার চীবর
এই আমার উপযুক্ত, কারণ আমি অনাগারিক হইয়াছি। ॥ ৩৪৯ ॥

দেবলোক, কামলোক ও মনুষ্যলোকের মহর্ষিরা কাম পরিহার করিয়া
শান্ত ও বিমুক্ত হইয়া অপার সুখ প্রাপ্ত হয়। ॥ ৩৫০ ॥

আমি যেন আর কামে লিপ্ত না হই
অমিত্র, প্রাণঘাতি কাম দুঃখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। ॥ ৩৫১ ॥

কাম বিরক্তিকর, বিঘ্নকর, ভয়প্রদ, কণ্টকসম
কাম ভয়ঙ্কর লোভের বিলাসি হা-মুখ। ॥ ৩৫২ ॥

উদ্ধত ফণীধরের মতো কাম ভয়ানক, ভীতিপ্রদ
যে জন মূর্খ অজ্ঞ অন্ধ, সে তাহা সানন্দে অভ্যর্থনা করে। ॥ ৩৫৩ ॥

অজ্ঞানীরা কামপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া
জন্ম ও মৃত্যুর পরিণাম অবহিত হয় না। ॥ ৩৫৪ ॥

কামতৃষ্ণার কারণে মানুষ দুর্গতির পথ ধরে
সেই পথে অনেকে নিজেই নিজের ব্যাধি ডাকিয়া আনে। ॥ ৩৫৫ ॥

কাম শত্রুতা, অনুশোচনা ও কলুষ আনে
লৌকিক বন্ধনে তাহা মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ করে। ॥ ৩৫৬ ॥

কাম উন্মাদনা, প্রলাপ আনে, চিত্ত মথিত করে
কাম সত্তার কলুষ, মা'র এর নিক্ষিপ্ত পাশ। ॥ ৩৫৭ ॥

কাম অনন্ত দুর্দশার আধার, বহু দুঃখ, মহাবিষ
স্বাদহীন, শান্তিহীন, বিষময় শুক্লপক্ষ সম। ॥ ৩৫৮ ॥

এতসব জ্ঞাত হইয়া কামে আর আসক্ত হইব না
পশ্চাদ্‌গমন না করিয়া সদা নির্বাণে বিরাজ করিব। ॥ ৩৫৯ ॥

কামের সাথে সংগ্রাম করিয়া আমি শান্তির প্রতিক্ষায়
অপ্রমত্ত হইয়া একান্ত মনে সংযোগক্ষয়ে বিযুক্তা। ॥ ৩৬০ ॥

যে মার্গ অনুসরণ করিয়া মহর্ষিগণ উত্তরণ হইয়াছেন
আমি সেই শোকহীন নির্মল শান্ত
আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গ অনুসরণ করিব। ॥ ৩৬১ ॥

*ঐ দেখ স্বর্ণকারের মেয়ে শুভা ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা
উপসম্পদা[১] প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষমূলে ধ্যানে রতা। ॥ ৩৬২ ॥

আজ অষ্টম দিন, শ্রদ্ধাভরে প্রব্রজ্যিতা হইয়া তিনি সদ্ধর্মের আলোয় শোভিতা
উৎপলাবর্ণার উপদেশে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিবিদ্যা প্রাপ্তা। ॥ ৩৬৩ ॥

*অঋণী, স্বাধীন, সংযতেন্দ্রিয়া ভিক্ষুণী তিনি
সকল বন্ধনমুক্তা, অনাসবা, সুসম্পন্না। ॥ ৩৬৪ ॥

*সর্বভূতের অধিপতি ইন্দ্র ও দেবগণ[২]
এইখানে আসিয়া স্বর্ণকারের মেয়ে শুভাকে প্রণাম করেন। ॥ ৩৬৫ ॥

॥ স্বর্ণকার দুহিতা শুভা ॥

রাজগৃহের এক স্বর্ণকারের মেয়ে শুভা ভিক্ষুণী উৎপলাবর্ণার মুখে বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভিক্ষুণী হন। আত্মীয়-স্বজনরা বহুবার তাঁকে

---

১ শ্রমণী থেকে উন্নিত হয়ে ভিক্ষুণী হওয়া।

* শ্লোক তিনটি প্রক্ষিপ্ত।

২ এগুলো বুদ্ধের কথা নয়।

সংসারে ফিরিয়ে এনে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেন। গাথাটি এই ভিক্ষুণী আবৃত্তি করেন।

টিকাকার বলেছেন, ভিক্ষুণী শুভা সিদ্ধিলাভ করলে বুদ্ধ স্বয়ং (?) যে বাণী প্রদান করেন সেগুলো রয়েছে গাথার শেষের তিনটি শ্লোকে (৩৬২ নং থেকে ৩৬৪ নং শ্লোক), আর সর্বশেষ শ্লোকটি ভিক্ষুদের জয়ধ্বনি। এই শেষ শ্লোকে মহাযানী মতবাদ রয়েছে। শ্লোক নং ৩৬২, ৩৬৪ ও ৩৬৫ প্রক্ষিপ্ত।

অষ্টবিংশতি শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের গাথা

১.

অতি ধূর্ত্ত এক জীবকের রম্য আম্রকাননে
ভিক্ষুণী শুভার[১] ভ্রমণে গতিরোধ করিল। ॥ ৩৬৬ ॥

'কী অপরাধে তুমি আমার গতিরোধ করিলে ?
প্রব্রজ্যিতা ভিক্ষুণীকে পুরুষের স্পর্শ* করা মানা
শ্রদ্ধেয় শাস্তা সুগত এই শিক্ষা দিয়াছেন, বলিলেন শুভা। ॥ ৩৬৭ ॥

পরিশুদ্ধ বাসনাহীন জীবন আমার
তবে কেন আমার গতিরোধ করিতেছ ? ॥ ৩৬৮ ॥

তোমার চিত্ত কলুষিত, অপরিচ্ছন্ন
আমি মালিন্যহীন, রাগমুক্ত, বিমুক্তমনা
আমার গতিরোধ করিতেছ কী উদ্দেশ্যে ?' ॥ ৩৬৯ ॥

'তুমি অপাপবিদ্ধা নবীনা যুবতী
কেন তুমি প্রব্রজ্যা নিয়েছ।
দূরে নিক্ষেপ করিয়া তব কাষায় বস্ত্র
এসো, এই কুসুমিত উপবনে প্রমোদে বিহার করি। ॥ ৩৭০ ॥

শোভিত বৃক্ষকুলের কুসুমরেণু মধুর বাতাসকে আমোদিত করিয়াছে
প্রথম বসন্তের সুখ ঋতুতে পুষ্পিত এই কাননে
এসো প্রমোদে রত হই। ॥ ৩৭১ ॥

বায়ুকম্পিত কুসুমিত বৃক্ষসকল মর্মর ধ্বনি করিতেছে
এই বনে একাকিনী প্রবেশিলে কী করিয়া রতিতৃপ্ত হইব ? ॥ ৩৭১ ॥

---

১ ভিক্ষুণী শুভা ছিলেন রাজগৃহের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মেয়ে।

* শ্লীলতাহানির ভয়ে ভিক্ষুণী কথাটি বলেছেন। বোঝা যাচ্ছে তৎকালে একলা পেলে ভিক্ষুণীদের শ্লীলতাহানি করা হতো।

হিংস্র প্রাণী, মত্ত হস্তী ব্যাপ্ত ভয়ংকর এই মহারণ্যে[১]
তুমি অসহায়া হইয়া চলিতে চাও ? ॥ ৩৭৩ ॥

স্বর্ণপুত্তলি তুমি, চিত্রিত অপ্সরার মতো বিচরণ করিতেছ
কাশীর অপরূপ সুকুমার বস্ত্রের ভূষণে তোমার শোভা হইবে অনুপম।
॥ ৩৭৪ ॥

যদি এই কাননে বিচরণ কর, তবে আমি তোমার বশানুগ থাকিব
হে মদিরলোচনা কিন্নরী, তোমাপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কিছু নাই।
॥ ৩৭৫ ॥

যদি আমার কথা মনে ধরে তোমার, তবে এসো ঘরে বাস করি সুখে
প্রাসাদগৃহবাসিনী হইয়া পরিচারিকাদের দ্বারা সেবিতা হও। ॥ ৩৭৬ ॥

কাশীর সুকুমার বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিয়া মালাবর্ণে শোভিতা হও
বহু কাঞ্চন মণিমুক্তা, বিবিধ অলংকার তোমাকে প্রদান করিব। ॥ ৩৭৭ ॥

পশমী তুলা সমন্বিত নব নির্মিত শুভ্র উজ্জ্বল শুদ্ধ বসনে আচ্ছাদিতা হইয়া
চন্দন মণ্ডিত পুষ্পসার গন্ধবহ মহার্ঘ শয্যায় মহারাণীর ন্যায় আরোহণ করিবে। ॥ ৩৭৮ ॥

জলজাত পদ্মও দেবতার সেবায় লাগে।
ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনে রত তোমার দেহ কাহারো সেবায় না লাগিয়া
কেবল জরায় উপনীত হইবে।' ॥ ৩৭৯ ॥

'কেন এই ক্ষণভঙ্গুর শ্মশানবর্ধক দেহকে সার ভাবিয়া সাজাইতে চাহিতেছ,
এমন কী দেখিয়া তাহার তুমি বিমনা হইয়াছ ?' ॥ ৩৮০ ॥

---

১ মগধের রাজা বিম্বিসার ও বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন জীবক। রাজগৃহে ওঁনার একটি বাগান ছিল, আমগাছ ও নানা ফুলের গাছে সাজানো। হিংস্র বন্যপ্রাণী, হাতি ইত্যাদি এই বাগানে থাকার কথা নয়।

'পর্বতের মৃগের অথবা কিন্নরীর চোখের মতো তোমার দুটি চোখ
সেই চোখ দেখিয়া আমার বাড়ন্ত কামতৃষ্ণা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।
॥ ৩৮১ ॥

নির্মল হিরণ্য বদনে পদ্মের শিখরস্থিত কোষের মতো
তোমার দুটি চোখ আমার বাড়ন্ত কামতৃষ্ণাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে।
॥ ৩৮২ ॥

তোমার বিশুদ্ধ দৃষ্টি আয়ত আঁখি পল্লব
দূরে থাকিলেও স্মরণে রাখিব।
হে মদিরলোচনা কিন্নরী, তোমাপেক্ষা প্রিয়তর আমার আর কিছু নাই।'
॥ ৩৮৩ ॥

'ভুল পথের পান্থ হইয়া চাঁদকে ক্রীড়নক করিতে চাইছ?
মেরু উত্তরণে ইচ্ছুক হইয়া বুদ্ধ-কন্যার পথ কলঙ্কিত করিতে চাইছ?
॥ ৩৮৪ ॥

এই লোকে ও দেবলোকে আমার রাগ উদ্রেককারী কিছুই নাই।
তৃষ্ণা কীরূপ না জানিয়া আমি তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়াছি। ॥ ৩৮৫ ॥

জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো আমি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি
বা বিষপূর্ণ পাত্রসম আঘাতে ভগ্ন করিয়াছি
উহা কেমন না জানিয়া আমি তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়াছি। ॥ ৩৮৬ ॥

যে নারীর দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত, অপক্ক, বা যে নারী শিক্ষকের শিক্ষায় রত
সেইরূপ নারীকে তুমি প্রলোভিত কর,
জানিও আমি সত্যজ্ঞানে নিষুক্তা। ॥ ৩৮৭ ॥

অকুণ্ঠ প্রশংসায়, সুখে, দুঃখে আমি স্মৃতিমতী[১]
সকল সংযোগ অশুভ জানিয়া আমি নির্লিপ্তা। ॥ ৩৮৮ ॥

আমি বুদ্ধ শিষ্যা, আর্য অষ্টাঙ্গীক মার্গে প্রতিষ্ঠিতা
উর্দ্ধসত্তা,[২] আসবহীনা, অনাগারিক হইয়া আনন্দে রহিয়াছি। ॥ ৩৮৯ ॥

---

১ সুখ দুঃখের পূর্বস্মৃতি মনে রেখে যিনি শান্ত।
২ সুখ দুঃখের অনুভূতিহীন।

আমি দেখিয়াছি নব নির্মিত সুচিত্রিত ক্ষুদ্র সুন্দর কাঠের পুতুল
তন্ত্রী ও খিলে[১] আবদ্ধ হইয়া নানা আচরণ করে। ॥ ৩৯০ ॥

তন্ত্রীখিলের সংযোগ যদি ছিঁড়িয়া ফেল, তবে তাহা বিকল হইয়া
ভাঙিয়া পড়িবে।
সেই ভাঙা পুতুলের কোন্ খণ্ডে তুমি মনোনিবেশ করিবে? ॥ ৩৯১ ॥

আমার শরীরও তাহাই, ধর্মে পরিচালিত।
ধর্মহীন এই শরীর বিকল হইলে তাহার কোন্ অংশে তুমি মনোনিবেশ
করিবে? ॥ ৩৯২ ॥

দেওয়ালে অঙ্কিত সিংহ যেমন ভীতি প্রদর্শনে অসক্ষম
সেইরূপ বিপরীত দর্শন সম্মত প্রজ্ঞা তোমার, নিরর্থক। ॥ ৩৯৩ ॥

স্বপ্নে দেখা স্বর্ণবৃক্ষসম মিথ্যা মায়াকে অগ্রাধিকার দিতেছ?
জনসমক্ষে প্রদর্শিত তুচ্ছ ইন্দ্রজালের পিছনে অন্ধের মতো ধাবিত
হইয়াছ? ॥ ৩৯৪ ॥

কোটরস্থিত গোলকে রহিয়াছে অশ্রুর বুদবুদ
সেই মিশ্র পিণ্ড আমার চক্ষুদ্বয়'। ॥ ৩৯৪ ॥

*আসঙ্গ মানসে চারুদর্শনা নির্বিকার চিত্তে
নিজের চোখ উৎপাটন করিয়া ধূর্তকে প্রদান করল। ॥ ৩৯৬ ॥

সেই মুহূর্তে ধূর্তের কামনা অন্তর্হিত হইল
সেইখানে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল,
'হে ব্রহ্মচারিণী, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি
এইরূপ কর্ম আর কখনও করিব না। ॥ ৩৯৭ ॥

তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া
আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে আলিঙ্গন করিয়াছি।
বিষধর ফণীকে ধারণ করিয়াছি
তুমি ক্ষমা কর, তোমার মঙ্গল হউক।' ॥ ৩৯৮ ॥

---

১ তার ও পেরেক যুক্ত।

*মুক্ত হইয়া ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের কাছে গেলেন
মহাপুণ্যবানের দর্শনে চক্ষু তাহার পূর্বের মতো হইল। ॥ ৩৯৯ ॥
॥ জীবকের আম্রবনের শুভা ॥

চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

---

* এই দুটি শ্লোক যোগ করে বত্রিশ শ্লোকের গাথাটি চৌত্রিশ শ্লোকের গাথায় পরিণত করা হয়েছে। শ্লোক দুটি প্রক্ষিপ্ত।

ভিক্ষুণী শুভা কি ভাবে এক যুবকের ইন্দ্রিয় লালসাকে দমিত করেন তাই বলা হয়েছে এই গাথায়। শেষের দুটি (৩৯৬, ৩৯৯) শ্লোক কাল্পনিক, প্রক্ষিপ্ত, গোঁজামিল। এর ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। চোখ উপড়ে দেয়ার ঘটনাটিও কাল্পনিক। যাই হোক, বলা যায় কবিতাটি নিঃসন্দেহে উচ্চ মানের।

## অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকের গাথা

১.

কুসুমের নামধারী[১] পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর পাটলিপুত্র
শাক্যকুলোদ্ভূত দুই গুণবতী ভিক্ষুণীর সেথায় ছিল বাস। ॥ ৪০০ ॥

একজন 'ইসিদাসী', 'বোধি' অন্যজন
শীলবতী, বহুশ্রুতা, ধ্যান অনুরাগী, তাঁহাদের নিষ্কাম জীবন।
॥ ৪০১ ॥

একদিন ভিক্ষান্তে আহার শেষে ভিক্ষাপাত্র ধুইয়া
একান্তে বসিলেন তাঁহারা বিশ্রম্ভালাপে। ॥ ৪০২ ॥

'ইসিদাসী, তুমি যৌবনা চারুমুখী
কী কারণে তুমিও ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছ?' ॥ ৪০৩ ॥

এইরূপে জিজ্ঞাসিতা হইলে ধর্মদেশনায় কুশল ইসিদাসী এই কথা বলিলেন,
'তবে শোন বোধি, কেন আমি প্রব্রজ্যা লইয়াছি।' ॥ ৪০৪ ॥

'উজ্জয়িনীর পুরশ্রেষ্ঠ[২] শীলবান শ্রেষ্ঠী আমার পিতা
তাঁহার একমাত্র কন্যা আমি, তাঁহার স্নেহের পুতুলি। ॥ ৪০৫ ॥

অতঃপর সাকেতের উত্তমকুলিন এক শ্রেষ্ঠী
বহুরত্ন সম্ভারে আমাকে যাচনা করিলেন
পিতা আমাকে তাঁহার পুত্রের জন্যে প্রদান করিলেন। ॥ ৪৩৬ ॥

সায়াহ্নে প্রাতে শ্বশুর শ্বাশুড়িকে প্রণাম করিতাম
নতশিরে পদ বন্দনা করিতাম, যেমন আমি শিক্ষা পাইয়াছি। ॥ ৪০৭ ॥

---

১ পাটকিলা রঙের পারুল ফুল পাটলি।

২ টিকাকার বলেছেন ইসিদাসী ছিলেন সম্ভ্রান্ত ধনী বণিকের মেয়ে। এখানে বলা হয়েছে ইসিদাসীর বাবা ছিলেন উজ্জয়িনীর 'পুরপিতা' বা 'পুরশ্রেষ্ঠ', (উজ্জয়িনিয়া পুরবরে') ও শ্রেষ্ঠী।

স্বামীর ভাই বোন ও পরিজনবর্গকে দেখিবা মাত্র
শশব্যস্তে আমি আসন প্রদান করিতাম। ॥ ৪০৮ ॥

ঘরে রক্ষিত অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য আহার্য সকল
যাহাদের যেইরূপ প্রাপ্য তাহাদের সেইরূপ দিতাম। ॥ ৪০৯ ॥

যথা সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া হস্তপদ ধুইয়া, গৃহ অঙ্গন ধুইয়া,
অনুগতা আমি স্বামীর কাছে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইতাম।
॥ ৪১০ ॥

চিরুণী আয়না তুলি অঞ্জন প্রসাধন লইয়া পরিচারিকার ন্যায়
স্বয়ং স্বামীকে বিভূষিত করিতাম। ॥ ৪১১ ॥

নিজে অন্ন পাক করিতাম, নিজে থালা পাত্র ইত্যাদি ধুইতাম
একমাত্র সন্তানের জননীর ন্যায় স্বামীর পরিচর্যা করিতাম। ॥ ৪১২ ॥

সেই পরিচারিকা অতুলনীয়া, করিতকর্মা, অভিমানহীনা
প্রত্যূষে শয্যাত্যাগী, আলস্যহীনা, শীলবতীকে স্বামী দূষিলেন।
॥ ৪১৩ ॥

স্বীয় মাতা ও পিতাকে তিনি বলিলেন, 'আমাকে ঘর ছাড়ার অনুমতি
দিন
ইসিদাসীর সাথে এক আগারে বাস করিব না, তাহার সাথে সহবাস
অসহ্য।' ॥ ৪১৪ ॥

'পুত্র, অমন কথা বলিও না, ইসিদাসী পতিব্রতা, পণ্ডিত
প্রত্যূষে শয্যাত্যাগী, আলস্যহীনা, তোমার কেন অপছন্দ হইতেছে?'
॥ ৪১৫ ॥

'তাহার প্রতি আমার কোন বিরাগ নাই, তবে আমি ইসিদাসীর সাথে
বাস করিতে চাই না।
যথেষ্ট হইয়াছে, আমাকে ঘর ছাড়ার অনুমতি দিন।' ॥ ৪১৬ ॥

তাহার কথা শুনিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,
'কী তোমার অপরাধ, নিঃসঙ্কোচে বলো যাহা হইয়াছে।' ॥ ৪১৭ ॥

'কোন অপরাধই আমি করি নাই, বিরাগের কোন কারণও নাই
কোন দুর্বাক্যও প্রয়োগ করি নাই যে স্বামী বিরূপ হইবেন।' ॥ ৪১৮ ॥

দুঃখে বিমনা অভিভূতা, আমাকে পিত্রালয়ে নির্বাসন দিয়া
তাঁহারা স্বীয় পুত্রকে রক্ষা করিতে রূপহারা লক্ষ্মীছাড়া[১] হইলেন।
॥ ৪১৯ ॥

অতঃপর পিতার দেওয়া অর্থের[২] অর্দ্ধ পরিমাণ দিয়া
এক শ্রেষ্ঠীর ঘরে দ্বিতীয়বার পিতা আমাকে কুল ধরাইলেন[৩]। ॥ ৪২০ ॥

সেই ঘরে একমাস কাল বাস করিয়াও আমি সেই প্রতিদানই পাইলাম
যদিও আমি নির্দোষ শীলসম্পন্না দাসী ও সেবিকা[৪] ছিলাম। ॥ ৩২১ ॥

ভিক্ষার জন্য বিচরণে শান্ত উদাসীন এক ভিক্ষুককে পিতা বলিলেন,
'দূর করো ছিন্নবস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র, তুমি আমার জামাতা হও।' ॥ ৪২২ ॥

সেও একপক্ষকাল আমার সহিত বাস করিয়া পিতাকে বলিলেন,
'ফিরাইয়া দিন ছিন্নবস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র, পুনরায় আমি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ
করিব।' ॥ ৪২৩ ॥

তখন আমার পিতা মাতা ও সকল জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,
'কেন তুমি এইখানে বাস করিবে না, শীঘ্র বল কেন এমন করিতেছ?'
॥ ৪২৪ ॥

এই কথা বলায় তিনি বলিলেন,
'যদি একাকী থাকিতে হয় তাহা আমি সক্ষম।

---

১ হতভাগ্য।

২ পূর্বেও মেয়ের বিয়েতে পণ দিতে হতো। বিয়ের পর মেয়েকে পিত্রালয়ে ফেরত পাঠালে পণের অর্ধেক মেয়ের পিতাকে ফেরত দেয়া হতো। সেই ফেরত পাওয়া অর্ধেক পণ দিয়ে ইসিদাসীর দ্বিতীয়বার বিয়ে দেয়া হয়।

৩ বিয়ে দিলেন।

৪ ইসিদাসী স্বামী সোহাগিনী হতে পারেননি, হয়েছিলেন দাসী বা সেবিকা। তাই বারবার স্বামীদের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন। কাহিনীতে এটা স্পষ্ট।

তবু ইসিদাসীর সাথে এক আগারে বাস করিব না, তাহার সাথে সহবাস অসহ্য।' ॥ ৪২৫ ॥

তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি একাকি চিন্তা করিলাম,

হয় মৃত্যু বরণ করিব নতুবা প্রব্রজ্যা লইব
সেই অনুমতি চাইতে গেলাম। ॥ ৪২৬ ॥

তখন বহুশ্রুতা শীলসম্পন্না বিনয়ধারী[১] আর্যা জীনদত্তা
ভিক্ষান্নের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া পিতার ঘরে আসিলেন। ॥ ৪২৭ ॥

তাঁহাকে দেখিয়া আমরা আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলাম

তিনি উপবিষ্ট হইলে, পদ বন্দনা করিয়া, আহার প্রদান করিলাম। ॥ ৪২৮ ॥

উপস্থাপিত অন্ন, পানীয় ও খাদ্যসকল তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিলে
তাঁহাকে বলিলাম, 'আর্যে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক'। ॥ ৪২৯ ॥

তখন পিতা আমাকে বলিলেন, 'কন্যা, তুমি এইখানে ধর্মাচরণ কর।
শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের অন্ন ও পানীয় প্রদান করিয়া তৃপ্ত কর।' ॥ ৪৩০ ॥

তখন আমি অশ্রুজলে ভাসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,

'আমার কৃতকর্মের পাপ আমি ক্ষালন করিব।' ॥ ৪৩১ ॥

তখন পিতা আমাকে বলিলেন, 'সর্বোচ্চ ধর্মে অধিষ্ঠিতা হইয়া বোধিপ্রাপ্ত হও।
নির্বাণ লাভ কর, যাহা মানব শ্রেষ্ঠ[২] উপলব্ধি করিয়াছেন।' ॥ ৪৩২ ॥

মাতা পিতা ও সকল জ্ঞাতিবর্গকে অভিবাদন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের
এক সপ্তাহের মধ্যে ত্রিবিদ্যা জ্ঞান জ্ঞাত হইলাম। ॥ ৪৩৩ ॥

---

১ বিনয়পিটক যিনি নির্ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন।
২ বুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।

*আমার সাতজন্ম কর্মের ফল স্বরূপ যে বিপত্তি প্রাপ্ত হইলাম
তাহা তোমাকে ব্যক্ত করিতেছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। ॥ ৪৩৪ ॥

এরকচ্ছ নগরে প্রভূত ধনশালী স্বর্ণকার ছিলাম
যৌবনে মদমত্ত হইয়া পরদারে আসক্ত হইলাম। ॥ ৪৩৫ ॥

সেই জীবনের শেষে দীর্ঘ নরকভোগ উত্তরণের পর
এক বানরীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলাম। ॥ ৪৩৬ ॥

জন্মের সপ্তম দিনে মহাকপি যূথপতি আমাকে নির্জীব[১] করিল
সেই পরদারগমনের এই কর্মফল। ॥ ৪৩৭ ॥

সেই জীবন অতিবাহিত হইলে কালক্ষয়ে
সিন্ধুর অরণ্যে এক কানা ও খঞ্জ বন্য ছাগীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলাম।
॥ ৪৩৮ ॥

দ্বাদশ বর্ষ কাল প্রতিদিন বালক-বালিকাদের পৃষ্ঠে বহন করিয়াছি
নির্জীব, কৃমি দুষ্ট, ক্লান্ত জীবন সেই পরদারগমনের ফলে। ॥ ৪৩৯ ॥

সেই জীবনের পর, গো ব্যবসায়ীর গাভীর গর্ভে জন্মিলাম
দ্বাদশ মাসে সেই লাক্ষাবর্ণের বাছুর নির্জীব হইল। ॥ ৪৪০ ॥

লাঙ্গল ও শকট বহনে নিযুক্ত হইলাম এইবার!
সেই ক্লান্ত জীবন সেই পরদারগমনের ফলে। ॥ ৪৪১ ॥

সেই জীবন অতিবাহিত হইলে, এক আশ্রয়হীনা দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করিলাম
আমি না ছিলাম পুরুষ না ছিলাম নারী[২], সেই পরদারগমনের ফলে।
॥ ৪৪২ ॥

---

* আসল গাথাটি ছিল ৪৩৩ নং শ্লোক পর্যন্ত। পরের শ্লোকগুলো যুক্ত করা হয়েছে গাথাটিকে মহাযানী রূপ দিতে। আসল চত্বারিংশ শ্লোকের গাথাটিকে অষ্টচত্বারিংশ গাথায় পরিণত করা হয়েছে মহাযানী 'কর্মফলবাদ' প্রক্ষিপ্ত চৌদ্দটি শ্লোকের মাধ্যমে এই গাথায় ঢোকানোর জন্যে।

১ পুরুষত্বহীন করা।

২ নপুংসক।

ত্রিংশতি বর্ষে জীবনান্তে এক শকটচালকের কন্যা হইয়া জন্মিলাম
যিনি ছিলেন অতি দীন দরিদ্র, বহু ঋণগ্রস্ত। ॥ ৪৪৩ ॥

শকটচালক পিতা স্বীয় আয় বৃদ্ধির জন্য আমাকে এক বণিকের নিকট
উৎসর্গ করিলেন
অশ্রুজলে বিলাপ করিয়া নিজের পিতৃকুল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম।
॥ ৪৪৪ ॥

অতঃপর ষোড়শ বর্ষে যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি দেখিয়া সেই বণিকের
কন্যাসম আমাকে তাঁহার পুত্র গিরিদীশ'কে দিয়া ভারমুক্ত হইলেন।
॥ ৪৪৫ ॥

তাঁহারও এক যশোবতী, গুণবতী ও শীলবতী পত্নী ছিল
পতি অনুরক্তা হইয়া আমি তাহার বিদ্বেষের কারণ হইলাম। ॥ ৪৪৬ ॥

যাহাদের দাসী ও সেবিকা ছিলাম, তাহারাই আমার অপকার করিয়াছে,
আমার কর্মফলের কারণে।
তবে তাহারও অন্ত আছে। আমি তাহার অন্ত করিয়াছি। ॥ ৪৪৭ ॥
॥ ইসিদাসী ॥

ইসিদাসী ছিলেন উজ্জয়িনীর এক সমৃদ্ধশালী শ্রেষ্ঠীর মেয়ে। বারবার বিভিন্ন স্বামীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হয়ে তিনি পরে ভিক্ষুণী হয়ে যান। স্বামীদের দৈহিক মনোরঞ্জনে খুশী করতে না পেরে তার এই দুর্গতি। মহাযানী টিকাকার এই সত্য ঢেকে মহাযানী কর্মফলবাদ এই গাথায় ঢুকিয়ে কবিতাটির বাস্তবতা বিনষ্ট করেছেন। ভুললে চলবে না, ইসিদাসীর এইরূপ দুর্গতি তৎকালে অনেকের ভাগ্যেই জুটেছিল। বহু বিবাহ প্রথা তাই তখন সমাজসিদ্ধ ছিল। এই সকল হতভাগ্য নারীদের ও স্বামীদের কথা মাথায় রেখে যৌনশিক্ষা দিতে বাৎসায়ন ঋষি 'কামশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন। এখানে পূর্বজন্মের কর্মফলের কোন ব্যাপার নেই। আর যা মহাযানীরা বলেছেন সেটা বুদ্ধের ধর্মাদর্শও নয়। গাথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও এটি পরবর্তীকালের রচনা। কবিতাটিও খুব উচ্চমানের। ৪৩৪ নং শ্লোক থেকে শেষ শ্লোক পর্যন্ত অংশটি প্রক্ষিপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

## পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের গাথা

১.

মন্তাবতী নগরের রাজা কোঞ্জের প্রধানা মহিষীর কন্যা সুমেধা
ছিলেন বিনীতা ও মধুর স্বভাবের। ॥ ৪৪৮ ॥

শীলবতী, মধুরভাষিণী, বহুশ্রুতা তিনি, বুদ্ধশাসনে সুশিক্ষিতা
পিতামাতার কাছে গিয়া বলিলেন, 'যাহা বলি মন দিয়া শুনুন।
॥ ৪৪৯ ॥

দিব্য স্বভাব সম্পন্ন হইলেও জীবন নশ্বর, তাই আমি নির্বাণ প্রয়াসী
তুচ্ছ, প্রসাদহীন, বহু অনিষ্টকর, তৃষ্ণাযুক্ত দেহের কী প্রয়োজন ?
॥ ৪৫০ ॥

মূর্খরা কটু সর্পবিষসম তৃষ্ণায় আসক্ত হইয়া
দুঃখে ধ্বংস হইয়া দীর্ঘকাল নরক ভোগ করে। ॥ ৪৫১ ॥

পাপাসক্তরা শোকাহত হয়, পাপবুদ্ধিগতরা নরকে দুঃখভোগ করে ;
মূর্খরা সর্বদা কর্মে, বচনে ও চিন্তায় অসংযত হয়। ॥ ৪৫২ ॥

জ্ঞানহীন অচেতন মূর্খরা দুঃখের উৎপত্তির কারণ জানে না
উপদিষ্ট হইলেও তাহারা অজ্ঞ, চতুরার্য সত্য অনুধাবনে অক্ষম।
॥ ৪৫৩ ॥

সত্যি মা, বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের দেশিত ধর্মের অধিকাংশ তাহারা অজ্ঞাত
এই জীবনের সুখানন্দে আসক্ত হইয়া তাহারা দেবলোকে[১] জন্মাইতে
চায়। ॥ ৪৫৪ ॥

সকল জীবন অনিত্য, দেবলোকের জীবনও অশাশ্বত
তবুও মূর্খরা পুনঃ পুনঃ জন্মে ভীত নয়। ॥ ৪৫৫ ॥

---

১ বলা হয়েছে দেবলোক সাতটি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য। বুদ্ধ কিন্তু এ'সব বলেননি।

দুর্গতি চতুর্বিধ,[১] সুগতি দ্বিবিধ[২] যাহা লাভ করা কঠিন
দুর্গতরা প্রব্রজ্যা না লইয়া নরক ভোগ করে। ॥ ৪৫৬ ॥

আপনারা উভয়ে আমাকে দশবিধ বলযুক্ত[৩] তথাগতের প্রবচনে
প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিন, জন্ম-মৃত্যুকে অক্রিয় করিতে
সচেষ্ট হই। ॥ ৪৫৭ ॥

ভবতৃষ্ণা নিবারক প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিন,
কী লাভ ক্ষীণ অসার জীবনের আনন্দে আসক্ত হইয়া ? ॥ ৪৫৮ ॥

অশুভক্ষণ বিবর্জিত হইয়া বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে
সারা জীবন দূষিত না করিয়া লব্ধক্ষণে শীল ব্রহ্মচর্য
প্রাপ্ত হও'। ॥ ৪৫৯ ॥

সুমেধা মাতা-পিতাকে বলিলেন, 'গৃহী হইয়া আর আহার গ্রহণ
করিব না
এইখানে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়ঃ।' ॥ ৪৬০ ॥

মা শোকার্ত হইয়া অশ্রুমোচন করিলেন, সমঅভিশপ্ত পিতা[৪]
প্রাসাদতলে ভূলুণ্ঠিতা কন্যাকে শান্ত করিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা
করিলেন। ॥ ৪৬১ ॥

'ওঠো বৎস, তোমার দুঃখের কী আছে ?
বারণাবতীর রাজা প্রিয়দর্শন অনিকরট্ঠের বাগদত্তা তুমি। ॥ ৪৬২ ॥

---

১ ইতর প্রাণী হয়ে জন্মানো, প্রেত হয়ে জন্মানো, নরকে জন্মানো ও যক্ষ হয়ে জন্মানো। এগুলো সব মহাযানী তত্ত্বকথা।

২ মানুষ হয়ে জন্মানো ও দেবলোকে জন্মানো।

৩ দশরকম ক্লেশ হতে মুক্ত।

৪ মূলে রয়েছে 'সমভিসাতো' শব্দটি। শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন, 'দুঃখে অভিভূত'। শব্দটির যথার্থ অর্থ তা না হলেও, ভাবের দিক থেকে চলে যেতে পারে। তবে ভিক্ষু শীলভদ্র শব্দের ভাবে ও অর্থে একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে গেছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন 'হর্ষোৎফুল্ল' ( থেরীগাথা-ভিক্ষু শীলভদ্র )। প্রাকৃত শব্দটির সঠিক অর্থ দাঁড়ায় 'সম অভিশপ্ত।'

রাজা অনিকরট্ঠের তুমি প্রধানা মহিষী হইবে
কেন বৎস কণ্টকর ব্রহ্মচর্য শীল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে ? ॥ ৪৬৩ ॥

রাজ্ঞী হইয়া তুমি ধন ঐশ্বর্যভোগ ও সুখের অধিকারিণী হইবে
পত্নী হইয়া বৎস কাম ভোগে রত হও'। ॥ ৪৬৪ ॥

তখন সুমেধা বলিলেন, 'এইরূপ জীবন সারহীন
হয় প্রব্রজ্যা লইব, নয়তো মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়ঃ। ॥ ৪৬৫ ॥

পূতি দুর্গন্ধপ্রবাহী, অশুচি, ভীতিপ্রদ শব এই শরীর
মলনিঃসারী, অশুচিপূর্ণ ; তাই জ্ঞাত হইয়া সকলে বিসর্জন
দিবে। ॥ ৪৬৬ ॥

রক্ত-মাংসের প্রলেপ দেয়া কদর্য এই কলেবর
শকুনির খাদ্য, কৃমির আগার,
এতশত জানিয়া, কাহাকে তুমি এই শরীর প্রদান করিতেছ ? ॥ ৪৬৭ ॥

চেতনাহীন দেহ অচিরে শ্মশানে বিলুপ্ত হইবে
পচা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পরিত্যক্ত, জ্ঞাতিগণ দ্বারা হইবে ঘৃণিত।
॥ ৪৬৮ ॥

অন্যের খাদ্যে পরিণত শরীর শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া
জ্ঞাতিগণ ঘৃণাভরে করে স্নান।
যাহা নিজ মাতা-পিতা বর্জন করে, সাধারণজন তাহার অন্যথা কি
করিবে ? ॥ ৪৬৯ ॥

সারহীন এই শরীর অস্থি স্নায়ুর সমষ্টি
মলনিঃসারী, পূতিকায়, শ্লেষ্মা-অশ্রু-মূত্রে পরিপূর্ণ। ॥ ৪৭০ ॥

এই দেহের ব্যবচ্ছেদে[১] যদি অভ্যন্তর বাহির করা হয়

---

১ প্রাচীন ভারত যে চিকিৎসা বিদ্যায় উন্নত ছিল এটা তারই নিদর্শন। এই দেশে শবব্যবচ্ছেদ (পোস্ট মর্টেম) শুরু হয় মৌর্য যুগে। তক্ষশীলা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পীঠস্থান। এখানে অবশ্য আসল শবব্যবচ্ছেদের কথা বলা হয়নি। পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করার কথাই বোঝানো হয়েছে এখানে।

তবে স্বীয় মাতা-পিতা ও অসহ্য দুর্গন্ধে ঘৃণায় বর্জন করিবে।

॥ ৪৭১ ॥

স্কন্ধ-ধাতু-আয়তন দুঃখজনক জন্মের মূল
দুঃখময় জন্মে আমার নাই অনুরাগ
তাই কাহারো পত্নী হইতেও আমার সাধ নাই। ॥ ৪৭২ ॥

যদি শতবর্ষ ধরিয়া প্রতিদিন শত শত নব নব ঘাতকের ছুরিকাঘাতে
মৃত্যুবরণ করিতে হয়
তবু তাই শ্রেয়ঃ, যদি তাহা দুঃখের অবসান করে। ॥ ৪৭৩ ॥

নির্মূল বিনাশ জ্ঞানীগণের ঈপ্সিত
শাস্তা বলিয়াছেন, যাহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবরণ করে
সংসারে তাহাদের বিচরণ দীর্ঘ হয়। ॥ ৪৭৪ ॥

দেবলোক, মনুষ্যলোক ও তির্যকযোনীজাত অসুরলোকে,
প্রেতযোনি ও নরকে বিচরণ করিয়া
অসংখ্যবার তাহারা মৃত্যুবরণ করে। ॥ ৪৭৫ ॥

অসংখ্য প্রাণী নরকে অপার নির্যাতিত হয়
দেবলোকেও নিস্তার নাই
নির্বাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছু নাই। ॥ ৪৭৬ ॥

যাঁহারা দশবলধারী বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করেন
সচেষ্ট অনাসক্ত মনে তাঁহারা জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিঁড়িতে সক্ষম।
তাঁহারাই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ॥ ৪৭৭ ॥

পিতা, আমি আজই গৃহত্যাগ করিব, সারহীন ভোগে আমার
প্রয়োজন নাই
নির্মূল তালবৃক্ষের ন্যায় আমার ভোগস্পৃহা ক্ষয় হইয়াছে।' ॥ ৪৭৮ ॥

তিনি যখন পিতাকে এইরূপ বলিতেছিলেন, অনিকরট্ঠ তখন নির্দিষ্ট
সময়ে
পিতার প্রদানে অঙ্গীকারপ্রাপ্ত কন্যার কাছে চলিলেন। ॥ ৪৭৯ ॥

তখন সুমেধা তাহার কৃষ্ণ কোমল নিবিড় কেশদাম খড়্গ দিয়া ছেদন করিয়া
প্রাসাদের রুদ্ধদ্বার কক্ষে ধ্যানের প্রথমস্তর সমাপ্ত করিয়াছেন। ॥ ৪৮০ ॥

অনিকরট্ঠ যখন মন্তাবতী নগরে আগমন করিলেন
সুমেধা তখন সেই আসনে অনিত্যের ভাবনায় নিযুক্তা। ॥ ৪৮১ ॥

মণিকাঞ্চনে বিভূষিত অনিকরট্ঠ মনস্থির করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিয়া
কৃতাঞ্জলি হইয়া সুমেধার পাণি প্রার্থনা করিলেন। ॥ ৪৮২ ॥

'হে নবীনা, রাজ্ঞী হইয়া ধনৈশ্বর্য ভোগে সুখী হও
কামভোগ কামসুখ জগতে দুর্লভ। ॥ ৪৮৩ ॥

আমার রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি, ভোগ কর, দানাদি দাও
দুমনা হইয়া মাতাপিতাকে দুঃখ দিও না।' ॥ ৪৮৪ ॥

মোহহীনা, অনর্থকামে বীতশ্রদ্ধা, সুমেধা তখন বলিলেন,
'কামকে সাদরে অভ্যর্থনা করিও না। ॥ ৪৮৫ ॥

দেখ, চতুর্দ্বীপের[১] রাজা মান্ধাতা[২] কামভোগে অদ্বিতীয় ছিলেন,
অতৃপ্ত রাজাকে কালান্তক তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। ॥ ৪৮৬ ॥

সমস্ত বৎসর ধরিয়া দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া যদি সপ্ত রত্নাদি বর্ষিতও হয়
তবুও কামের তৃপ্তি নাই, মানুষ অতৃপ্ত থাকিয়াই মরিবে। ॥ ৪৮৭ ॥

কাম ছুরি ও শূল সম, কাম ফণীধর সর্প
জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড[৩], অস্থি কঙ্কালের সমষ্টি। ॥ ৪৮৮ ॥

---

১ প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী চার দ্বীপে বিভক্ত। চার দ্বিপের একটি হ'ল জম্বুদ্বীপ যাতে মানুষের বাস।

২ প্রাচীন পৌরাণিক রাজা। রামায়ণ, মহাভারতে এই রাজার উল্লেখ আছে।

৩ প্রাচীনকালে পৃথিবীর বুকে যে উল্কাপাত হতো তা মানুষ বিভীষিকার মতো মনে রেখেছিল।

কাম অনিত্য অধ্রুব, বহু দুঃখদায়ী তীব্র হলাহল
উত্তপ্ত লৌহ গোলক, সন্তাপ দুঃখমূল দুঃখ প্রসবিনী। ॥ ৪৮৯ ॥

* কাম যেন বৃক্ষের ফল ও দুঃখ একখণ্ড মাংস বিশেষ
কাম প্রবঞ্চক স্বপ্ন, কাম ঋণস্বরূপ গৃহীত পরধন[১]। ॥ ৪৯০ ॥

কাম ছুরিকা, শূল, দুরন্ত গণ্ড ব্যাধি
জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ড সদৃশ দুঃখমূল, প্রাণনাশী, ভীতিপ্রদ। ॥ ৪৯১ ॥

কাম বহু দুঃখদায়ী, অখ্যাত ও মুক্তির অন্তরায়
জীবনের প্রতি তাই আমি আস্থাহীন
যাও তুমি, আমার অন্য কাজ আছে। ॥ ৪৯২ ॥

আমার মাথার 'পরে প্রজ্বলিত অগ্নি, অন্যজন আমায় কী রক্ষা করিবে ?
জরা মৃত্যু আমাকে নিয়ত অনুসরণ করিতেছে, তাহার বিনাশের প্রয়াস
করিব এখন।' ॥ ৪৯৩ ॥

পরে সুমেধা কক্ষের দ্বার খুলিয়া মাতা-পিতা ও অনিকরট্ঠকে
ভূমি 'পরে বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন।' ॥ ৪৯৪ ॥

'জ্ঞানহীনদের সংসার[২] দীর্ঘ, বারবার তাহাদের কাঁদিতে হয়
অন্তহীন তাহাদের ভয়—পিতৃমরণ, ভ্রাতৃমরণ ও নিজের মরণ ভয়।
॥ ৪৯৫ ॥

---

* এই শ্লোকের উপমা দুটি মজ্ঝিমনিকায়ের ৫৪নং সূত্রে রয়েছে। প্রথম উপমাটি হলো, ফলের লোভে একজন গাছে চড়লে অন্যজন তা না করতে পেরে, ফলের লোভে গাছটি কেটে ফেলে নীচে নামায়। দ্বিতীয় উপমাটি হলো, কোন মাংসাশী পাখি একখণ্ড মাংস নিয়ে উড়ে গেলে, অন্য মাংসাশী পাখিরা সেই পাখিটিকে তাড়া করে তার মাংসের খণ্ডটি কেড়ে নিতে। এইভাবে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

১ ঋণে প্রাপ্ত বস্তু নিজের হয় না।

২ এটা বুদ্ধের বচন, ধর্মপদ'এ রয়েছে : জেতবনে ধর্মসভায় বুদ্ধ এই বাণী প্রদান করেন। পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রবাহকে 'সংসার' বলা হয়েছে।

রুধির অশ্রু মাতৃদুগ্ধ সিক্ত অনন্ত জীবন সংসার
বহুজীবন অতিক্রমে স্তূপীকৃত অস্থির উচ্ছিষ্ট, স্মরণ কর। ॥ ৪৯৬ ॥

রুধির-অশ্রু-মাতৃদুগ্ধ সমষ্টি চার মহাসমুদ্রের বারিরাশির সমান
মাত্র এক কল্পের সঞ্চিত অস্থি বিপুলের* সমান। ॥ ৪৯৭ ॥

অনাদি অনন্ত সংসারে ভ্রাম্যমাণ[১] আমরা
আমাদের মাতাপিতার সংখ্যা গুণিতে সারা জম্বুদ্বীপের মাটিতেও
প্রয়োজনীয় অঙ্কগুলিকা হইবে না। ॥ ৪৯৮ ॥

পৃথিবীর সকল তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা, পত্রাদি একত্র করিয়া
যদি চারি অঙ্গুলি পরিমিত আঁটি স্বতন্ত্র বাঁধি,
তবুও পিতৃপুরুষদের সংখ্যা গোনা সম্ভব নয়। ॥ ৪৯৯ ॥

সমুদ্রের সেই অন্ধ কচ্ছপের কথা[২] স্মরণ কর
শতবর্ষান্তে একবার মস্তক সে উত্তোলন করে
শত জন্মান্তে মনুষ্য জন্মও সেইরূপ দুর্লভ ধন। ॥ ৫০০ ॥

মনে রাখিও, ফেনপিণ্ডসম এই অবয়ব, অসার এই দেহ, দুর্দশাগ্রস্ত
অনিত্য স্কন্ধ সকল, নরকের দীর্ঘ নির্যাতন ভুলিও না। ॥ ৫০১ ॥

পুনঃ পুনঃ জন্মে শ্মশানের পুষ্টিসাধন হয়
কুম্ভীর ভয়ে ভীত[৩] না হইয়া চতুরার্য সত্য স্মরণ কর। ॥ ৫০২ ॥

অমৃত ত্যাগ করিয়া পঞ্চতিক্তে[৪] প্রীতিলাভ করিতেছ কেন?
তারও অধিক কটুকর ভোগানন্দ জানিও। ॥ ৫০৩ ॥

---

* হিমালয়কে বোঝানো হয়েছে।

১ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর কথা দীঘনিকায়ের 'মহাসতিপট্ঠান সুত্র'-তে আছে।

২ এই কাহিনী মজ্ঝিমনিকায়-এর 'বাল পণ্ডিত সুত্র'তে আছে।

৩ প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর নিয়ম রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে গৃহী জীবনে ফিরে গেলে তাকে কুম্ভীর ভয়ে ভীত বা 'কুম্ভীর ভয়' বলা হয়। এই কথা মজ্ঝিমনিকায়'-এ আছে।

৪ পঞ্চতিক্ত হলো নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পলতা পাতা ও কণ্টকারী।

অমৃত ত্যাগ করিয়া কামে প্রীতিলাভ করিতেছ কেন ?
সকল কামাসক্তি দাহ্যমান, উত্তপ্ত, কুপিত, ক্ষোভময় । ॥ ৫০৪ ॥

শত্রুর পরিহার যখন সম্ভব, তখন শত্রুবহুল কামাসক্তির কী প্রয়োজন ?
রাজা, অগ্নি, চোর, জল ও অপ্রিয়জন প্রয়োজনে
সবাই কামাসক্তির কারণে শত্রুতা করে । ॥ ৫০৫ ॥

মোক্ষ বিদ্যমানে বধ বন্ধন ভবের কামাসক্তির কী প্রয়োজন ?
কামে বধ বন্ধনের ভয় থাকে, কামাসক্ত দুঃখ অনুভব করে । ॥ ৫০৬ ॥

জ্বলন্ত তৃণখণ্ড না ফেলিয়া যে তাহা ধারণ করে[১], সে অকারণে দগ্ধ হয়
সেইরূপ কামাসক্তি পরিত্যাগ না করিলে দগ্ধ হইতে হয় । ॥ ৫০৭ ॥

বিপুল সুখের বিনিময়ে বিন্দুমাত্র কামসুখও গ্রহণ করিবে না
পৃথুলোমের[২] মতো বঁড়শি গিলিয়া পরে দুঃখ করিও না । ॥ ৫০৮ ॥

ক্ষুধার্ত চণ্ডালগণ[৩] পোষা রজ্জুবদ্ধ কুক্কুটও বিনষ্ট করে
চণ্ডালসম কামতৃষ্ণা দমন কর, নইলে তোমারও সেই দশা হইবে।
॥ ৫০৯ ॥

কামাসক্তি অপরিমেয় দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণাদায়ী
তাই কামাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুব কাম হইতে বিযুক্ত হও[৪] ।
॥ ৫১০ ॥

অজরত্ব বিদ্যমানে জরাশীল কামরতির কী প্রয়োজন ?
সর্বত্র সকল জীবন ব্যাধি ও মৃত্যুতেই শেষ হয় । ॥ ৫১১ ॥

এই অজারামর মার্গে নাই জরা, নাই মৃত্যু, নাই শোক
সন্তাপ নাই, বিঘ্নও নাই, নিরুপদ্রব অটল অভয় ॥ ৫১২ ॥

---

১ কাহিনীটি মজ্ঝিমনিকায়'-এর 'অলাগদ্দুপম' ও 'পোতলিয়' সূত্রে রয়েছে ।

২ এক জাতের বড় প্রাচীন মাছ ।

৩ জঙ্গলে বাসকারি ব্যাধ ।

৪ জন্মমৃত্যুর বন্ধন মুক্ত হওয়া ।

বহুজন এই অমৃতের আস্বাদন করিয়াছেন, আজও তাহা লভ্য
উদ্যমশীল তাহা প্রাপ্ত হয়, উদ্যমহীনের তাহা লভ্য নয়।' ॥ ৫১৩ ॥

এইরূপ বলিয়া সংস্কারমুক্ত[১] আসক্তিহীনা সুমেধা
নতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া অনিকরট্ঠকে অনুনয় করিলেন। ॥ ৫১৪ ॥

অনিকরট্ঠ ভূমি ছাড়িয়া উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সুমেধার পিতাকে
উপরোধ করিলেন,
'বিমুক্ত সত্য দর্শনের জন্য সুমেধাকে প্রব্রজ্যায় অনুমতি দিন।'
॥ ৫১৫ ॥

শোক ও ভয়ে ভীতা সুমেধা পিতামাতার অনুমতি লইয়া
প্রব্রজ্যিতা হইলেন।
শিক্ষাকালেই ষড়ভিজ্ঞা হইয়া পরম ফল[২] প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৫১৬ ॥

*আশ্চর্য অদ্ভুত রাজকন্যার এই নির্বাণ
পরবর্তীকালে পূর্বজন্মের বিবরণ যাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন
তাহা এইরূপ। ॥ ৫১৭ ॥

'যখন ভগবান কোণাগম সঙ্ঘারামের নবনিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন[৩]
তখন তিন সখীতে[৪] মিলিয়া আমরা নতুন বিহার তাঁহাকে দান করি।
॥ ৫১৮ ॥

এই পুণ্যে দশ, শত, দশশত, শত সহস্র বছর দেবলোকে বাস করিয়াছি
মনুষ্য জগতের কথা কী আর বলিব। ॥ ৫১৯ ॥

---

১ স্কন্ধমুক্ত।

২ অর্হত্ত্বলাভ।

* পরের এই ছয়টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

৩ মহাযানীদের অবতারতত্ত্বে গৌতম বুদ্ধ একমাত্র বুদ্ধ নয়। তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধের জন্ম হয়েছে, পরেও বহু বুদ্ধের জন্ম হবে। মহাযানীদের মতে কোণাগম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের পূর্বে এই ধরায় এসেছিলেন।

৪ সুমেধার দুই সখী হলো ক্ষেমা ও ধনঞ্জানী।

দেবলোকে আমাদের পরাক্রম ছিল, মনুষ্যজগতের কথা কী আর বলব
সপ্তরত্নের[১] অন্যতম স্ত্রীরত্ন—মহিষী ছিলাম আমি। ॥ ৫২০ ॥

বুদ্ধশাসনে সমর্পণই এর কারণ, উৎস ও মূল।
ধর্মানুরাগীরা প্রথম যোগসূত্রেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ॥ ৫২১ ॥

বলা হইয়াছে, যাঁহারা সেই অপরিসীম প্রজ্ঞাবানের বচনে শ্রদ্ধাশীল
ভবতৃষ্ণা নিবৃত্তিতে তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়া বিরাজ করেন।' ॥ ৫২২ ॥

॥ সুমেধা ॥

পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের গাথা সমাপ্ত

আদিতে ভিক্ষুণী সুমেধার মূল গাথাটি ছিল ৫১৬নং শ্লোক পর্যন্ত, অর্থাৎ ঊনসত্তর শ্লোকের। পরে প্রক্ষিপ্ত ছ'টি শ্লোক যোগ করে গাথাটিকে মহাযানী রূপ দেবার অপচেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া, মূল গাথায় ও ফাঁকে ফাঁকে স্বর্গ-নরকের কথা ঢুকেছে যা হীনযানী আদর্শে নেই। এইভাবে তৎকালীন মহাযানীরা আসল বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলোর প্রভূত ক্ষতি করেছেন।

**সমগ্র 'থেরীগাথা' সমাপ্ত**

---

১ সপ্তরত্ন হলো—স্ত্রী, গৃহপতি, হস্তী, অশ্ব, মণিমুক্তা, পরিনায়ক ও চক্র।

প্রাকৃতে মূল

# থেরীগাথা

সুখেনঅ সুপাহি থেরীকে কত্‌ভা চোলেন পারুতা।
উপসন্‌তো হি তে রাগো সুখঢ়াকম ভা কুম্ভিয়ম। ॥ ১ ॥

॥ অঞ্‌ঞতরা থেরী ॥

মুত্তে মুচ্ছঅস্যু যোগেহি চন্দো রাহুপ্পহো ইভঅ।
ভিপ্পমুত্তেনঅ চিত্তেন অনন্যা ভুঞ্জাহি পিণ্ডকম্‌। ॥ ২ ॥

॥ মুত্তম্‌ ॥

পুন্নে পুরস্সু ধম্মেহি চন্দো পন্নঅরসে-র-ইভঅ
পরিপুপ্পায় পঞ্ঞায় তমোকখনদম পদালয়। ॥ ৩ ॥

॥ পুঞ্‌ঞা ॥

তিস্সে শিকখস্সু শিকখায় মা তং যোগা উপচ্ছগুম্‌
সব্ব যোগ বিসংযুক্তা চর লোকে অনাসবা। ॥ ৪ ॥

॥ তিস্সা ॥

তিস্যে যউঞ্জঅস্সউ ধম্মেহি খনো তং মা উপচ্ছগা।
খনাতীতা হি সোচন্তি নিরয়মহি সমপ্পিতা। ॥ ৫ ॥

॥ অঞ্‌ঞতরা তিস্সা ॥

ধীরে নিরোধং ফুসেহি সঞ্ঞাভুপসমং সুখং।
আরাধ্যাহি নিব্বাণং যোগক্ষেমং অনুত্তরং। ॥ ৬ ॥

॥ ধীরা ॥

ধীরা ধীরেহি ধম্মেহি ভিক্ষুণী ভাবিতিনদ্রিয়া।
ধারেহি অন্তিমং দেহং জেত্বা মারং সবাহনং। ॥ ৭ ॥

॥ অঞ্‌ঞতরা ধীরা ॥

সদ্ধায় পব্বজিত্বানঅ মিত্তে মিত্তরতা ভব।
ভাবেহি কশল ধম্মে যোগক্ষেমস্স পত্তিয়া। ॥ ৮ ॥

॥ মিত্তা ॥

সম্ধায় পব্বজিত্বানঅ ভদ্রে ভদ্ররতা ভব।
ভাবেহি কুশল ধম্মে যোগক্ষেমং অনুত্তরং। ॥ ৯ ॥
॥ ভদ্রা ॥

উপশমে তরে ওঘং মচ্চুধায়ং সুদুত্তরং।
ধারেহি অন্তিমং দেহং জেত্বা মারং সবাহনং। ॥ ১০ ॥
॥ উপশমা ॥

সুমুত্তা সাধু মুত্তমহি তীহি খুদ্দেহি মুত্তিয়া।
উদুকখলেন মুশলেন পতিনা খুদ্দকেন চ। ॥ ১১ ॥
॥ মুত্তা ॥

চন্দজাতা অভসায়ে মনসা চ ফুতা সিয়া।
খামেসু অপ্পটিবন্ধচিত্তা উদ্ধংসোতা তি ভুচ্চতি। ॥ ১২ ॥
॥ ধম্মদিন্না ॥

করোথ বুদ্ধশাসনং যং কত্বা নানুতপ্পতি।
ক্খিপং পাদানি ধোবিত্বা একমন্তে নিসীদথ। ॥ ১৩ ॥
॥ বিশাখা ॥

ধাতুযো দুক্খতো দিসভা মা জাতি পুনর আগমি।
ভাবে ছন্দং বিরাজেত্বা উপসনতআ চরিস্সসি। ॥ ১৪ ॥
॥ সুমনা ॥

কায়েন সংভূতা আসিং বাচায়অ উধঅ চেতসা।
সমূলং তন্হং অভূষহঅ সীতিভূতং হি নিব্বুতা। ॥ ১৫ ॥
॥ উত্তরা ॥

সুখং তবং ভুজ্জিকে সেহি কত্বা চোলেন পারুতা।
উপসন্তো হি তে রাগো সীতিভূতা সি নিব্বুতা। ॥ ১৬ ॥
॥ সুমনা বুদ্ধ পব্বজিতা ॥

পিন্ডপাতং চরিত্বানঅ দণ্ডং ওলুব্বহঅ দুব্বলা।
বধমানেহি গত্তেহি তত্ব ইভঅ নিপতিং ছমা।
দিসভা আদানভং কায়ে অথঅ চিত্তং বিমুচ্চিমে। ॥ ১৭ ॥
॥ ধম্মা ॥

হিতভা ঘরে পব্বজিতভা হিতভা পুত্তং পশুং পিয়ং।
হিতভা রাগঞ্চ দোষঞ্চ অভিজ্জঞ্চ বিরাজিয়।
সমূলং তন্হং অভূযহঅ উপসন্তংহি নিব্বুতা। ॥ ১৮ ॥

॥ সংঘা ॥

॥ একিকা থেরিয়ও সমত্তা ॥

আতুরং অসুচিং পূতিং পস্স নন্দে সমুস্সয়ং।
অশুভায় চিত্তং ভাবেহি একগ্গং সুসমাহিতং। ॥ ১৯ ॥

অনিমিত্তঞ্চ ভাবেহি মানানুসয়ং উপজ্জহঅ।
ততো মানাভিসমযা উপসন্তা চরিস্সসি। ॥ ২০ ॥

॥ নন্দ ॥

যে ইমে শত্ত ভোঝ্ঝহঅনগা মগ্গা নিব্বানপত্তিয়া।
ভাবেতি তে ময়া সব্বে যথা বুদ্ধেন দেশিতা। ॥ ২১ ॥

দিট্ঠোহি মে সো ভগভা অনুতিমো অয়ং সমুস্সয়ো।
ভিক্খীনো জাতিসংসার নঅ অত্থি দানি পুনব্বঅভো। ॥ ২২ ॥

॥ জেন্তি ॥

সুমুত্তিকে সুমুত্তিকা সাধু মুত্তিকং হি মুসলঅস্স।
অহিরিকো মে ছত্তকং ভা পি উকখঅলিকা মে দলিদ্দভাবা তি। ॥ ২৩ ॥

রাগঞ্চ অহং দোষঞ্চ বিচ্ছিন্দনতি ভিহরানি
সা রুকখমূলং উপগম্মা অহো সুখং তি সুখতো ঝায়ামি। ॥ ২৪ ॥

॥ অঞ্ঞতরা থেরী ॥

যাভঅ কাশী জনপদো সুংকো মে ত অধঅকো অহু।
তং কত্বা নিগমো অগ্গহং অগ্গহে নগ্গং থপেসি মং। ॥ ২৫ ॥

অথ নিব্বিনদঅ অহং রূপে নিব্বিনদঞ্চ ভিরজ্জঅহং।
মা পুন জাতিসংসারং সন্ধাভেয্যম পুনপ্পুনং।
তিসসো ভিজ্জা সচ্চিকতা কতং বুদ্ধস্স শাসনং। ॥ ২৬ ॥

॥ অড্ডহকাশী ॥

কিঞ্চ চাপি খো অমহি কিসিকা গিলানা বালহঅ দুব্বলা।
দণ্ডং দুব্বহঅ গচ্ছামি পব্বতং অভিরুহিয়। ॥ ২৭ ॥

সংঘাটিং নিক্খিপিততানঅ পত্তকম চ নিকুজ্জিয়।
শেলে খমভেসিং অত্তানং তমোক্খন্দম পদালিয়। ॥ ২৮ ॥

॥ চিত্তা ॥

কিঞ্চ চাপি খো অমহি দুক্খিতা দুব্বলা গতযোব্বনা।
দণ্ডং ওলুব্বহঅ গচ্ছামি পব্বতং অভিরুহিয়। ॥ ২৯ ॥

নিকখিপিততানঅ সংঘাটিং পত্তকং চ নিকুজ্জিয়।
নিসিন্না চ অমহি শেলমভি অথহ চিত্তং ভিমুচ্চি মে।
তিসসো ভিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স শাসনং। ॥ ৩০ ॥

॥ মিত্তিকা ॥

চাতুদ্দসি পঞ্চদ্দসি য়া চ পকখঅস্যঅ অটটহমি।
পরিহারিকপক্খহঞ্চ চ অটটহংগ সুসমাগতং।
উপোসতথং উপগচ্ছিং দেবকায়াভিনন্দিনী। ॥ ৩১ ॥

সাজ্জ একেন ভত্তেন মুণ্ডা সংঘাটি পুরতা।
দেবকায়ং ন পত্তে অহং ভিনেয্যঅ হদয়ে দরং। ॥ ৩২ ॥

॥ মিত্তা ॥

উদ্ধং পাদতলা অম্ম অখো চ কেশমত্থকা।
পচ্চ ভেক্খহসু মং কায়ং অশুচিং পুতগন্ধিকং। ॥ ৩৩ ॥

এভং ভিহরমানায় সব্বো রাগো সমুহতো।
পরিট্টাহো সমুচ্ছিনো সীতিভূত অমহি নিব্বুতা। ॥ ৩৪ ॥

॥ অভয়মাতা ॥

অভয়ে ভিদুর কায়ো যত্থঅ সত্তা পুথুজ্জনা।
নিক্খিপিস্সং ইমং দেহং সংপজানা সতীমতী। ॥ ৩৫ ॥

বহুহি দুকখ ধম্মেহি অপ্পমাদরতায় মে।
তন্হকখয়ো অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধসস্ শাসনং তি। ॥ ৩৬ ॥

॥ অভয়া থেরী ॥

চতুকখত্তুং পঞ্চচক্খত্তুং বিহারা উপনিক্খমিং।
অলদ্ধা চেতসো সন্তিং চিত্তে অভসভত্তিনি। ॥ ৩৭ ॥

তসসা মে অট্ঠমি রত্তি তন্হা ময়হং সমূহতা।
বহূহি দুকখধম্মেহি অপ্পমাদরতায় মে।
তন্হক্খয়ো অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধসস্ শাসনং। ॥ ৩৮ ॥

॥ সামা ॥

॥ দুকঅনিপতো নিট্ঠিত ॥

পন্নভিসতি ভস্সানি য়তো পব্বজিতায় মে।
নাভিজানামি চিত্তসস্ সমং লদ্ধং কুদাচনং। ॥ ৩৯ ॥

অলদ্ধা চেতসো সন্তিনি চিত্ত অভসভত্থিনি।
ততো সংভেগং আপাদিং সরিত্বা জিনশাসনং। ॥ ৪০ ॥

বহূহি দুকখধম্মেহি অপ্পমাদরতায় মে।
তন্হক্খয়ো অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্স শাসনং।
অজ্জ মে সত্তং রত্তি য়তো তন্হা ভিসোসিতা। ॥ ৪১ ॥

॥ অঞ্ঞতরা সামা ॥

চতুক্খত্তুং পঞ্চচক্খত্তুং ভিহারা উপনিক্খমিং।
অলদ্ধা চেতসো সন্তিং চিত্তে অভসভত্তিনি। ॥ ৪২ ॥

সা ভিক্খুণীং উপাগচ্ছিং য়া মে সদ্ধায়িকা অহু।
সা মে ধম্মং আদেশেসি খন্ধায়তন ধাতুয়ো। ॥ ৪৩ ॥

তস্সা ধম্মং সুনিত্বান যথা মং অনুশাসি সা।
সত্তাহং একপল্লঙ্কে নিসীদিং পীতিসুখ্অ সমপ্পিতা। ॥ ৪৪ ॥

॥ উত্তমা ॥

য়ে ইমে সত্ত বোজ্জহংগা মগ্গা নিব্বাণ পত্তিয়া।
ভাভেতি তে ময়্যা সব্বে যথা বুদ্ধেন দেশিতা। ॥ ৪৫ ॥

সুঞ্ঞতস্সা নিমিতস্স লাভিনী অহং য়দ ইচ্ছিতম।
ওরসা ধীতা বুদ্ধস্স নিব্বাণা ভিরত সদা। ॥ ৪৬ ॥

সব্বে কামা সমুচ্ছিন্না যে দিব্বা যে চ মানুসা।
ভিক্খিনো জাতিসংসারো ন অত্থি দানি পুনব্ভবো। ॥ ৪৭ ॥

॥ অঞ্ঞতরা উত্তমা ॥

দিবা বিহারা নিক্খম্ম গিজ্ঝকূটংহি পব্বতে।
নাগং ওগাহ-ম-উত্তিন্নং নদীতীরমহি অন্ধসং। ॥ ৪৮ ॥

পুরিসো অনুকসং আদায় দেহি পাদন তি য়াচতি।
নাগো পসারয়ি পাদং পুরিসো নাগং আরুহি। ॥ ৪৯ ॥

দিস্ভা অদনতং দমিতং মনুস্সানং ভসং গতং।
ততো চিত্তং সমাধেমি খলু তায় বনং গতা। ॥ ৫০ ॥

॥ দন্তিকা ॥

অম্ম জিভা তি ভনং হি কন্দসি অত্তানং অধিগচ্ছ উম্বিরী।
চুলা সীতি সহস্সানি সব্বা জিভসনামিকা।
য়েতংহি আলাহনে দব্ধা তাসং অনুশোচসি। ॥ ৫১ ॥

অব্বুহি ভলা মে সল্লং দুব্ধসং হৃদয় নিস্সিতং।
য়ং মে সোকপরেতায় ধিতু সোকং ব্যঅপানিদি। ॥ ৫২ ॥

সাজ্জ অব্বুলহসল্লাহং নিচ্ছহাতা পরিনিবুত্তা।
বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সনঘঞ্চ উপেমি সরনং মুনিং। ॥ ৫৩ ॥

॥ উম্বিরী ॥

কিং মে কতা রাজগহে মনুস্সা মধুং পীতা ভঅ অচ্ছরে।
য়ে সুক্খং ন উপাশন্তি দেশেনতিং বুদ্ধশাসনং। ॥ ৫৪ ॥

তঅঞ্চ অপ্পটিভানিয়ং অসেচনকং ওজভং।
পিভন্তি মঞ্ঞে সপ্পঞ্ঞা ভলাহকং ইভ অন্ধগু। ॥ ৫৫ ॥

সুক্খা সুক্খেহি ধম্মেহি ভিতরাগা সমাহিতা।
ধারেহি অন্তিমং দেহং জিত্বা মারং সভাহনং। ॥ ৫৬ ॥

॥ সুক্কা ॥

ন' অত্থি নিস্সরনং লোকে কিং ভিক্খেকেন কাহসি।
ভুন্ঞাহি কামরতিও মাহু পচ্ছানুতাপিনী। ॥ ৫৭ ॥

সত্তিসূলূপমা কামা খনদানং অধিকুট্টনা।
য়ং তবং কামরতিং ব্রূসি অরতি দানি সা মমং। ॥ ৫৮ ॥

সব্বত্তহঅ ভিহতা ননদি তমোকখন্দো পদালিতো।
ইভং জানাহি পাপিমঅ নিহতো তবং অসি অন্তক। ॥ ৫৯ ॥

॥ সেলা ॥

য়েং তং ইসীহি পত্তব্বং থানং দুরভিসমভবং।
ন তং দভাঙ্গুলিপঞ্ঞায় সক্কা পপ্পোতুং ইতথিয়া। ॥ ৬০ ॥

ইতথিভাবো ন কিং কয়িরা চিত্তংহি সুসমাহিতে।
ঞানংহি ভত্তমানংহি সম্মা ধম্মং ভিপস্সতো। ॥ ৬১ ॥

সব্বঅত্তহ ভিহতা ননদি তমোক্খন্ধো পদালিতো।
ইভং জানাহি পাপিমঅ নিহতো তবং অসি অন্তক। ॥ ৬২ ॥

॥ সোমা ॥

॥ তিকনিপতো নিট্ঠিত ॥

পুত্তো বুদ্ধস্স দায়াদো কস্সগো সুসমাহিতো।
পুব্বে নিবাসং য়ে ভাদি সগ্গাপায়ঞ্ চ পস্সতি। ॥ ৬৩ ॥

অথে জাতিকখয়ং পত্তো অভিঞ্ঞাভোসিতো মুনি।
য়েতাহি তিহি বিজ্জহাহি তেভিজ্জো হোতি ব্রাহ্মনো। ॥ ৬৪ ॥

তথভ ভদ্দা কপিলানি তেভিজ্জা মচ্চুহায়িনী।
ধারেতি অন্তিমং দেহং জেত্ভা মারং সভাহনং। ॥ ৬৫ ॥

দিস্ভা আদানভং লোকে উভো পব্বজিতা ময়ং।
ত্য অহং খিনাসভা দন্তা সীতিভূতমহ নিব্বুতা তি। ॥ ৬৬ ॥

॥ ভদ্দা কপিলানি ॥

॥ চতুক্কনিপতো নিট্ঠিত ॥

পন্নভিসতি ভস্সানি য়তো পব্বাজিতা অহং।
অচ্চঞ্ঞরা সংঘাটমত্তং পি চিত্তসঅ উপশম অজ্জহগং। ॥ ৬৭ ॥

অলব্ধা চেতসো শান্তিং কামরাগেন অভস্সুতা।
বাহা পগ্গয়হ খন্দন্তি ভিহারং পাভিসিং অহং। ॥ ৬৮ ॥

সা ভিক্খুণীং উপাগচ্ছিং য়া মে সদ্ধায়িকা অহু।
সা মে ধম্মং অদেশেসি খন্ধায়াতন ধাতুয়ো। ॥ ৬৯ ॥

তস্সা ধম্মং সুনিত্বানঅ একমনতে উপাভিসিং।
পুব্বনিবাসং জানামি দিব্বচক্খুং ভিসোধিতং ॥ ৭০ ॥

চেতো পরিচ্চ ঞানঞ চ সোতধাতু ভিসোধিত।
ইদ্ধিহি পি মে সচ্চহিকতা পত্তো সে আসভক্খয়ো।
চহ মে ভিঞ্ঞা সচ্চহিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং। ॥ ৭১ ॥

॥ অঞ্ঞতরা ভিক্খুণী অপঞ্ঞাতা ॥

মত্তা ভন্নেনঅ রূপেন শোভগ্গেনঅ যশেনঅ চ।
যোব্বনেনঅ চ' উপত্তহদ্ধহা অঞ্ঞা সমতিমঅঞ্ঞই অহম্। ॥ ৭২ ॥

ভিভুসেতভা ইমং কায়ং সুচিত্তঅং বালালপনং।
অট্টহাসিং ভেসিদ্ভারমহি লুদ্ধো পাসং ইভ ওড্ডিয়। ॥ ৭৩ ॥

পিলনধনং ভিদং সনতি গুয়হং পকাসিকং ভুম।
অকাসিং বিবিধং মায়ং উজ্জঅগ্গহন্তি বহুং জনং। ॥ ৭৪ ॥

সাজ্জ পিনডং চরিত্বানঅ মুণ্ডা সংঘাটিং পারুতা।
নিসিন্না রুক্খমূলম্হি অভিতক্কস্স লাভিনি। ॥ ৭৫ ॥

সব্বো যোগা সমুছিন্না য়ে দিব্বা য়ে চ মানুষা।
ক্খেপেত্বা আসভে সব্বে সীতিভূত অমহি নিব্বুতা। ॥ ৭৬ ॥

॥ বিমলা পুরানঅ গণিকা ॥

অয়োনিসোমন শিকারা কামরাগেন অন্দিতা।
অহোসিং উন্দহঅতা পুব্বে চিত্ত অভসভত্তিনী। ॥ ৭৭ ॥

পরিষ্টুহিতা কিলেসেহি সুখসঞ্ঞানুভত্তিনী।
সমং চিত্তসস্ নালভিং রাগচিত্তভসানুগা। ॥ ৭৮ ॥

কিশা পানডু ভিভন্না চ সত্ত ভসসানি চারি অহং।
নাহং দিভা ভা রত্তিং ভা সুখং ভিন্ধিং সুদুকখিতা। ॥ ৭৯ ॥

ততো রঞ্জুং গহেত্বানঅ পাভিসিং বন-ম-অন্তরং।
ভরং মে ইধ উব্বানধং য়ঞ্ চ হিনং পনাচরে। ॥ ৮০ ॥

দল্হপাসং করিত্বানঅ রুক্খশাখায় বনধিয়।
পকখিপিং পাসং গিভায়ং অথ চিত্তং বিমুচ্চি মঅ। ॥ ৮১ ॥
॥ সীহা ॥

অতুরং অশুচিং পুতিং পস্স নন্দে সমুসসয়ং।
অশুভায় চিত্তং ভাভেহি একগ্গং সুসমাহিতং। ॥ ৮২ ॥

যথা ইধং তথা এতং যথা এতং তথা ইধং।
দুগ্গনধং পুতিকং ভাতি বালানং অভিননদিতং। ॥ ৮৩ ॥

এভং এতং অভেকখনতি রত্তিন দিভং অতনদিতা।
ততো সকায় পঞ্ঞায় অভিনিব্বিজ্জ দক্খিসং। ॥ ৮৪ ॥

তসসা মে অপ্পমত্তায় বিচিনন্তিয়া যোনিসো।
যথাভূতং অয়ং কায়ো দিট্ঠো স'অন্তর বাহিরো। ॥ ৮৫ ॥

অথ নিব্বিন্ধা অহং কায়ো অজ্জহত্তঞ্ চ ভিরজ্জ অহং।
অপ্পমত্তা ভিসংযুত্তা উপসন্ত অমহি নিব্বুতা। ॥ ৮৬ ॥
॥ নন্দা ॥

অগ্গিং চন্দঞ্ চ সুরিয়ঞ্ চ দেবতা চ নমস্সি অহং।
নদী তিথানি গণত্বানঅ উদকং ওরুহং অহং। ॥ ৮৭ ॥

বহুভতসমাদানা অত্তং সিসঅসস্অ ওলিখিং।
ছমায় সেজ্জং কপ্পঅমি রত্তিভত্তং ন ভুঞ্জামি অহং। ॥ ৮৮ ॥

ভিভূসমঅনদনরতা নহাপনুচ্ছাদনেহি চ।
উপকাসিং ইমং কায়ং কামরাগেন অদ্দিতা। ॥ ৮৯ ॥

ততো সদধং লভিত্বান পব্বজিং অনাগারিয়ং।
দিসভা কায়ং তথাভূতং কামরাগো সমূহতো। ॥ ৯০ ॥

সব্বে ভবা সমুচ্ছিন্না ইচ্ছা চ পত্তহনা পি চ।
সব্বযোগভিসংযুত্তা সন্তিং পাপুনিং চতসো। ॥ ৯১ ॥

॥ নন্দুত্তরা থেরী ॥

সদ্ধায় পব্বজিত্বানঅ আগরসমা অনাগারিয়ং।
ভিচরি অহং তেন তেন লাভঅসক্কারুসসুকা। ॥ ৯২ ॥

রিঞ্চাচিত্বা পরমং অত্তহং হীনং অত্তহং অসেভি অহং।
কিলেসানং ভঅসং গনত্বা সামঅঞ্ঞঅত্তহং নিরঞ্জি অহং। ॥ ৯৩ ॥

তসা মে অহু সংভেগো নিসিন্নায় ভিহারকে।
উম্মগপতিপন্ন অমহি তন্হায় ভসং আগতা। ॥ ৯৪ ॥

অপ্পকং জিভিতং ময়হং জরা ব্যাধি চ মদ্দতি।
পুরায়ং ভিজ্জতি কায়ো ন মে কালো পমজ্জিতুং। ॥ ৯৫ ॥

যথাভূতং অপকখন্তি খনদানং উদয়ববঅয়ং।
ভিমুত্তচিত্ত উটঠাসিং কতং বুদ্ধসস্ সাসনং। ॥ ৯৬ ॥

॥ মিত্তকালী ॥

আগরসমিং ভসন্তি অহং ধম্মং শুত্বানঅ ভিক্খুণ।
অদ্দসং ভিরাজং ধম্মং নিব্বাণং পদ অচ্চুতং। ॥ ৯৭ ॥

সাহং পুত্তধীতরঞ্চ ধনধঞ্ঞঞঅঞ্চ ছড্ডিয়।
কেশে ছেদাপয়িত্বানঅ পব্বজিং অনাগারয়ম। ॥ ৯৮ ॥

শিকখমানা অহং সনতিং ভাবেনতি মগ্গং অঞ্জসং।
পহাসিং রাগদোসঞ্চ তদেকটঠহে চ আসভে। ॥ ৯৯ ॥

ভিকখুনী পসমপজ্জঅ পব্বজাতিং অনুসসরিং।
দিব্বচকখুং ভিসোধিতং বিমলং সাধু ভাবিতং। ॥ ১০০ ॥

সন্খারে পরতো দিসভা হেতুজাতে-পলোকিন।
পহাসিং আসভে সব্বে সীতিভূত অমহি নিব্বুতা। ॥ ১০১ ॥

॥ সকুলা ॥

দশ পুত্তে ভিজায়িতভা অসমিং রূপসমুস্সয়ে।
ততো অহং দুব্বলা জিন্না ভিকখুনিং উপসন্কমিং। ॥ ১০২ ॥

সা মে ধম্মং অদেশেসি খনদায়তন ধাতুয়ো।
তসসা ধম্মা সুনিতভান কেশে ছেত্বান পব্বজিং। ॥ ১০৩ ॥

তসসা মে শিকখমানায় দিব্বচকখুং ভিসোধিতং।
পুব্বনিবাসং জানামি যথ মে ভূসিতং পুরে। ১০৪ ॥

অনিমিত্তঞ চ ভাভেমি একগ্গা সুসমাহিতা।
অননতরা ভিমোকখাসিং অনুপাদায় নিব্বুতা। ॥ ১০৫ ॥

পঞচঅ খন্দা পরিঞঞাতা তিটঠন্তি ছিন্নমূলকা।
থিতিভত্তহুজঅ অনেজ অমহি ন অত্তিদানি পুনবভবো। ॥ ১০৬ ॥

॥ সোনা ॥

লুনকেশী পঙ্কধারী একসাতি পুরে চরিং।
অভঞ্জে ভঞ্জমতিনী ভঞ্জে চাভঞ্জ দস্সিনী। ॥ ১০৭ ॥

দিবা ভিহারা নিকখমমঅ গিঞ্জহকূটমহি পব্বতে।
অন্ধসং ভিরাজং বুদ্ধং ভিক্খুসঙ্ঘহ পুরকখতং। ॥ ১০৮ ॥

নিহচ্চ জানুং বনদিত্বা সম্মুখা পঞ্জলি অহং।
এহি ভদ্দে তি অভচ সা মে আস উপাসম্পদা। ১০৯ ॥

চিন্না অঙ্গা চ মগধা বজ্জি কাশী চ কোশলা।
অনঙা পঙঙাস ভসসানি রটঠপিনডং অভুঞ্জি অহং। ॥ ১১০ ॥

পুঞঞং চ পসভিং বহুং সপপঞঞো ভত আয়ং উপাসকো।
য়ো ভদ্দায় চীবরং অদাসি মুত্তায় সব্ব বনধেহি। ॥ ১১১ ॥

॥ ভদ্দা পুরাণ নিগন্থি ॥

নঙ্গলেহি কসং খেত্তং বিজানি পভপম্ ছমা।
পুত্তদারানি পোষেনতা ধনং ভিনদন্তি মানভা। ॥ ১১২ ॥

কিং অহং শিলসমপন্না সথহু সাসনকারিকা।
নিব্বাণং নাদিগচ্ছামি অকুশীলা অনুদ্ধতা। ॥ ১১৩ ॥

পাদে পকখালয়িত্বানঅ উদকে সু করোং অহং।
পাদোদকঞ্চ চ দিসভানঅ থলতো নিননং আগতং।
ততো চিত্তং সমাধেমি অসসং ভদরং ভঅ জানিয়ং। ॥ ১১৪ ॥

ততো দিপং গহেত্বানঅ বিহারং পাভিসিং অহং।
সেযয়ং ওলোকয়িত্বানঅ মঞ্চকমহি উপাভিসিং। ॥ ১১৫ ॥

ততো সূচিং গহেত্বানঅ ভত্তিম ওকসস্যাম অহং।
পদিপঅসসেভ নিব্বাণং ভিমোকখো অহু চেতসো। ॥ ১১৬ ॥

॥ পটাচারা ॥

মুসলানি গহেত্বানঅ ধঞ্ঞঞং কোটঠনতি মানভা।
পুত্তদারানি পোষেনতা ধনং ভিনদন্তি মানভা। ॥ ১১৭ ॥

করোথ বুদ্ধশাসনং যং কত্বা নানুতপ্পতি।
খিপপং পাদানি ধোবিত্বা একমন্তে নিসিদথ।
চেতোসমথং অনুযুত্তা করোথ বুদ্ধশাসনং। ॥ ১১৮ ॥

তসসা তা বচনং সুতভা পটাচারায় শাসনং।
পাদে পকখালয়িত্বানঅ একমনতং উপাভিসুং।
চেতোসমথং অনুযুত্তা অকংসু বুদ্ধশাসনং। ॥ ১১৯ ॥

রত্তিয়া পুরিমে যাম পুব্বজাতিং অনুসসরুং।
রত্তিয়া মজ্জিমে যাম দিব্বচকখুং ভিসোধয়ুং।
রত্তিয়া পশ্চিমে যাম তমোকখনধং পদালিয়ুম। ॥ ১২০ ॥

উতথায় পাদে ভনদিংসু কতা তে অনুশাসনি।
ইনদং ভা দেভা তিদসা সংগামে অপরাজিতং।

পুরকখিত্বা ভিহিসসামঅ তেভিজ্জ অমহি অনাসবা। ॥ ১২১ ॥

॥ এত' ইমা তিংসমত্তা থেরী ভিক্খুণীয়ো পটাচারা

সনতিকে অঞ্ঞঞ্ঞঅং ভয়াকংসু ॥

দুগগতাহং পুরে আসিং ভিধ্ভা চ অপুত্তিকা।
ভিনা মিত্তেহি ঞাতিহি ভঅত্তচোলসস্ নাধিগম্। ॥ ১২২ ॥

পত্তং দণ্ডং চ গন্হিত্বা ভিকখমানা কুলাকুলং।
সিতুনহেন চ দয়হন্তি সত্ত বসসানি চারি অহং। ॥ ১২৩ ॥

ভিকখুনিং পুন দিসভানঅ অন্নপানসস লাভিনিং।
উপসংকম্মঅ অভোচং পব্বজিং অনাগারিয়ং। ॥ ১২৪ ॥

সা চ মং অনুকমপায় পব্বাজসি পটাচারা।
ততো মং ওভাদিত্বানঅ পরমঅখে নিয়োযয়ি। ॥ ১২৫ ॥

তসসাহং ভচনং সুত্বা অকাসিং অনুশাসনিং।
অমোঘো অযযায় ওভাদো তেভিজ্জ অমহি অনাসবা। ॥ ১২৬ ॥

॥ চন্দা ॥

॥ পঞ্চনিপতো সমত্তো ॥

যসস্ মগ্গং ন জানাসি আগতস্স গতস্স ভা।
তং কুতো আগতং পুত্তং মম পুত্ত তি রোদসি। ॥ ১২৭ ॥

মগগং চ খো সস জানাসি আগতস্স গতস্স ভা।
ন নং সমনশোচেসি এভং ধম্মা হি পানিনো। ॥ ১২৮ ॥

অযাচিতো ততো অগচ্ছি অনঅনঞঞাতো ইতো গতো।
কুতো পি নুন আগত্বা ভসিত্বা কতিপাহকং। ॥ ১২৯ ॥

ইতো পি অঞ্ঞঞ্ঞঅনাগতো ততো অঞ্ঞঞ্ঞয়েন গচ্ছতি।
পেতো মনুস্সরূপেন সংসরঅন্তো গমিস্সতি।
যথাগতো তথা গতো কা তত্থ পরিদেবনা। ॥ ১৩০ ॥

অরবুহি বালা মে সললং দুদ্ধসং হৃদয়নিসসিতং।
যা মে শোকপরেতায় পুত্তশোকং ব্যঅপানুদি। ॥ ১৩১ ॥

সাজ্জ অববুলহসত্তাহং নিচ্চহাতা পরিনিববুতা।
বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ উপং সরনং মুনিং। ॥ ১৩২ ॥
॥ পঞ্চসতা থেরী পটাচারং ॥

পুত্তশোকং অহং অত্তা খিত্তচিত্তা বিসঞ্ঞইনি।
মগ্গা পকিণ্ণঅকেসি চ তেন তেন বিচারি অহং। ॥ ১৩৩ ॥

ভিথিসংকারকুতেসু সুসানে রথিয়াসু চ।
অচরিং তিনি বসসানি খুপিপাসা সমপিতা। ॥ ১৩৪ ॥

অথ অদ্ধসং সুগতং নগরং মিথিলং গতং।
অদনতানং দমেতারং সম্বুদ্ধং অকুতোভয়ং। ॥ ১৩৫ ॥

সঅং চিত্তং পটিলদধান ভানদিত্বান উপাভিসং।
সো মে ধম্মং অদেসসি অনুকমপায় গোতম। ॥ ১৩৬ ॥

তস্স ধম্মং সুনিত্বান পববজিং অনগারিয়ং।
যুঞ্জনতি সতথু বচনে সচ্ছহাকাসিং পদং শিবং। ॥ ১৩৭ ॥

সববে শোকা সমুচ্ছিন্না পহীনা এতদন্তিকা।
পরিঞ্ঞাতা হি মে ভতথু যতো শোকেন সম্ভভো। ১৩৮ ॥
॥ ভাসিঠহি ॥

দহরা তুভং রূপবতি অহং পি দহরো যুবা।
পঞ্চঙ্গিকেনঅ তুরিয়েন এহি কামেহি রমামসে। ॥ ১৩৯ ॥

ইমিনা পূতিকায়েন আতুরেন পভঙ্গুনা।
অদধিয়ামি হরায়ামি কামতন্হা সমুহতা। ॥ ১৪০ ॥

সখিসুলূপমা কামা খনদানং অধিকুট্টনা।
যং ত্বং কামরতিং ব্রূসি অরতি দানি সা মমং। ॥ ১৪১ ॥

সব্বতথ বিহতা ননদি তমোক্খন্ধো পদালিতো।
এবং জানাহি পাপিনঅ নিহতো ত্বং অসি অন্তক। ॥ ১৪২ ॥

নক্খহত্তানি নমস্সন্তা অগগিং পরিচরং বনে।
যথা ভূচ্চং অজানন্তা বালা সুদ্ধিং অমঞ্ঞথ। ॥ ১৪৩ ॥

অহঞ্চ খো নমস্সন্তি সম্বুদ্ধং পুরিসুত্তমং।
পরিমুত্তা সববদুক্খেহি সতথু সাসনকারিকা। ॥ ১৪৪ ॥

॥ খেমা ॥

অলংকতা সুবসমা মালিনী চন্দনোক্খিতা।
সব্বাভরনসঞ্ছন্না দাসীগম পুরক্খিতা। ॥ ১৪৫ ॥

অননং পানং চ আদায় খজ্জং ভোজ্জং অনপপকং।
গহতো নিক্খমিত্বানঅ উজ্জানং অভিহারয়িং। ॥ ১৪৬ ॥

তৎথঅ রমিত্বা কিলিত্বা আগচ্ছন্তি সকং ঘরং।
বিহারং দক্খিং পাভিসিং সাকেতে অঞ্জনং বনং। ॥ ১৪৭ ॥

দিসভান লোকপজ্জোতং বনদিত্বানঅ উপাভিসিং।
সো মে ধমমং অদেশেসি অনুকম্পায় চকখুনা। ॥ ১৪৮ ॥

সুত্বা চ খো মহেসিসসঅ সচ্চং সমপতিভিজ্জহ অহং।
তত্ত এভঅ বিরজং ধমমং ফুসয়িং অমতং পদং। ॥ ১৪৯ ॥

ততো ভিঞ্ঞত সদ্ধম্মা পববজিজং অনগারিয়ং।
তিসসো বিজজা অনুপপত্তা অমোঘং বুদ্ধসাসনং। ॥ ১৫০ ॥

॥ সুজাতা ॥

উচচে কুলে অহং জাতা বহুবিত্তে মহদ্ধনে।
বন্নেন রূপেন সমপন্না ধিতা মজজহসস অতরজা। ॥ ১৫১ ॥

পঅতথিতা রাজপুত্তেহি সেট্ঠিপুত্তেহি গিজজহিতা।
পিতু মে পেসয়ি দূতং দেথঅ ময়ং অনোপমং। ॥ ১৫২ ॥

যতথকং তুলিতা এসা তুয়হং ধিতা অনোপমা।
ততো অটঠগুনং দসসামি হিরঞ্ঞং রতনানি চ। ॥ ১৫৩ ॥

সাহং দিসভান সমবুদ্ধং লোকজেটঠং অনুত্তরং।
তসস পাদানি বন্দিতভা একমনতং উপাভিসিং। ॥ ১৫৪ ॥

সো মে ধমমং আদেশেসি অনুকমপায় গোতম।
নিসিন্না আসনে তসমিং ফুসয়িং ততিয়ং ফলং। ॥ ১৫৫ ॥

ততো কেসানি ছেতভান পববজজিম অনঅগারিয়ং।
সাজজ মে সত্তমি রত্তি যতো তন্হা ভিসসিতা। ॥ ১৫৬ ॥

॥ অনোপমা ॥

বুদ্ধ বীর নমো ত্য অতথু সববসত্তানং উত্তমঅ।
যো মং দুকখা পমোচেসি অঞঞঅঞ্ঞ চ বহুকং জনম। ॥ ১৫৭ ॥

সবব দুকখা পরিঞঞাতং হেতুতনহা ভিসোসিতা।
অরিয় অটঠহংগিকো মগগো নিরোধো ফুসিতো ময়া। ॥ ১৫৮ ॥

মাতা পুত্তো পিতা ভাতা অয়্যিকা চ পুরে অহং।
যথা ভুচ্চং অজানন্তি সংসরং অহং অনিববিসং। ॥ ১৫৯ ॥

দিথহো হি মে ভগবা অন্তিমো যং সমুসসয়ো।
বিকখিনো জাতিসংসার ন অত্থি দানি পুনবভবো। ॥ ১৬০ ॥

আরদ্ধবিরিয়ে পহিতত্তে নিচ্চং দল্হপরক্কমে।
সমগগে সাভকে পস্স এসা বুদ্ধান বন্ধনা। ॥ ১৬১ ॥

বহুনং ভত অতথায় মায়া জনয়িং গোতমং।
ব্যাধিমরণতুন্নানং দুকখখনধং ব্যপানুদি। ॥ ১৬২ ॥

॥ মহাপজাপতি গোতমি ॥

গুত্তে যদত্তহং পববজজা হিত্বা পুত্তং সমুস্সয়ং।
তং ইভ অনুব্রুহেহি মা চিত্তসস ভসংগমি। ॥ ১৬৩ ॥

চিত্তেন ভঞ্চিতা সত্তা মারসস বিসয়ে রতা।
অনেকজাতিসংসারং সনধাভনতি অভিন্দসু। ॥ ১৬৪ ॥

কামচ্ছন্দঞ্চ ব্যাপাদং সকখাদিটঠহিং ইব চ।
সিলব্বতপরামাসং বিচিকিচ্ছঞ্চ পঞ্চমং। ॥ ১৬৫ ॥

সমযোজনানি এতং পজহিত্বানঅ ভিকখুনি।
ওরমভাগমনিয়ানি ন-য়-ইদং পুনর এহিসি। ॥ ১৬৬ ॥

রাগং মানং অভিজজঞচ উদধচ্চঞ চ ভিভজজিয়।
সমযোজনানি ছেতভানঅ দুকখসস অনতং করিসসসি। ॥ ১৬৭ ॥

খেপেতভা জাতিসংসারং পরিঞঞায় পুনবভবং।
দিটঠা এভ ধমমে নিচ্ছাতা উপসনতা চরিসসসি। ॥ ১৬৮ ॥

॥ গুত্তা ॥

চতুককত্তুং পঞচককত্তুং বিহারা উপনিকখমিং।
অলদ্ধা চেতসো সনতিং চিত্তে অভসভত্তিনি। ॥ ১৬৯ ॥

ভিকখুনিং উপসংকমম সককচ্চং পুরিপুচ্ছ অহন্ত।
সা মে ধমমং অদেশেসি ধাতুআয়তনানি চ। ॥ ১৭০ ॥

চত্তারি অরিয়সচ্চানি ইনদ্রিয়ানি বলানি চ।
বোজজহঙ্গটঠহঅঙগিকং মগগং উত্তমত্তহঅসস পত্তিয়া। ॥ ১৭১ ॥

তসসাহং বচনং সুতভা করোন্তি অনুশাসনিং।
রত্তিয়া পুরিমে যামে পুববজাতিং অনুসসরিং। ॥ ১৭২ ॥

রত্তিয় মজজহিম যামে দিববচকখুহ বিসোধয়িং।
রত্তিয় পচছিম যামে তমোকখনদং পদালয়িং। ॥ ১৭৩ ॥

পিতিসুখেন চ কায়ং ফরিত্তভা বিহরং তদা।
সত্তমিয়া পদে পসারেমি তমোকখনধং পুদালিয়। ॥ ১৭৪ ॥

॥ বিজয়া।

॥ ছনিপতো সমত্তো ॥

মুসলানি গহেতভান ধঅঞঞং কোটেটনতটি মানবা।
পুত্তদারানি পোসেনতা ধনং ভিনদনতি মানবা। ॥ ১৭৫ ॥

ঘটথঅ বুদ্ধসাসনে যং কতবা নানুতপপতি।
খিপপং পাদানি ধোবিতভা একমনতং নিসিদথ। ॥ ১৭৬ ॥

চিত্তং উপট্ঠহপেতবান একগগং সুসমাহিতং।
পচ্চভকখহথ সংখারে পরতো ন চ অত্তনো। ॥ ১৭৭ ॥

তসসাহং বচনং সুতভা পটাচারানুসাসনং।
পাদে পকখালয়িতবা একমনতে উপাবিসিং। ॥ ১৭৮ ॥

রত্তিয়া পুরিমে যামে পুববজাতিং অনুসসরিং।
রত্তিয়া মজ্জিমে যামে দিববচকখহুং বিসোধয়িং। ॥ ১৭৯ ॥

রত্তিয়া পচ্চিমে যামে তমোকখনধং পদালয়িং।
তেভিজ্জা অথ ভূট্ঠহাসি কতা তে অনুসাসনি। ॥ ১৮০ ॥

সককং ভ' দেবা তিদসা সংগামে অপরাজিতং।
পুরকখিতবা ভিহিসসামি তেভিজ্জ অমহি অনাসবা। ॥ ১৮১ ॥
॥ উত্তরা ॥

সতিং উপথপেতভান ভিকখুনী ভাবিতিনদিয়া।
পটিভিজ্জহিং পদং সনতং সঙখারুপসমং সুখং। ॥ ১৮২ ॥

কিঙ নু উদদিসস মুনডা সি সমনী ভিয় দিস্সসি।
ন চ রোচেসি পাসণ্ডে কিং ইদং চরেসি মমুহা। ॥ ১৮৩ ॥

ইতো বহিদধা পাসনডা দিট্ঠিয়ো উপনিস্সিতা।
ন তে ধমমং বিজাননতি ন তে ধমমঅসস কোভিদা। ॥ ১৮৪ ॥

অতথি সকয়্যকুলে জাতো বুদ্ধো অপপতিপুগগলো।
সো মে ধমমং অদেসেসি দিট্ঠিনং সমতিককমং। ॥ ১৮৫ ॥

দুকখং দুকখসমুপপাদং দুকখসস চ অতিকখমং।
অরিয়অট্ঠহঙগিকং মগগং দুকখুপসমগামিনং। ॥ ১৮৬ ॥

তসসাহং বচনং সুতভা বিহারিং সাসনে রতা।
তিসসো ভিজ্জা অনুপপত্তা কতং বুদ্ধসস সাসনং। ॥ ১৮৭ ॥

সববথহ বিহতা ননদি তমোকখনদো পদালিতো।
এবং জানাহি পাপিনঅ নিহতো তবং অসি অনতকা। ॥ ১৮৮ ॥
॥ চালা ॥

সতিমতি চকখুমতি ভিকখুনী ভাবিতিনদিয়া।
পটিবিজ্জহিং পদং সনতং অকাপুরিসসেবিতং। ॥ ১৮৯ ॥

কিং নু জাতিং ন রোচসি জাতো কামানি ভুঞ্জতি।
ভুঞ্জাহি কামরতিয়ো মাহু পচ্চহানুতাপিনি। ॥ ১৯০ ॥

জাতসস মরনং হোতি হতথপাদানঅ ছেদনং।
বধবন্ধনপরিকিলেসসং জাতো দুকখং নিগচ্ছতি। ॥ ১৯১ ॥

অতথি শাক্যকুলে জাতো সম্বুদ্ধো অপরাজিতো।
সো মে ধমমং অদেসেসি জাতিয়া সমতিকখমং। ॥ ১৯২ ॥

দুকখং দুকখসমুপপাদং দুকখসস চ অতিককমং।
অরিয়অটঠঙগিকং মগগং দুকখুপসমগামিনং। ॥ ১৯৩ ॥

তস্সাহং বচনং সুতভা বিহরিং সাসনে রতা।
তিসসো বিজজা অনুপপত্তা কতং বুদ্ধসস সাসনং। ॥ ১৯৪ ॥

সবত্তহ বিহতা ননদি তমোকখনদো পদালিতো।
এবং জানাহি পাপিং নিহতো তবং অসি অনতকঅ। ॥ ১৯৫ ॥

॥ উপচালা ॥

॥ সত্তনিপতো সমত্তো ॥

ভিকখুনি শীলসমপন্না ইনদিয়েসু সুসম্ভূতা।
অধিগচ্ছয়ে পদং সনতং অসেচনকং ওজভং। ॥ ১৯৬ ॥

তাভতিংসা চ যামা চ তুসিতা চাপি দেবতা।
নিম্মানরতিনো দেবা যে দেবা ভসভত্তিনো।
ততথ চিত্তং পনিধেহি যতথ তে ভুসিতং পুরে। ॥ ১৯৭ ॥

তাভতিংসা চ যমা চ তুসিতা চাপি দেবতা।
নিম্সানরতিনো দেবা যে দেবা ভসভত্তিনো। ॥ ১৯৮ ॥

কালং কালং ভবা ভবং সককায়সমিং পুরকখতা।
অভিতিভত্তা সককায়ং জাতি মরনসারিনো। ॥ ১৯৯ ॥

সববো আদিপিতো লোকো সববো লোকো পরিদিপিতো।
সববো পজ্জলিতো লোকো সববো লোকো পকম্পিতো। ॥ ২০০ ॥

অকম্পিতং অতুলিয়ং অপ্পমেয্যজন সেবিতং।
বুদ্ধো ধম্মং মে দেশেসি ততথ মে নিরতো মনো। ॥ ২০১ ॥

তসসাহং বচনং সুত্বা বিহরিং সাসনে রতা।
তিসসো ভিক্খুনী অনুপপত্তা কতং বুদ্ধসস সাসনং। ॥ ২০২ ॥

সববত্থ বিহতা নন্দি তমোক্খন্ধো পদালিতো।
এবং জানাহি পাপিম নিহতো তবং অসি অন্তকঅ। ॥ ২০৩ ॥

॥ শিশুপচালা ॥

॥ অট্ঠহনিপতো সমত্তো ॥

মা সু তে ভট্ঠহ লোকংহি ভন্থো অহু কুদাচনং।
মা পুত্তক পুনপপুনং অহু দুক্খসস ভাগিমা। ॥ ২০৪ ॥

সুখং হি ভট্ঠহ মুনয়ো অনজা ছিন্নসমসয়া।
সীতিভূতা দমপপত্তা বিহরন্তি অনাসবা। ॥ ২০৫ ॥

তেহি আনুচিন্নং ইসীহি মগগং দসসনপত্তিয়া।
দুক্খসস অন্তকিরিয়ায় তবং ভট্ঠঅ অনুব্রুহয়। ॥ ২০৬ ॥

বিসারদা ব ভঞ্ঞসি এতং অতথং জনেত্তি মে।
মঞ্ঞামি নূন মামিকে ভন্থো তে ন ভিজ্জতি। ॥ ২০৭ ॥

যে কেচি ভট্ঠ সংকারা হিনউককথহমজ্জহিমা।
অনু পি অনুমত্তো পি ভন্থো মে ন ভিজ্জতি। ॥ ২০৮ ॥

সববে মে আসবা খিনা অপপমত্তসস ঝায়িতো।
তিসসো ভিক্খুনী অনুপত্তা কতং বুদ্ধসস সাসনং। ॥ ২০৯ ॥

উলারং বত মে মাতা পতোদং সমবসসরি।
পরমতথসঞ্ঞিতা গাথা যথাপি অনুকম্পিকা। ॥ ২১০ ॥

তসসাহং বচনং সুত্বা অনুসিট্ঠহিং জনত্তিয়া।
ধম্মসংবেগং আপাদিং যোগক্খেমস্স পত্তিয়া। ॥ ২১১ ॥

সো অহং পধানপহিতথো রত্তিনদিভং অতনদিতো।
মাতরা কোদিতো সন্তো অফুসিং সন্তিং উত্তমং। ॥ ২১২ ॥

॥ বজ্জমাতা ॥

॥ নভনিপতো সমত্তো ॥

কলয়ানমিত্ততা মুনিনা লোকং আদিসস ভণ্ডিতা।
কলয়ানমিত্তে ভজমানো অপি বালো পন্ডিতো অসস। ॥ ২১৩ ॥

ভজিতববা সপপুরিসা পঞ্ঞা তথা পবড্ঢতি ভজনতানং।
ভজমানো সপপুরিসে সববেহি পি দুতখেহি মুচ্চেয্য। ॥ ২১৪ ॥

দুখঞ্ চ ভিজানেয্য দুকখসস চ সমুদয়ং।
নিরোধঞ্ চ অট্ঠঙ্গিকং মগগং চত্তারি অরিয়সচ্চানি। ॥ ২১৫ ॥

দুকখো ইতথিভাবো অকখাতো পুরিসধম্মসারথিনা।
সপত্তিকং পি দুকখং অপপেকচ্চা সকিং বিজাতায়ো। ॥ ২১৬ ॥

গলে অপকন্তঅন্তি সুখুমালিনিয়ো ভিসানি খাদনতি।
জনমারকমঝহেগতা উভো পি ব্যাসনানি অনুভোনতি। ॥ ২১৭ ॥

উপভিজঅঞ্ঞা গচ্ছনতি অন্ধসাহং পতিং মতং পনথে।
ভিজায়িতভান অপপত্তাহং সকং গেহং। ॥ ২১৮ ॥

দুয়ে পুত্তা কালঙকতা পতি চ পনথে মতো কপোনিকায়।
মাতা পিতা চ ভাতা চ দয়হনতি একচিতকায়ং। ॥ ২১৯ ॥

খিনকুলিকে কপনে অনুভূতং তে দুকখং অপরিমানং।
অসসু চ তি পভত্তং বহুনি জাতিসহসসানি। ॥ ২২০ ॥

পসসিং তং সুসানমজ্ঝহে অথো পি খাদিতং পুত্তমংসানি।
কটকুলিকা সব্বগরহিতা মতপতিকা অমতং অধিগচ্ছিহং। ॥ ২২১ ॥

ভাবিতো মে মগগো অরিয়ো অট্ঠহনগিকো অমতগামি।
নিব্বানং সচ্ছিকতং ধম্মাদাসং অপেকখি অহং। ॥ ২২২ ॥

অহং অহমি কনতসত্তা ওহিতভারা কতং মে করনিয়ং।
কিশাগোতমি থেরী সুভিমুত্তচিত্তা ইমং ভনি তি। ॥ ২২৩ ॥

॥ কিশাগোতমি ॥

॥ একাদশনিপতো সমত্তো ॥

উভো মাতা চ ধীতা চ ময়ং আসুং সপত্তিয়ো।
তসসা মে অহু সংভেগো অবভুতো লোমহংসনো। ॥ ২২৪ ॥

ধি-র-অতথু কামা অসুচি দুগগন্ধা বহুকণ্ডকা।
যথ মাতা চ ধীতা চ সভরিয়া ময়ং অহুং। ॥ ২২৫ ॥
কামেসু আদিনভং দিসভা নেকখমমং দল্হখেমতো।
সা পব্বজিং রাজগহে অগারসমা অনগারিয়ং। ॥ ২২৬ ॥

পুব্বনিবাসং জানামি দিব্বচকখুং ভিসোধিতং
চেতো পরিচ্চ এগাঙঞ চ সোতধাতু ভিসোধিতা। ॥ ২২৭ ॥

ইদধি পি মে সচ্ছিকতা পত্তো মে আসভকুখয়ো।
ছ মে অভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধসস সাসনং। ॥ ২২৮ ॥

ইদধিয়া অভিনিমমিতভা চতুরসস রথং অহং।
বুদ্ধসস পাদে বনদিতভা লোকনাথসস সিরিমতো। ॥ ২২৯ ॥
সুপুপফিতগগং উপগম্মঅ পাদপং একা তুভং টিঠহসি রুখমূলে।
ন চাপি তি দুতিয়ো অতথি কোচি ন তভং বালে ভায়সি ধুত্তকানং।
॥ ২৩০ ॥

সতং সহসসানং পি ধুত্তকানং সমাগতা এদেশিকা ভভেষযুং।
লোমং ন ইঞ্জি মে পি সম্পভেধে কিং মে তুভং মার করিসসঅস'
একো। ॥ ২৩১ ॥

এসা অনতরধ্যায়ামি কুচ্ছিং ভা পভিসামি তে।
ভমুকনতরে টিঠহামি টিঠহনতিং মং ন দকখিসি। ॥ ২৩২ ॥

চিত্তঅমহি ভাসিভুতাহং ইদধিপাদা সুভাভিতা।
ছ মে অভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধসস্ সাসনং। ॥ ২৩৩ ॥

সত্তিসলূপমা কামা খন্ধানং অধিকুট্টনা ।
যং ত্বং কামরতিং ব্রূসি অরতি দানি সা মমা । ॥ ২৩৪ ॥

সববঅতথ বিহতা ননদি তমোকখন্দো পদালিতো ।
এভং জানাহি পাপিন নিহতো তভং অসি অনতকা তি । ॥ ২৩৫ ॥

॥ উপ্পলবণনা ॥

॥ দভাদশনিপতো সমত্তো ॥

উদকহারী অহং সিতে সদা উদকং ওতরিং ।
অয়য়ানং দন্ডভরভূতা ভাচাদোসভয়ন্দিতা । ॥ ২৩৬ ॥

কসস ব্রাহ্মণ তবং ভিতো সদা ওদকং ওতরি ।
বেদমানেহি গত্তেহি সিতং বেদয়সে ভূসং । ॥ ২৩৭ ॥

জাননতি চ তুবং ভোতি পুন্নিকে পরিপুচ্ছসি ।
করোনতং কুশলং কমমং রুদনতং কমম পাপকং । ॥ ২৩৮ ॥

যো চ বুড্ডহো ভা দহরো ভা পাপ কমমং পকুব্বতি ।
উদকা ভিসেচনা সো পি পাপ কমমা পমুচ্চতি । ॥ ২৩৯ ॥

কো নু তে ইদং অক্খাসি অজানতসস অজানতো ।
উদকা ভিসেচনা নাম পাপ কমমা পমুচ্চতি । ॥ ২৪০ ॥

সগগং নূনা গমিসসতি সববে মন্ডুকচ্ছপা ।
নাগা চ সংসুমার চ যে চ অঞ্ঞে উদকেচরা । ॥ ২৪১ ॥

ওরবভিকা সূকরিকা মচ্ছিকা মিগবন্ধকা ।
চোরা চ ভঞ্জহত্থাতা চ য়ে চ অঞ্ঞে পাপকমমিনো ।
উদকভিসেচনা পি পাপকমমা পমুচ্চরে । ॥ ২৪২ ॥

সচে ইমা নদিও তে পাপং পুববেকতং বহেযযুম ।
পুঞ্ঞঞং পি ইমা বহেযযুম তেন তবং পরিবাহিরো অসস । ॥ ২৪৩ ॥

যসস ব্রাহ্মণ তবং ভিতো সদা উদকং ওতরি ।
তং এব জমে মা কাসি মা তে সিতং ছবিং হনে । ॥ ২৪৪ ॥

কুমগগং পতিপননং মং অরিয়মগগং সমানয়ি।
উদকা ভিসেচনং ভোতি ইমং সাটং দদামি তে। ॥ ২৪৫ ॥

তুয়হ ইভ সাটকো হোতু লাহং ইচ্ছামি সাটকং।
সচে ভায়সি দুকখসস সচে তে দুকখং অপাপিয়ং। ॥ ২৪৬ ॥

মা কাসি পাপকং কমমং আভি ভা যদি ভা রহো।
সচে চ পাপকং কমমং করিস্‌সসি করোসি ভা। ॥ ২৪৭ ॥

ন তে দুকখা পমুতে অতথি উপচ্চাপি পলায়তো।
সচে ভায়সি দুকখসস সচে তে দুকখং অপাপিয়ং। ॥ ২৪৮ ॥

উপেহি বুদ্ধং শরণং ধমমং সংঘঞ্চ তাদিনং।
সমাদিয়াহি সিলানি তং তে অতথায় হহিতি। ॥ ২৪৯ ॥

উপেমি বুদ্ধং শরণং ধমমং সংঘঞ্চ তাদিনং।
সমাদায়ামি সিলানি তং মে অতথায় হহিতি। ॥ ২৫০ ॥

ব্রহমবন্‌ধু পুরে আসিম অজজ 'অমহি সচ্চং ব্রাহমনো।'
তেরিজজো বেদসমপননো সোতথিয়ো চ অমহি নহাতকো। ॥ ২৫১ ॥

॥ পুণনিকা ॥

॥ সোলসনিপতো সমত্তো ॥

কালকা ভমরবণণাসদিসা বেললিতগগা মদ মুদধাজা অহুং।
তে জরায় সাণবাকসদিসা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৫২ ॥

বাসিতো ভ সুরভিকরণডকো পুপফপুরং মস উত্তমঙগভু।
তং জরায় শশলোমগনধিকং সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥২৫৩ ॥

কাননং ভ সহিতং সুরোপিতং কোচ্ছসুবিচিতগগসোভিতং।
তং জরায় বিরল তহিং তহিং সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৫৪ ॥

সঙহগনধকসুবণণমনদিতং সোভতে সু বেনিহি অলংকতং।
তং জরায় খতাতি সিরং কতং সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৪৫ ॥

চিত্তকারুমুকতা ভ লখিতা সোভতে সু ভমুকা পুরে মম।
তং জরায় বলিহি পলমবিতা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৫৬ ॥

ভসসরা সুরুচিরা যথা মং নেত্তাহেসুম অভিনিল-ম-আয়তা।
তে জরায় অভিহতা নো সোভতে সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৫৭ ॥

সঙহতুঙ্গসদিসি চ নাসিকা সোভতে সু অভিয়োভনম পতি।
সা জরায় উপকুলিতা ভিয় সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৫৮ ॥

কঙকনং ভ সুকতং সুনিটঠিতং সোভতে সু মম কনন্পলিয়ো পুরে।
তে জরায় বলিহি পলমবিতা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৫৯ ॥

পত্তলিমকুলবণণসদিসা সোভতে সু দনতা পুরে মম।
তে জরায় খনদা যবপিতকা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬০ ॥

কাননসমিং বনসঙদচারিনি কোকিলা ভ মধুরং নিকুজিতম্।
তং জরায় খলিতং তহিম তহিং সচ্চিবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬১ ॥

সঙহকমপুরি ভ সুপপমজজিতা সোভতে সু গিভা পুরে মম।
সা জরায় ভগগা ভিনাসিতা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬২ ॥

ভট্টপলিঘসদিসোপমা উভো সোভতে সু বাহু পুরে মম।
তে জরায় যথা পাটলি দুব্বলিকা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬৩ ॥

সনহমুদ্ধিকাসুবণণমনদিতা সোভতে হতথা পুরে মম।
তে জরায় যথা মুলমুলিকা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬৪ ॥

পিনভট্টপহিতুগগতা উভো সোভতে সু থনকা পুরে মম।
তে রিনদি ভ লমবন্তে নোদকা সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬৫ ॥

কঞ্চনসস ফলকং সুমট্টম সোভতে সু কায়ো পুরে মম।
সো বলিহি সুখুমাহি ওততো সচ্চিবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬৬ ॥

নাগভোগসদিসোপমা উভো সোভতে সু উরু পুরে মম।
তে জরায় যথা বেলুনালিয়ো সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞথা। ॥ ২৬৭ ॥

সঙহনুপুরসুবণণমনদিতা সোভতে মু জঙঘা পুরে মম।
তে জরায় তিলদনডকা-র-ইভ সচ্চবাদিবচনং অনঞঞথা। ॥ ২৬৮ ॥

তুলপুণণসদিসোপমা উভো সোভতে সু পাদা পুরে মম।
তে জরায় ফুটিকা বলিমতা সচ্চবাদিবচনং অনঞঞথা। ॥ ২৬৯ ॥

এদিসো অহু সমুসসয়ো জঅঙ্জরো বহুদুকখানং আলয়ো।
সো পলেপ্পতিতো জরাগহো সচ্চবাদিবচনং অনঞঞথা। ॥ ২৭০ ॥

॥ অম্বপালি ॥

সমনা তি ভোতি মাং বিপসসি সমনা তি পতিপুজ্জসি।
সমনানং এভ কিত্তেসি সমনি নুন ভবিসসসি। ॥ ২৭১ ॥

বিপুলং অননঞ চ পানঞ চ সমনানং পভেচ্ছসি।
রোহিণী দানি পুচ্ছামি কেন তে সমনা পিয়া। ॥ ২৭২ ॥

অকমম্কামা অলসা পরদত্তোপজিবিনো।
আসংসুকা সাদুকামা কেন তে সমনি পিয়া। ॥ ২৭৩ ॥

চিরসসম বলা মনতালা সমনানং পরিপুচ্ছসি।
তেসং তে কিত্তয়িসসামি পঞঞাসিল পরককমং। ॥ ২৭৪ ॥

কমমকামা অনলসা কমমসেট্ঠসস কারকা।
রাগং দোসং পজহনতি তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৭৫ ॥

তিনি পাপসস মুলানি ধুননতি সুচিকারিনো।
সবব পাপং পহিন এসং তেন মে সমনা প্রিয়া। ॥ ২৭৬ ॥

কয়কমমং সুচি নেসম ভচিকমমং চ তাদিসং।
মনোকমমং সুচি নেসম তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৭৭ ॥

বিমলা সন্খমুত্তা ইভ সুদ্ধা সনতরবাহিরা।
পুননা সুক্কান ধমমানং তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৭৮ ॥

বহুসসুতা ধমমধরা অরিয়া ধমমজিবিনো।
অতথং ধমমঞ চ দেশেনতি তেন মে সমনা পিয়া ॥ ২৭৯ ॥

বহুসসুতা ধমমধরা অরিয়া ধমমজীবিনো।
একগগ্‌চিত্তা সতিমনতো তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৮০ ॥

দূরনগমা সতিমনতো মন্তভানি অনুদ্ধতা।
দুকখসস অনতম পজানঅনতি তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৮১ ॥

যমহা গামা পককমেনতি ন বিলোকেনতি কিঞ্চনং।
অনপেকখা ভ গচ্ছনতি তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৮২ ॥

ন তে সম কোটঠে ওসনতি ন কুমভিং ন কলোপিয়ং।
পরিনিট্ঠিহিতম্ এসানা তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৮৩ ॥

ন তি হিরঞ্ঞানি গন্হনতি ন সুবণণং ন রূপিং।
পচ্চুপ্পণণেন যাপেতি তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৮৪ ॥

নানাকুলা পব্বজিতা নানা জনপদেহি চ।
অঞ্ঞঞ্ঞঅ মঞ্ঞঞ্ঞঅম পিয়ায়নতি তেন মে সমনা পিয়া। ॥ ২৮৫ ॥

অতথায় বলা নো ভোতি কুলে জাতা সি রোহিণী।
সদধা বুদ্ধে চ ধমমে চ সঙ্ঘে চ তিব্ব গারভা। ॥ ২৮৬ ॥

তুবম হ' এতুং পজানাসি পুঞ্ঞঞ্ঞক্খেত্তং অনুত্তরং।
অহং পি এতে সমনা পটিগনহন্তি দুকখনং।
পতিটঠিতো হ' এতথ যঞ্ঞঞ্ঞা বিপুলো নো ভবিসসতি। ॥ ২৮৭-৮৮ ॥

সচে ভায়েসি দুকখসস সচে তে দুকখং অপপিয়ং।
উপেহি বুদ্ধং সরণং ধমমং সঙ্ঘঞ্চ তাদিনং।
সমাদিয়াহি সিলানি তন তে অতথায় হহিতি। ॥ ২৮৯ ॥

ব্রহমবন্ধু পুরে আসিম সো ইদানি অমহি ব্রাহমনো।
তেভিজজো সোতথিয়ো চ আমহি বেদগু চ 'অমহি নহাতকো'।
॥ ২৯০ ॥

॥ রোহিণী ॥

লটঠিহতথো পুরে অসিম সো দানি মিগলুদদকো।
আসায় পলিপা ঘোরা নাসকখিম পারং এলাসে। ॥ ২৯১ ॥

সুমত্তং মং মঞ্ঞমানা চাপা পুত্তং অতোমযি।
চাপায় বনধনং ছেতবা পববজিসসং পুনো-ম-অহং। ॥ ২৯২ ॥

মা মে কুজ্জহঅ মহাবীর মা ন কুজ্জহঅ মহামুনি।
ন হি কোধপরেতসস্ সুদ্ধি অত্থি কুতো তপো। ॥ ২৯৩ ॥

পক্কামিসসঞ্চ চ নালতো কো ইধ নালায় বচ্ছতি।
বনধনতি ইতথি রূপেন সমনে ধমমজিবিনো। ॥ ২৯৪ ॥

এহি কাল নিবত্তসস্ ভুঞ্জ কামা যথা পুরে।
অহম চ তে বসিকতা যে চ মে সনতি ঞাতকা। ॥ ২৯৫ ॥

এত্তো চেভ চতুবভাগম যথা ভাসসি তং চাপে।
তযি রত্তসস পোসস্স উলারং ভত তং সিয়া। ॥ ২৯৬ ॥

কাল নাগিনীং ভ তক্কারিং পুপফিতং গিরিমুদ্ধনি।
ফুলং দালি কলটঠিম ভ অনতোদীপে ভ পাতলিং। ॥ ২৯৭ ॥

হরিচনদনলিত্ত অঙ্গিং কাসিকুত্তমধারিনিং।
তং মং রূপবতিং সানতিং কসস ওহায় গচ্ছসি ॥ ২৯৮ ॥

সাকুনতিকো ভ সাকুনিং যথা বনধিতুম ইচ্ছতি।
আহরিমনঅ রূপেন ন মং তবং বাধাযিস্সসি। ॥ ২৯৯ ॥

ইমং চ মে পুত্তফলং কাল উপপাদিতং তযা।
তং মং পুত্তবতিং সনতিং কসস ওহায় গচ্ছসি। ॥ ৩০০ ॥

জহনতি পুত্তে সপপঞ্ঞা ততো ঞাতি ততো ধনং।
পববজনতি মহাবীরা নাগো ছেতবা ভ বনধনং। ॥ ৩০১

ইদানি তে ইমং পুত্তম দনডেন চুরিকায় বা।
ভূমিযং ভ নিসুমভেযযম পুত্তসোকা ন গচ্ছসি। ॥ ৩০২ ॥

সচে পুত্তম্ সিগালানং কুক্কুরানং পদাহিসি।
ন মং পুত্তকতে জমমি পুনর আভত্তযিসসসি। ॥ ৩০৩ ॥

হন্দ খো দানি ভন্ধন তে কুহিং কাল গমিসসসি।
কতমং গামং নিগমং নগরং রাজধানীয়ো। ॥ ৩০৪ ॥

অহুমহ পুববে গনিনো অশমনা শমনমানিনো।
গামেনঅ গামং বিচরিমহঅ নগরে রাজধানীয়ো। ॥ ৩০৫ ॥

এসো হি ভগবা বুদ্ধ নদিং নিরঞ্জনং পতি।
সব্ব দুকখ অপপহানায় ধমমং দেশেসি ভবিসসতি। ৩০৬।

বনদনং দানি বজ্জাসি লোকনাথং অনুত্তরং।
পদকখিনঞ চ কতভান আদিসেষযাসি দকখিনং। ॥ ৩০৭ ॥

ইতং খো লবভং অমহেহি যথা ভাসসি তং চাপা।
বনদনং দানি তে বজ্জং লোকনাথং অনুত্তরং।
পদকখিনঞ চ কতভা আদিসিস্সানি দকখিনং। ॥ ৩০৮ ॥

ততো চ কালো পককামি নদিং নিরঞ্জনং পতি।
সো অদ্দসাসি সমবুদধং দেশনতং অমতং পদং। ॥ ৩০৯ ॥

দুকখং দুকখসমুপপাদং দুকখসস্ চ অতিককমং।
অরিয়অট্ঠহনগিকং মগগং দুকখুপসমগামিনং। ॥ ৩১০ ॥

তসস পাদানি বনদিত্বা কতবান মং পদকখিনং।
চাপায় আদিসিতভান পব্বজি অনগারিয়ং।
তিসসো ভিজ্জা অনুপপত্তা কতং বুদধসস সাসনং। ॥ ৩১১ ॥

॥ চাপা ॥

পেতানি ভোতি পুত্তানি খাদমানা তুবম পুরে।
তুবং দিভা চ রত্তো চ অতিভ পরিতপ্পসি। ॥ ৩১২ ॥

সাজ্জ সম্বানি খাদিতবা সত্ত পুত্তানি ব্রাহমনি।
বাশেটঠি কেনঅ বণণেনঅ ন বালহং পরিতপপসি। ॥ ৩১৩ ॥

বহুনি মে পুত্তসতানি ঞাতিসঙগহসতানি চ।
খাদিতানি অতিতংসে মঅমঅ তুয়হঞ চ ব্রাহমণ। ॥ ৩১৪ ॥

সাহং নিসসরনং ঞতবা জাতিয়া মরনসস চ।
মা সোচামি ন রোদামি ন চাহং পরিতপপামি। ॥ ৩১৫ ॥

অববুতং ভত বাশেটঠি বাচং ভাসসি এদিসং।
কসস তবং ধমমং অঞঞায় গিরং ভাসসি এদিসং। ॥ ৩১৬ ॥

এস ব্রাহমণ সমবুদধ নগরং মিথিলং পতি।
সরবদুকখঅপপহানআয় ধমমং দেশেসি পানিনং। ॥ ৩১৭ ॥
তসসাহং ব্রাহমণ অরহতো ধমমং সুতভা নিরুপধিম।
ততথ ভিঞঞাতসদধমমা পুত্তশোকং ব্যপানুদিং। ॥ ৩১৮ ॥

সো অহং পি গমিসসামি নগরং মিথিলং পতি।
অপপঅ ইব মং সো ভগবা সব্বদুকখা পমোচয়ে। ॥ ৩১৯ ॥

অদদসঅ ব্রাহমণো বুদধং বিপপমুত্তং নিরুপদিম।
তসস ধমমং অদেশেসি মুনি দুকখসস পারগু। ॥ ৩২০ ॥

দুকখম দুকখসমুপপাদং দুকখসস চ অতিক্কমং।

অরিয়অটঠহঙগিকং মগগং দুকখুপসমগামিনং। ॥ ৩২১ ॥

ততথ বিঞঞাতসদ্ধমমো পব্বজ্জম সমরোচয়ি।
সুগতো তিহি রত্তিহি তিসসো বিজজা অপহসসয়ি। ॥ ৩২২ ॥

এহি সারথি গচ্ছাহি রথং নিয়াদয়াহি' মং।
আরোগয়ং ব্রাহমণিম বজ্জ পব্বজিতো দানি ব্রাহমণো।
সুজাতো তিহি রত্তিহি তিসসো বিজ্জা অপহসসয়ি। ॥ ৩২৩ ॥

ততো চ রথং আদায় সহসসং চাপি সারথি।
আরোগয়ং ব্রহমাণিম অভোচ পব্বজিতো দানি ব্রাহমণো।
সুজাতো তিহি রত্তিহি তিসসো বিজ্জা অপহসসয়ি। ॥ ৩২৪ ॥

এতং চ' অহং অসসরথং সহসসং চাপি সারথি।
তেবিজ্জং ব্রাহমণং সুতবা পুঙঙপত্তং দদামি তে। ॥ ৩২৫ ॥

তুমহ' এভ হোতু অসসরথো সহসসং চাপি ব্রাহমণি।
অহং পি পব্বজিসসামি বরপঞঞঅসসঅ সনতিকে। ॥ ৩২৬ ॥

হতথিগভসসম মণিকুনডলঞ্চ চ ফিতঞ্চ চ ইমং গেহভিগতং পহায়।
পিতা পব্বজিতো তুয়হং ভুঞ্জ ভোগানি সুনদরি তুবং দায়াদিকা।
॥ ৩২৭ ॥

হতথিগভসসম মণিকুনডলঞ্চ চ রমমঞ্চ চ ইমং গেহভিগতং পহায়।
পিতা পব্বজিতো ময়হং পুত্তশোকেন অদদিতো।
অহং পি পব্বজিসসমি ভাতু শোকেন অদদিতা। ॥ ৩২৮ ॥

সে তো ইজ্জহতু সংকপপো যম তবং পতথেসি সুনদরি।
উত্তিট্ঠপিনডো উঞ্ছো চ পংসুকুলঞ্চ চ চিবরং।
এতানি অভিসংভোনটি পরলোকে অনাসবা। ॥ ৩২৯ ॥

শিকখমানায় মে অযযে দিব্বচকখুং বিসোধিতং।
পুববেনিবাসং জানামি যতথ মে ভূসিতং পুরে। ॥ ৩৩০ ॥

তুভং নিসসায় কলয়ানি থেরীসঙ্ঘসস শোভনে।
তিসসো বিজ্জা অনুপপত্তা কতং বুদধসস সাসনং। ॥ ৩৩১ ॥

অনুজানাহি মে অযযে ইচ্ছে সাবতথিং গনতবে।
সিহনাদং নদিসসামি বুদধসিট্ঠসস সনতিকে। ॥ ৩৩২ ॥

পসস সুনদরি সতথারং হেমবণণং হরিত্তচং।
অদনতানং দমেতারং সমবুদধং অকুতোভয়ং। ॥ ৩৩৩ ॥

পসস সুনদরিং আয়নতিং বিপপমুত্তম নিরুপধিম্।
বিতরাগং বিসংযুত্তং কতকিচ্চং অনাসবং। ॥ ৩৩৪ ॥

বারণসীতো নিকখমমঅ তব সনতিকং আগতা।
সাবিকা তে মহাবীরা পাদে বনদতি সুনদরি। ॥ ৩৩৫ ॥

তুবং বুদধ তুবং সতথা তুহং ধীতা অমহি ব্রাহমণ।
ওরসা মুখতো জাতা কতিকিচ্চা অনাসবা। ॥ ৩৩৬ ॥

তসসা তে সভাগতম ভদদে ততো তে অদূরাগতম।
এভং হি দনতা অয়নতি সতথ পাদানি বনদিকা।
ভিতরাগা বিসংযুত্তা কতকিচ্চা অনাসবা। ॥ ৩৩৭ ॥

॥ সুনদরি ॥

দহরাহং সুদধবসনা যম পুরে ধমমং অসুনিং।
তসসা মে অপপমত্তায় সচ্চাভিসময়ো অহু। ॥ ৩৩৮ ॥

ততো অহং সব্ব কামেসু ভূসং অরতিং অজ্জগং।
সককা যসমিং ভয়ং দিসবা নেকখমমং যেব পিহয়ে। ॥ ৩৩৯ ॥

হিতবানঅ অহং ঞাতিগনং দাসকমমকরানি চ।
গামখেত্তানি ফিতানি রমণিয়ে পমোদিতে।
পহায় অহং পব্বজিতা সাপতেযযম অনপপকং। ॥ ৩৪০ ॥

এবম সদধায় নিকখমমঅ সদধমমে সুপপবেদিতে।
ন মে তং অসস পতিরূপং আকিঞ্চঞ্ঞম হি পত্থয়ে।
যা জাতরূপরজতং থপেতবা পুনর আগমে। ॥ ৩৪১ ॥

রজতং জাতরূপং বা ন বোধায় ন সনতয়ে।
ন এতং সমনসারূপপং ন এতং অরিয় ধমমং। ॥ ৩৪২ ॥

লোভনং মদনং চ এতং মোহনং রজবদধনং।
সাসঙকম বহু আয়াসম ন অতথি চ এতথ ধুবং থিতি। ॥ ৩৪৩ ॥

এতথ রত্তা পমত্তা চ সংকিলিট্ঠমনা নরা।
অঞ্ঞঞ্ঞমঞ্ঞয়েন ব্যারুদধা পুথুকুব্বনতি মেধগং। ॥ ৩৪৪ ॥

বধো বনধো পরিকিলেসো জানি শোকপরিদ্ধভো।
কামেসু অধিপন্নানং দিসসতে ব্যসনং বহুং। ॥ ৩৪৫ ॥

তং মঞ্চ ঞাতি অমিত্তা ব কিং মং কামেসু যুঞ্জথ্।
জানাথ মং পব্বজিতং কামেসু ভয়দসসিনিং। ॥ ৩৪৬ ॥

ন হিরঞ্ঞসুবণণঅ পরিকখিয়নতি আসবা।
অমিত্তা বধকা কামা সপত্তা সললবন্ধনা। ॥ ৩৪৭ ॥

তং মং ঞাতি অমিত্তা ব কিং মং কামেসু যুঞ্জথ।
জানাথ মং পব্বজিতং মুনডং সংঘাটিপারুতং। ॥ ৩৪৮ ॥

উট্ঠিহপিনডো উঞ্ছো চ পংসুকুলঞ্চ চিবরং।
এতং খো মম সারূপপং অনগারূপনিসময়ো। ॥ ৩৪৯ ॥

ভতা মহেসিনা কামা যে দিব্বা যে চ মানুসো।
খেমটঠানে বিমুত্তা তে পত্তা তে অচলং সুখং। ॥ ৩৫০ ॥

মাহং কামেহি সংগচ্ছিং যেসু তানং ন বিজ্জতি।
অমিত্তা বধকা কামা অগগিখনধূপমা দুকখা। ॥ ৩৫১ ॥

পরিপলথো এসো সভয়ো সভিঘাতো সকনটকো।
গেধো সবিসমো চ এসো মহনতো মোহনামুখো। ॥ ৩৫২ ॥

উপসগগো ভিমরূপো চ এসো কামা সপপসিরূপমা।
যে বালা অভিননদনতি অনধভূতা পুথুজ্জনা। ॥ ৩৫৩ ॥

কামপংকসত্তা হি জনা বহু লোকে অকিদ্ধসু।
পরিয়নতং নাভি জাননতি জাতিয়া মরণসস চ। ॥ ৩৫৪ ॥

দুগগতিগমনং মগগং মনুসসা কামহেতুকং।
বহুং ভে পতিপজজনতি অত্তনো রোগ-ম-আভহং। ॥ ৩৫৫ ॥

এবং অমিত্তজননা তাপনা সংকিলেসা।
লোকামিসা বনধনীয়া কামা মরণবনধনী। ॥ ৩৫৬ ॥

উমমাদনা উললপনা কামা চিত্তপমাথিনো।
সত্তানং সংকিলিসায় খিপপং মারেনঅ ওডডিতং। ॥ ৩৫৭ ॥

অননতাদিনভা কামা বহুদুকখা মহাবিসা।
অপপসসাদা রনকরা সুকখুপকখুবিসোসনা। ॥ ৩৫৮ ॥

সাহং এতাদিসং কতবা ব্যসনং কামহেতুকং।
ন তং পচ্চাগামিসসামঅ নিববানা ভিরতা সদা। ॥ ৩৫৯ ॥

রনং করিতবা কামানাং সিতিভাবাভিকঙখিনি।
অপপমত্তা বিহিসসামি তেসং সংযোজনকখয়ে। ॥ ৩৬০ ॥

অশোকং বিরজং খেমং অরিয়অটঠহঙগিকং উজুং।
তং মগগং অনুগচ্ছামি যেন তিন্না মহেসিনো। ॥ ৩৬১ ॥

ইমং পসসম ধমমটঠং সুভং কমমারধীতরং।
অনেজং উপসমপজজ রুকখমূলমহি ঝায়তি। ॥ ৩৬২ ॥

অজজ অটঠমি পববজিতা সদধা সদধমমশোভনা।
বিনিতা উপপলবণণায় তেবিজজা মচুহায়িনি। ॥ ৩৬৩ ॥

সায়ং ভুজিসসা অনেনা ভিকখুনি ভাবিতিনদিয়া।
সব্ব যোগবিসংযুত্তা কতকিচ্চা অনাসবা। ॥ ৩৬৪ ॥

তং সককো দেবসঙঘেন উপসংগমমঅ ইধিয়া।
নমসসতি ভুতপতি সুভম কমমারধীতরং তি। ॥ ৩৬৫ ॥

॥ সুভা কমমারধীতা ॥

॥ বিসতিনিপত সমত্তো ॥

জিবকমববনং রমমং গচ্ছনতিং ভিকখুনিং সুভম।
ধুত্তকো সংনিবারেসি তং এবং অবরবি সুভা। ॥ ৩৬৬ ॥

কিং তে অপরাধিতং ময়া যং মং ওবরিয়ান তিট্ঠসি।
ন হি পবরজিতায় অভুসো পুরিসো সমফুসনায় কপপতি। ॥ ৩৬৭ ॥

গরুকে মম সথু সাসনং য়া শিকখা সুগতেন দেশিতা।
পবিসুদধপদিং অনঙগনং কিং মং ওবরিয়ান তিটঠসি। ॥ ৩৬৮ ॥

আবিলচিত্তো অনাবিলং সরজো বিতরজং অনঙগনং।
সববতথ বিমুত্তমানসং কিং মং ওবরিয়ান তিট্ঠসি। ॥ ৩৬৯ ॥

দহরা চ অপাপিকা চ অসি কিং তে পববজ্জা করিসসতি।
নিকখিপ কাসায় চিবরং এহি রমাম্সে পুপফিতে বনে। ॥ ৩৭০ ॥

মধুরঞ্চ পবনতি সববসো কুসুমরজেন সমুদধতা দুমা।
পথমবসনতো সুখো উতু এহি রমামসে পুপফিতে বনে। ॥ ৩৭১ ॥

কুসুমিতশিখরা চ পাদপা অভিগঞ্জনতি ব মালুতেরিতা।
কা তুয়হং রতি ভবিসসতি যদি একা বনং ওগাহিসসসি। ॥ ৩৭২ ॥

বালমিগসংঘসেবিতং কুঞ্জরমত্তকরনুলোলিতং।
অসহায়িকা গনতুং ইচ্ছসি রহিতং ভিষণকং মহাবনং। ॥ ৩৭৩ ॥

তপনিয়কতা ব ধিতিকা বিচরসি চিত্তরথে ব অচ্ছরা।
কাসিকসুখুমেহি বগগুহি শোভসি বসনেহি অনুপমে। ॥ ৩৭৪ ॥

অহং তব বসানুগো সিয়ং যদি বিহরেমসি কাননঅনতরো।
ন হি ম অতথি তয়া পিয়তরো পানো কিননরিমনদলোচনে। ॥ ৩৭৫ ॥

যদি মে বচনং করিসসসি সুখিতা এহি অগিরং আবস।
পাসাদনিবাতবাসিণী পরিকমমং তে করোনতু নারিয়ো। ॥ ৩৭৬ ॥

কাসিকসুখুমানি ধারয় অভিরোপহি চ মালবননকং।
কঞ্চনমনিমুত্তকং বহুং বিবিধং আভরনং করোমি তে। ॥ ৩৭৭ ॥

সুধোতরজপঅচ্ছদং সুভুং গোনকতুলিকসনততং নবং।
অভিরুহ সয়নং মহারহং চনদমমনদিতং সারগনধিকং। ॥ ৩৭৮ ॥

উপপলং চ উদকতো উবভূতং যথা য়ং অমনুসসসেবিতং।
এবং তুবং ব্রহমচারিণি সকেসু অঙগেসু জরং গমিসসসি। ॥ ৩৭৯ ॥

কিং তু ইধ সারসমমতং কুনপপুরমহি সুসানবজ্জনে।
ভেদনধমমে কলেবরে য়ম দিসবা বিমনো উদিকখসি। ॥ ৩৮০ ॥

অকখিনি চ তুমিয়া-র-ইব কিননরিয়ং-র-ইব পব্বতনতরে।
তব মে নয়নাদি দকখিয় ভিযযো কামরতি পবজ্জনতি। ॥ ৩৮১ ॥

উপপলশিখরোপমানিতে বিমলে হাটকসন্নিভে মুখে।
তব মে নয়নানি দকখিয় ভিযযো কামগুনো পবজ্জনতি। ॥ ৩৮২ ॥

অপি দূরগতা সরেমহসে আয়তপনহে বিশুদ্ধদসসনে।
ন হি ম অত্থি তয়া পিয়তরা নয়না কিন্নরিমনদলোচনে। ॥ ৩৮৩ ॥

অপথেন পয়াতুং ইচ্ছসি চনদং কিলনকং গবেসসি।
মেরুং লঙ্ঘেতুং ইচ্ছসি যো তবং বুদ্ধসুতং মপ্পয়সি। ॥ ৩৮৪ ॥

ন অতত্থি হি লোকে সদেবকে রাগো যতথ পি দানি মে সিয়া।
ন পি নং জানামি কিরিসো অথ মগগেন হতো সমূলকো। ॥ ৩৮৫ ॥

ইনঘালখুয়া ব উজ্জহিতো বিসপত্তো-র-ইব আগগতো কতো।
ন পি নং পসামি কিরিসো অথ মগগেন হতো সমূলকো। ॥ ৩৮৬ ॥

যসসা সিয়া অপ্পচ্চবেকখিতং সতথা বা অনাসাসিতো সিয়া।
তবং তাদিসিকং পলোভয়ো জাননতিং সো ইমং বিহঞ্ঞসি। ॥ ৩৮৭ ॥

ময়হং হি অক্কুটঠবনদিতে সুখদুকখে চ সতি উপটঠহিতা।
সঙ্ঘতং অসুভং তি জানিয় সব্বতথ এব মনোন লিমপতি। ॥ ৩৮৮ ॥

সাহং সুগতসস সাবিকা মপ্পঅটঠঙ্গিকয়ানয়ায়িনি।
উদধতসত্তা অনাসবা সুঞ্ঞাগারগতা রমাম অহং। ॥ ৩৮৯ ॥

দিটঠা হি ময়া সুচিত্তিতা সোমভা দারুক চিল্লকা নবা।
তনতিহি চ খিললেখি চ বিনিবদধা বিবিধং পনচিত্তা। ॥ ৩৯০ ॥

তমহ উদধতে অনতিখিলকে বিসটঠয়ে বিকলে পরিপক্কতে।
অভিনদে খনদসো কতে কিমহি ততথ মনং নিবেসায়ে। ॥ ৩৯১ ॥

তথুপমং দেহকানি মং তেহি ধমমেহি বত্তনতি।
ধমমেহি বিনা ন বত্তনতি কিমহি ততথ মনং নিবেসয়ে। ॥ ৩৯২ ॥

যথা হরিতালেন মসকখিতং অন্ধেস চিত্তিকং ভিত্তিয়া কতং।
তমহি তি বিপরিতদসসনং পঞ্ঞা মানুসিকা নিরতথিকা। ॥ ৩৯৩ ॥

মায়ং বিয় অগগতো কতং সুপিনন্তে ব সুবণনপাদপং।
উপধাবসি অনধ রিত্তকম জন মজঝে-র-ইব রূপপরূপকং। ॥ ৩৯৪ ॥

বট্টনি-র-ইব কোটরং ওহিতা মজ্ঝে বুম্বুলকা সঅসসুকা।
পিলিকোলিকা চ এতথ জায়নতি বিবিধা চকখুবিধা বা পিনডতা।
॥ ৩৯৫ ॥

উপপাতিয় চারুদসসনা ন চ পজ্জইতথ অসঙগমানসা।
হনদ তে চকখুম হরসসু তং তসস নরসস অদাসি তাবদে। ॥ ৩৯৬ ॥

তসস চ বিরমাসি তাবদে রাগো ততথ খমাপয়ি চ নং।
সোতথি সিয়া ব্রহমচারিনি ন পুনো এদিসকং ভবিসসতি। ॥ ৩৯৭ ॥

আহনিয় এদিসং জনম অগগিং পজ্জলিতং ব লিঙগিয়।
গনহিসসং আসিবিসং বিয় অপি মে সোতথি সিয়া খমেহিনো।
॥ ৩৯৮ ॥

মুত্তা চ ততো সা ভিকখুণী অগমি বুদধবরসস সনতিকং।
পসসিয় বরপঞ্ঞলকখং চকখু আসি যথাপরানকং তি। ॥ ৩৯৯ ॥
॥ সুভা জিবকমবঅবনিকা ॥

॥ তিংশনিপতো সমত্তো ॥

নগরমহি কুসুমনামে পাটলিপুত্তমহি পথবিয়া।
মনদে শাকয়কুলকুলিনায়ো দুয়ে ভিকখুণী গুণবতিয়ো। ॥ ৪০০ ॥

ইসিদাসী ততথ একা দুতিয়া বোধি তি শিলসম্পন্না চ।
ঝানজ্ঝায়নরতায়ো বহুসসুতায়ো দুতকিলে সায়ো। ॥ ৪০১ ॥

তা পিনডায় চরিতবা ভত্তত্তহং করিয় ধোতপত্তায়ো।
রহিতমহি সুখনিসিন্না ইমা গিরা অতভুধীরসুং। ॥ ৪০২ ॥

পাসাদিকাসি অযযে ইসিদাসী ভয়ো পি তে অপরিহিনো।
কিং দিসবান বলিকং অথাসি নেকখমমং অনুযুত্তা। ॥ ৪০৩ ॥

এবং অনুযুঞ্জমানা সা রহিতে ধম্মদেশনা কুশলা।
ইসিদাসী ইদং বচনং অবরভি শুন বোধি যথামহি পম্বজিতা।
॥ ৪০৪ ॥

উজ্জনিয়া পুরবরে ময়হং পিতা শিলসংভূতো শেটঠি
তসস অমহি একা ধীতা পিয়া মনাপা দয়িতা চ। ॥ ৪০৫ ॥

অথ মে সাকেততো বরকো আগচ্ছি উত্তম কুলিনো।
শেটঠি বহুতরতনো তসস মং সুণ্হম অদাসি তাতো। ॥ ৪০৬ ॥

সসসুয়া সসসুরসস চ সায়ং পাতং পনানং উপগমম্।
সিরসা করোমি পাদে বনদানি যথামহি অনুসিটঠা। ॥ ৪০৭ ॥

যা ময়হং সামিকসস ভগিনিয়ো ভাতুনো পরিজনো।
তং একবারকং পি দিসবা উভিগগা আসনং দোমি। ॥ ৪০৮ ॥

অন্নেন পানেন চ খজ্জেন চ যম চ ততথ সন্নিহিতং।
ছাদেং উপনয়ামি চ দেমি চ যম যসস পতিরূপং। ॥ ৪০৯ ॥

কালেন উটঠহিতবা ঘরং সমুপগমিন।
উমমারধোতহতথপাদা পঞ্জলিকা সামিকং উপমি। ॥ ৪১০ ॥

কোচ্ছং পসাদং অঞ্জনঞ চ আদাসকঞ চ গণহিতবা।
পরিকমমকারিকা ভিয় সয়ং এভ পতিং বিভূসমি। ॥ ৪১১ ॥

সয়ং এভ ওদনং সাধয়ামি সয়ং এভ ভাজনং ধোবিং।
মাতা ব একপুত্তকং তথা ভত্তারং পরিচরামি। ॥ ৪১২ ॥

এবম মং ভত্তিকতং অনুত্তরং কারিকংতং নিহতমানং।
উতথায়িকং অনলসং শিলবতীং দুসসতে ভত্তা। ॥ ৪১৩ ॥

সো মাতরঞ চ পিতরঞ চ ভনতি আপুচ্ছ'আহং গমিসসমি।
ইসিদাসী ন সহ বচ্ছং একাগারে নহং সহবতথুং। ॥ ৪১৪ ॥

মা এবম পুত্তা অভচ ইসিদাসী পন্ডিতা পরিব্যত্তা।
উটঠায়িকা অনলসা কিং তুয়হং ন রোচতে পুত্ত। ॥ ৪১৫ ॥

ন চ মে হিংসতি কিঞচি ন চাহং ইসিদাসী সহ বচ্ছং।
দসসা এব মে অলঙ মে আপুচ্ছা আহং গমিসসামি। ॥ ৪১৬ ॥

তসস বচনং শুনিতবা সসসু সসসুরো চ মে অপুচ্ছিংসু।
কিসস তয়া অপরদধং ভন বিসসাতথা যথাভুতং। ॥ ৪১৭ ॥

ন পি অহং অপরজ্জং কিঞ্চি ন পি হিংস এব ন গনামি।
দুব্বচনং কিং সক্কা যম মং বিদেসসতে ভত্তা। ॥ ৪১৮ ॥

তে মং পিতু ঘরং পেতি নয়িংসু বিমনা দুকখেন।
অভিভূতা পুত্তং অনুরকখমানা জিনামহসে রুপিনিং লচ্ছিং।
॥ ৪১৯ ॥

অথ মং অদাসি তাতো অন্ডসস ঘরমহি দুতিয়কুলিকসস্।
ততো উপন্ডসুঙকেন যেন মং বিনদথ্ শেটঠি। ॥ ৪২০ ॥

তসস্ পি ঘরমহি মাসং অভসিং অথ সো পি মং পতিচ্ছতি।
দাসী ব উপটঠহনতিং অদুসিকং শিলসমপননং। ॥ ৪২১ ॥

ভিকখায় চ বিচরনতং দমকং দনতং মে পিতা ভনতি।
সো হি সি মে জামাতা নিকখিপ পোনতিঞ্চ চ ঘটিকঞ্চ চ। ॥ ৪২২ ॥

সো পি বসিতবা পকখং অথ তাতং ভনতি দেহি মে।
পুনতিং ঘটিকঞ্চ চ মললকঞ্চ চ পুন পি ভিখম চরিসসামি। ॥ ৪২৩ ॥

অথ নং ভনতি তাতো অমমা সববো চ মে ঞাতিগণবগগো।
কিম তে ন করতি ইধ ভন খিপপং যম তে করিহিতি। ॥ ৪২৪ ॥

এবং ভনিতো ভনতি যদি মে অত্তা সককোতি অলঙ ময়হং।
ইসিদাসী ন বচ্ছম একঘরে অহং সহবতথুং। ॥ ৪২৫ ॥

বিসজজিতো গতো সো অহং পি একাকিনী বিচিনতেমি।
অপুচ্ছিতুন গচ্ছম মরিতুয়ে পব্বজিসসং বা। ॥ ৪২৬ ॥

অথ অযযা জিনদত্তা আগচ্ছি গোচরায় চরমান।
ততাকুলং বিনয়ধরী বহুসুতা শিলসম্পন্না। ॥ ৪২৭ ॥

তং দিসবান অমহাকং উতথায়াসনং তসসা পঞ্ঞপয়িং।
নিসিন্নায় চ পাদ ধনদিতবা ভোজনং অদাসিং। ॥ ৪২৮ ॥

অন্নেন চ পানেন চ খজ্জেন চ যঞ্ঞ চ তথ সননিহিতং।
সন্তপপ্পিতবা অভোচং অযযে ইচ্ছামি পব্বজিতুং। ॥ ৪২৯ ॥

অথ মং ভনতি তাতো ইধ এব পুত্তক চরেহি তং ধমমং।
অননেন চ পানেন চ তপপয় সমনে দ্বিজাতি চ। ॥ ৪৩০ ॥

অথা অহং ভনামি তাতং রোদনতি অঞ্জলিং পনামেতবা।
পাপং হি ময়া পকতং কম্মং তং নিজ্জরেসসামি চ। ॥ ৪৩১ ॥

অথ মং ভনতি তাতো পাপুনা বোধিঞ্ঞ চ অপ্পধম্মঞ্ঞ চ।
নিব্বাণঞ্ঞ চ লভেসসু যং সচ্ছিকরি দ্বিপদসেট্ঠো। ॥ ৪৩২ ॥

মাতাপিতু অভিবাদয়িতবা সব্বঞ্ঞ চ ঞতিগণবগগং।
সত্তাহং পব্বজিতা তিসসো বিজ্জা অফসসয়িং। ॥ ৪৩৩ ॥

জানামি অত্তনো সত্ত জাতিয়ো যসসা যং ফলং বিপাকো।
তং তব আচিক্খিসসং তং একমনা নিসামেহি। ॥ ৪৩৪ ॥

নগরমহি এরকেকচ্ছে সবনন্কারো অহং বহুতধনো।
যোব্বনমদেন মত্তো সো পরদারং অসবি অহং। ॥ ৪৩৫ ॥

সো অহং ততো চরিতবা নিরয়মহি অপচ্চিসং চিরং।
পক্কো ততো চ উট্ঠহিতবা মককতিয়া কুচ্ছিং ওককমিং। ॥ ৪৩৬ ॥

সত্তাহং জাতকম্মং মহাকপি যূথপো নিল্লচ্ছেসি।
তসস এতং কম্মফলং যথা পি গনতবান পরদারিং। ॥ ৪৩৭ ॥

সো হম ততো চরিতবা কালং করিতবা সিন্ধবারঞ্ঞে।
কানায় চ খন্জায় চ এলকিয়া কুচ্ছিং ওককমিং। ॥ ৪৩৮ ॥

দবা দশবসসানি অহং মিল্লচ্ছিতো দারকে পবিবহিতবা।
কিমিনা বট্টো অকললো যথা পি গনতবান পরদারং। ॥ ৪৩৯ ॥

সো অহং ততো চরিতবা গোবাণিজকসস গাভিয়া জাতো।
বচ্ছো লাখাতমবো নিল্লচ্ছিতো দ্বাদশে মাসে। ॥ ৪৪০ ॥

তে পুন নঙ্গলং অহম সকটং চ ধারয়ামি।
অনধো বস্তো অকললো যথা পি গনতবান পরদারং। ॥ ৪৪১ ॥

সো অহং ততো চরিতবা ভিথিয়া দাসীয়া ঘরে জাতো।
ন'এব মহিলা ন পুরিসো যথা পি গনতবান পরদারং। ॥ ৪৪২ ॥

তিংশতিবসসঅমহি মতো সাকতিককুলমহি দারিকা জাতা।
কপনমহি অপ্পভোগে ধনিকপুরিসপাতবহুলমহি। ॥ ৪৪৩ ॥

তং মং তাতো সত্তবাহো উসসন্নায় বিপুলায় বড্ডিয়া।
ওকজ্জহতি বিলপনতিং সচ্ছিনিদিতবা কুলঘরসস। ॥ ৪৪৪ ॥

অথ সোলসমে বসসে দিসবান মং পত্তযোব্বনং।
কঞ্ঞং ওরুদধ তসস পুত্তো গিরিদাসো নাম নামেন। ॥ ৪৪৫ ॥

তসস পি অঞ্ঞা ভরিয় শিলবতী গুণবতী যশবতী চ।
অনুরত্তা ভত্তারং তসসাহং বিদধেসনং অকাসিং। ॥ ৪৪৬ ॥

তসস এতং কম্মফলং যম মং অপকরিতুন গচ্ছনতি।
দাসী ব উপট্ঠহনতিং তসস পি অনতো অনতো কতো ময়াতি।
॥ ৪৪৭ ॥

॥ ইসিদাসী ॥

॥ চত্তালিসনিপতো সমত্তো ॥

মনুতাভতিয়া নগরে রঞ্ঞো কোঞ্চসস অগগমহেসিয়া।
ধীতা আসি সুমেধা পাসাদিকা সাসন করেহি। ॥ ৪৪৮ ॥

শিলবতী চিত্তকতিকা বহুসসুতা বুদধসাসনে বিনিতা।
মাতো পিতরো উপগমম ভনতি উভো নিসামেথ। ॥ ৪৪৯ ॥

নিব্বাণাবিরতা অহং অসসঅসসতং ভবতং যদি পি দিব্বং।
কিং অঙ্গ পন তুচ্ছা কামা অপ্পসসাদা বহুবিঘাত। ॥ ৪৫০ ॥

কামা কটুকা আসিবিষুপমা যেসু মুচ্ছিতা বাল।
তে দিঘরত্তং নিরয়ে সমপপিতা হঞ্ঞনতে দুকখিতা। ॥ ৪৫১ ॥

সোচনতি পাপকমমা বিনিপাতে পাপবুদধিনো।
সদা কায়েন বাচায় চ মনসা চ অসংভূতা বালা। ॥ ৪৫২ ॥

বালা তে দুপঞ্ঞা অচেতনা দুকখসমুদয়োরুদধা।
দেশেনতে অজ্ঞানতা ন বিজ্জরে অরিয়সচ্চানি। ॥ ৪৫৩ ॥

সচ্চানি অম্ম বুদধবরদেশিতানি তে বহুতরা অজ্ঞাননত্।
যে অভিননদনতি ভবগতং পিহনতি দেবেসু উপপত্তিং। ॥ ৪৫৪ ॥

দেবেসু পি উপপত্তি অসঅসসতা ভবগতে অনিচ্চমহি।
ন চ সনতসনতি বালা পুনপ্পুনং জায়িতববসসু। ॥ ৪৫৫ ॥

চত্তারো বিনিপাতা দবে চ গতিয়ো কথঞ্চি লবভনতি।
ন চ বিনিপাতগতানং পব্বজ্জা অতথি নিরয়েসু। ॥ ৪৫৬ ॥

অনুজানাথ মং উভয়ো পব্বজিতুং দশবলসস পাবচন।
অপপোসসুককা ঘতিসসং জাতিমরণ অপপহামায়। ॥ ৪৫৭ ॥

কিং ভাবগতেন অভিননদিতেন কায়কলিনা অসারেন।
ভবতন্হায় নিরোধা অনুজানাথ পরবজিসসামি। ॥ ৪৫৮ ॥

বুদধানং উপপাদো বিবজ্জিতো অকখেনো খনো লদধো।
শিলানি ব্রহমচারিয়ং জিবজিবং ন দুসেযযং। ॥ ৪৫৯ ॥

এবং ভনতি সুমেধা মাতাপিতরো ন তাব আহারং।
অহরিয় গহটঠা মরণবসং গতা এব হেসসামি। ॥ ৪৬০ ॥

মাতা দুকখিতা রোদতি পিতা চ অমমা সববসো সমভিসাতো।
ঘটেনতি সঞ্ঞাপেতুং পাসাদতলে ছমা পতিতং। ॥ ৪৬১ ॥

উটঠেহি পুত্তক কিং সোচিতেন দিননা সি বারগুবতিম্হি।
রাজা অমিকরত্তো অভিরুপো তসস তবং দিননা। ॥ ৪৬২ ॥

অপ্পগমহেসি ভবিসসেসি অমিকরত্তসস রাজিনো ভারিয়া।
সিলানি ব্রহমচরিয়ং পব্বজ্জা দুককরা পুত্তক। ॥ ৪৬৩ ॥

রজজে আঙা ধনং ইসসরিয়ং ভোগা সুখা দহরিকা পি।
ভুঞ্জহি কামভোগে ভারেষযং হোতু তে পুত্ত। ॥ ৪৬৪ ॥

অথ নে ভনেতি সুমেধা মা এদিসকামি ভবগতং অসারং।
পব্বজা ভা হোহিতি মরণং ব তেন চ এব ভারেষযং। ॥ ৪৬৫ ॥

কিং ইভ পুতিকায়ং অসুচিং শবনগনধং ভয়ানকং।
কুনপং অভিসংভিসেযযং গত্তং সকিপগহরিতং অসুচিপুন্নং। ॥ ৪৬৬ ॥

কিং ইব তে অহং জান্নতি ভিকুলকং মংসসোনিতপলিত্তং।
কিমিকুলালয়ং শকুনভত্তং কলবরং কিসস দিয়য়তি তি। ॥ ৪৬৭ ॥

নিব্বুয়হতি সুসানং অচিরং কায়ো অপেতভিঞ্ঞানো।
ছুটঠহো কলিঙগরং বিয় জিগুচ্ছমানেহি ঞাতেহি। ॥ ৪৬৮ ॥

ছড়ড়ুন মং সুসানে পরভত্তম ঙহায়নতি জিগুচ্ছনুতা।
নিয়কা মাতাপিতরো কিম পঅমঅ সাধারণা জনতা। ॥ ৪৬৯ ॥

অজ্জহোসিতা অসারে কলবরে অতথিনহারুসংঘাতে।
খেলঅসসুমুচ্ছাসসবপরিপুননে পুতিকায়মহি। ॥ ৪৭০ ॥

যো মং বিনিবভুজিতবা অবভনতরং অসস বাহিরং কয়িরা।
গনধসস অসহমানা সকা পি মাতা জিগুচ্ছেযযা। ॥ ৪৭১ ॥

খন্ধাধাতুআয়তনং সঙখতং জাতিমুলকং।
দুকখং যোনিসো অরুচিং ভনঅনতি ভারেষযুম কিসস ইচ্ছেষযং।
॥ ৪৭২ ॥

দিবসে দিবসে তি সত্তিসতানি নবনভা পতেষযম কায়েমহি।
বসসশতং পি চ ঘাত সেষযো দুকখসস চ' ইব খয়ো। ॥ ৪৭৩ ॥

অজ্জহউপগচ্ছে ঘাতং যো বিঞ্ঞঞউ এবং সত্তহুনো বাচানং।
দিঘো তেসং সংসারো পুনপুনং হঞ্ঞঞঅমানানং। ॥ ৪৭৪ ॥

দেবেসু মনুসসেসু চ তিরচ্ছানযোনিয়া অসুরকায়ে।
পেতেসু চ নিরয়েসু চ অপরিমিতা দিয়নতে ঘাত। ॥ ৪৭৫ ॥

নিরয়েসু বহু বিনিপাতগতসস কিলিসসমানসস।
দেবেসু পি অত্তানং নিব্বাণসুখা পরং ন অখি। ॥ ৪৭৬ ॥

পত্তা তে নিব্বাণং যে যুত্তা দশবলসস্ পাবচনে।
অপপোসসুককা ঘটেনতি জাতিমরণ অপ্পহানায়। ॥ ৪৭৭ ॥

অজ্জ এব তাতো অভিনিকখমিসসং ভোগেহি কিং অসারেহি।
নিববিণ্ণা মে কামা বনতসমা তালবতথুকতা। ॥ ৪৭৮ ॥

সা চ এবং ভনতি পিতরং অনিকরত্তো চ যসস দিননা।
উপয়াসি পিতরুণ্ডাভূতো ভারেযযং উপটঠিতে কালে। ॥ ৪৭৯ ॥

অথ অসিতনিচিতমুদুকে কেশে খগগেন ছিনদিয়।
সুমেধা পাসাদং পিধহেতবা পথমজঝানং সমাপজজি। ॥ ৪৮০ ॥

সা চ তহিং সমাপন্না অনিকরত্তো চ আগতো নগরং।
পাসাদে ব সুমেধা অনিচ্চসঞ্ঞা সু ভাবেতি। ॥ ৪৮১ ॥

সা চ মনসিকরোতি অনিকরত্তো চ আরুহি তুরিতং।
মণ্ডকনকভূসিতঙগো কতঞ্ঞজালি যাচেতি সুমেধা। ॥ ৪৮২ ॥

রজজে আনা ধনং ইসসরিয়ং ভোগা সুখা দহরিকা পি।
ভূঞ্জহি কামভোগে কামসুখা সুদুল্লভা লোকে। ॥ ৪৮৩ ॥

নিসঅটঠং তে রজ্জং ভোগে ভূঞ্জসস দেহি দানং।
না দুমমেনা অহোসি মাতাপিতরো তে দুকখিতা। ॥ ৪৮৪ ॥

তন তং ভনতি সুমেধা কামেহি অনত্থিকা বিগতমোহা।
মা কামে অভিন্নদি কামেসু আদানবং পসস। ॥ ৪৮৫ ॥

চাতুদ্দিপো রাজা মন্ধাতা আসি কামভোগিনং অগগো।
অতিত্তো কালঙকতো ন চ অসস পরিপূরিতা ইচ্ছা। ॥ ৪৮৬ ॥

সত্ত রতনানি বসসেযষ ভুটঠিমা দশদিশা সমনতেন।
ন চ অতথি তিত্তি কামানং অতিত্তা ব মরণতি নরা। ॥ ৪৮৭ ॥

অসিসূলূপমা কামা কামা সপ্পসিরোপমা।
উককোপমা অনুদহনতি অটঠিকঙকালসননিভা। ॥ ৪৮৮ ॥

অনিচ্চা অদধুবা কামা বহুদুকখা মহাবিষা।
অয়েগুলো ব সন্তত্তো অঘমূলা দুকখপফলা। ॥ ৪৮৯ ॥

রুকখপফলূপমা কামা মঙসপেসূপমা দুকখা।
সুপিনোপমা বঞ্চনিয়া কামা যাচিতকূপমা। ॥ ৪৯০ ॥

অসি সূলূপমা কামা রোগো গনদো অঘং নিঘং।
অঙগারকাসূসদিসা অঘমূলং ভয়ং বধো। ॥ ৪৯১ ॥

এবং বহুদুকখা কামা অকখাতা অনতরায়িকা।
গচ্ছথ ন মে ভবগতে বিসসাসো অতথি অত্তনো। ॥ ৪৯২ ॥

কিং মম পরো করিসসতি অত্তনো সিসমহি দায়হমানমহি।
অনুবনধে জরামরণে তসস ঘাতায় খটিতম্বং। ॥ ৪৯৩ ॥

দবারং অপাপুনিতবান যম মাতাপিতরো অনিকরত্তঞ চ।
দিসবান ছমং নিসিননে রোদনতি ইদং অভোচ। ॥ ৪৯৪ ॥

দিঘো বালানং সংসারো পুনপুননং চ রোদতং।
অনমতগ্গতো ভয়ং পিতু মরণে ভাতু বধে অত্তনো চ বধে। ॥ ৪৯৫ ॥

অসসু থঞ্চঞং রুদিরং সংসারং অনমতগ্গতো সরথ।
সত্তানং সংসরিতং সরাহি অটঠিনঞ চ সননিচয়ং। ॥ ৪৯৬ ॥

সর চতুরো দধী উপনিতি অসসুথঞঞরুধিরমহি।
সর এককপপং অটঠিনং সঞ্চয়ং বিপুলেন সমনং। ॥ ৪৯৭ ॥

অনমতগগে সংসরতো মহিং জম্বুদিপং উপনিতং।
কোলটঠহিমত্তগুলিকা মাতাপিতুসু এব ন অপ্পহোনতি। ॥ ৪৯৮ ॥

সের তিনকটঠং সখাপলাসং উপনিতং অমতগগতো।
পিতুসু চতুরঙগুলিকা খটিকা পিতুপিতুসু এব ন অপ্পহোনতি।
॥ ৪৯৯ ॥

সর কানকচ্ছপং পুববে সমুদধে অপরতো চ যুগচ্ছিদদং।
সিরং তসস চ পটিমুকখং মনুসসলাভমহি ওপমমং। ॥ ৫০০ ॥

সর রুপং ফেনপিন্ডোপমসস কায়কলিনো অসারসস।
খন্ধে পসস অনিচচে সরাহি নিরয়ে বহুভিঘাতে। ॥ ৫০১ ॥

সুসানকটসিম বজ্জনতে পুনপপুনং তাসু তাসু জাতিসু।
সর কুমভিলভয়ানি চ সরাহি চত্তারি সচ্চানি। ॥ ৫০২ ॥

অমতমহি বিজ্জমানে কিং তব পঞ্চকটুকেন পিতেন।
সম্বা হি কামরতিয়ো কটুকতরা পঞ্চকটুকেন। ॥ ৫০৩ ॥

অমতমহি বিজ্জমানে কিং তব কামেহি য়ে পরিলাহা।
সম্বা হি কামরতিয়ো জলিতা কুথিতা কুপিতা সনতাপিতা। ॥ ৫০৪ ॥

অসপত্তমহি সমানে কিং তব কামেহি য়ে বহুসপত্তা।
রাজঅগগিচোরউদকঅপপিয়েহি সাধারণা কামা বহুসপত্তা। ॥ ৫০৫ ॥

মোকখমহি বিজ্জমানে কিং তব কামেহি য়েসু বধবনধো।
কামেসু হি বধবনধো কামকামা দুকখানি অনুভোনতি। ॥ ৫০৬ ॥

আদিপিতা তিন্নককা গনহনতং দহন্তি ন এব মুঞ্চনতং।
উকখোপমা হি কামা দহন্তি য়ে তি ন মুঞ্চনতি। ॥ ৫০৭ ॥

মা অপ্পকস্স হেতু কামসুখস্স বিপুলং জহি সুখং।
মা পুথোলোমো ব বলিসং গিলিতবা পচ্ছা বিহঞ্ঞসি। ॥ ৫০৮ ॥

কামং কামেসু দমসসু তাব সুনখো ব সংখলাবদধো।
খাহিনতি খু তং কামা ছাতা সুনখং ব চনডালা। ॥ ৫০৯ ॥

অপরিমিতঞ্চ দুকখং বহুনি চ চিত্তদোমনসসানি।
অনুভোহিসি কামেসু যত্তো পটিনিসসজ অদধুবে কামা। ॥ ৫১০ ॥

অজরমহি বিজ্জমানে কিং তব কামেহি য়ে সুজরা।
মরণব্যাধিগহিতা সব্বা সব্বতথ জাতিয়ো। ॥ ৫১১ ॥

ইদং অজরং ইদং অমরং ইদং অজরামরণপদং অশোকং।
অসপত্তং অসমবাধং অখলিতং অভয়ং নিরুপতাপং। ॥ ৫১২ ॥

অধিগতং ইদং বহুহি অমতং অজ্জাপি চ লভনিয়ং ইদং।
যো যোনিসো পয়উঞ্জতি ন চ সকা অঘটমানেন। ॥ ৫১৩ ॥

এবং ভনতি সুমেধা সংখারগতে রতিং অলভমানা।
অনুনেনতি অনিকরত্তং কেশো ইব ছেমং ছুপি সুমেধা। ॥ ৫১৪ ॥

উতথায় অনিকরত্তো পঞ্জলিকো য়াচি তসসা পিতরং সো।
বিসসজ্জিতা সুমেধং পব্বজিতুং বিমোকখসচ্চদসসা। ॥ ৫১৫ ॥

বিসসজজিতা মাতাপিতুহি পব্বজি শোকভয়ভিতা।
ছঅ অভিঞ্ঞা সচছিকতা অপ্পফলং শিকখ মানায়। ॥ ৫১৬ ॥

অচ্ছরিয়ং অবভুতং তং নিব্বাণং আসি রাজকঞ্ঞায়।
পুব্বনিবাসচরিতং যথা ব্যাকরি পচছিমে কালে। ॥ ৫১৭ ॥

ভগবতে কোনাগমনে সংঘারামঅমহি নবনিবেসংহি।
সখিয়ো তিনি জনিয়ো বিহারদানং অদাসিমহা। ॥ ৫১৮ ॥

দসসকখত্তুং শতকখত্তুং দশশতকখত্তুং শতানি চ শতকখত্তুং।
দেবেসু উপপজ্জইমহা কো পনঅ বাদো মনুসসেসু। ॥ ৫১৯ ॥

দেবেসু মহদধিকা অহুমহা মনুসসকমহি কো পনঅ বাদো।
সত্তরতনসস মহেশি ইত্থিরতনং অহং আসিস। ॥ ৫২০ ॥

সো হেতু সো পভাবো তং মূলং সতথু সাসনে খনতি।
তং পণ্ডমসমোধানং তং ধম্মরতায় নিব্বাণং। ॥ ৫২১ ॥

এবং কথেনতি যে সদ্ধহনতি বচনং অনোমপঞ্ঞঞসস।
নিববিন্দনতি ভবগতে নিববিনদিতবা বিরজ্জনতি তি। ॥ ৫২২ ॥

॥ সুমেধা ॥

॥ মহানিপতো সমত্তো ॥

॥ **সমত্তা থেরীগাথায়ো** ॥

## গ্রন্থ বিবরণী


1. Psalms of the Sisters—Mrs Rhys Davids
( P. T. S. 1913 )
2. Theri Gatha—Edited by R. Pischel ( 1883 )
3. Theri Gatha—Edited by E. Muller ( 1882 )
4. Dhammapada—Edited by Max Muller ( SBE 1881 )
5. Some Aspects of Earliest Social History of India
( S. C. Sarker, London, 1928 )
6. History of India, Pt I—K. A. Nilkanta Sastri
( Madras, 1950 )
7. Ancient Indian Education, 2nd Edition—R. K. Mookerji ( London, 1947 )
8. পালি সাহিত্যে নারী—ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায়।
ও অন্যান্য


———